NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ কার্গিল বিজয় দেশের ঐক্যের জয়

দল ছাড়তে চান মাণিকের স্ত্রী-সন্তানেরা ৬

কলকাতা ২৮ জুলাই ২০২৪ ১২ শ্রাবণ ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 28.7.2024, Vol.18, Issue No. 49 8 Pages, Price 3.00

‘মাইক বন্ধ করে অপমান’!

নীতি আয়োগ বৈঠক থেকে ওয়াক আউট ক্ষুব্ধ মমতার

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই: রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে শনিবার নীতি আয়োগের বৈঠক থেকে ওয়াক আউট করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠক শেষ হওয়ার আগেই বেরিয়ে এসে তিনি বলেন, ‘আমাকে পাঁচ মিনিটও বলতে দেওয়া হয়নি। মাইক বন্ধ করে আমাকে অপমান করা হয়েছে।’

বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’র সাত জন মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় বাজেটে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে বৈঠক বয়কট করলেও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার সকালে রাইসিনায় হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনের বাইরে তিনি বলেন, ‘অন্য কয়েক জনকে ২০ মিনিটের বেশি বলার সুযোগ দেওয়া হলেও আমাকে পাঁচ মিনিটও বলতে দেওয়া হয়নি। তার আগেই মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই বঞ্চনার প্রতিবাদে আমি বৈঠক ছেড়ে চলে এসেছি।’

অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নায়ডু ২০ মিনিট বলা সুযোগ পেয়েছেন বলে জানান মমতা। তাঁর দাবি, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা, গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ন্ত, ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাইও বলার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর মাইক বন্ধের ঘটনাকে সরাসরি ‘অপমান’ বলেও চিহ্নিত করেছেন মমতা। তিনি বলেন, ‘বিরোধীদের মধ্যে একমাত্র আমিই বৈঠকে হাজির ছিলাম। কিন্তু বলতে দেওয়া হল না। আমি আরও কিছু বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তার আগেই মাইক বন্ধ করে অপমান করা হল।’

নীতি আয়োগের বৈঠকে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন জানিয়ে মমতা বলেন, ‘আমি বলেছি আপনাদের কোনও রাজ্য সরকারের প্রতি বৈষম্য করা উচিত নয়। আমি কথা বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমাকে মাত্র ৫ মিনিট কথা বলতে দেওয়া হয়েছিল। আমার আগে লোকেরা ১০-২০ মিনিট কথা বলেছিলেন। বিরোধী দল থেকে আমিই একমাত্র অংশগ্রহণ করেছিলাম। তবুও আমাকে কথা বলতে দেওয়া হয়নি। এটা অপমানজনক।’ মমতা জানিয়েছেন, এর পরে নীতি আয়োগের আর কোনও বৈঠকে তিনি থাকবেন না। অতীতে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি একাধিক বার লোকসভায় তাঁর মাইক বন্ধের অভিযোগ তুলেছেন। এ বার অঙ্গরাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠকেও নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিরুদ্ধে মাইক বন্ধ করে বিরোধীদের ‘কণ্ঠরোধ’-এর অভিযোগ উঠল।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার দিল্লি যাওয়ার আগেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিমাতৃসুলভ আচরণের অভিযোগ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। তাঁর অভিযোগ ছিল, বাজেটে বাংলাকে বঞ্চনা করা হয়েছে। মমতা বলেছিলেন, ‘বাজেটে যে ভাবে বিরোধী রাজ্যগুলিকে বঞ্চনা করা হয়েছে, সেটা মানতে পারছি না। এক দিকে ইকনমিক ব্লকেড, পলিটিক্যাল ব্লকেড, এর সঙ্গে বাংলা-সহ বিভিন্ন রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার যে পরিকল্পনা, তার চরম নিন্দা করছি। মন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে বাংলা ভাগের কথা বলছেন!’

মমতাকে ‘সত্য’ বলার পরামর্শ নির্মলার

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাইক বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ ওড়াল কেন্দ্র। নীতি আয়োগের বৈঠক থেকে এ দিন ওয়াক আউট করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি অভিযোগ করেন, বৈঠকে বক্তব্য শুরু করতেই তাঁর মাইক অফ করে দেওয়া হয়। কিন্তু কেন্দ্রের তরফে এই অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া হল। কেন্দ্র জানাল, মুখ্যমন্ত্রীর মাইক অফ করা হয়নি। ঘড়ি দেখিয়ে জানানো হয়েছিল নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীতি আয়োগের বৈঠক থেকে ওয়াক আউট এবং মাইক বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ নিয়ে শোরগোল পড়তেই, কেন্দ্রের তরফে সাফাই দিয়ে জানানো হয়, ‘মধ্যাহ্নভোজের পর বক্তব্য রাখার কথা ছিল। কিন্তু দিল্লি থেকে ফেরার তাড়া থাকায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধে বৈঠকের সপ্তম স্পিকার করা হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।’ কেন্দ্রের তরফে সাফাই দিয়ে আরও জানানো হয়, কোনও বেল বাজানো হয়নি। ঘড়ি দেখিয়ে জানানো হয়েছিল সময় শেষ। মধ্যাহ্নভোজ শেষ হওয়ার পর ফের বলার সুযোগ পেতেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু তার আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওয়াক আউট করেন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি উড়িয়ে দেন। তিনি বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। আমরা সবাই ওঁর কথা শুনেছি। প্রত্যেক মুখ্যমন্ত্রীকে একটি নির্দিষ্ট সময় দেওয়া হয়েছিল বক্তব্য রাখার জন্য এবং নির্ধারিত সময় প্রতিটি টেবিলের সামনে রাখা স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছিল। উনি মিডিয়ায় বলেছেন যে ওঁর মাইক অফ করে দেওয়া হয়েছিল। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন যে তাঁর মাইক অফ করে দেওয়া হয়েছিল। মিথ্যার উপরে কাহিনি তৈরি না করে, ওঁর উচিত সত্য বলা।’

পুর নিয়োগে বড় দুর্নীতি

সিবিআই চার্জশিটে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে পুর নিয়োগে দুর্নীতি নিয়ে বড় দাবি সিবিআইয়ের। চলতি জুলাইয়ের গোড়ায় সিবিআই তদন্তে উঠে এসেছে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য। চার্জশিটের তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যের ১৭টি পুরসভায় নিয়ম বহির্ভূতভাবে ১ হাজার ৮৩৪ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। বেআইনিভাবে সব থেকে বেশি নিয়োগ হয়েছে দক্ষিণ দমদম পুরসভায়।

সেখানে ৩২৯ জনের চাকরি হয়েছে বেআইনিভাবে। করোনাকালে দক্ষিণ দমদম পুরসভায় ৩২৯ জনের বেআইনি নিয়োগের তথ্য সামনে রেখে পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় দক্ষিণ দমদম পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান পাঁচু রায়ের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট পেশ করে সিবিআই। পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এই প্রথম চার্জশিটে পাঁচু রায় ছাড়াও অভিযুক্তর তালিকায় রয়েছেন অয়ন শীল ও তাঁর একাধিক সংস্থা।

এর পরই রয়েছে কামারহাটি পুরসভার নাম। এই পুরসভায় বেআইনিভাবে ৩০৩ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। পুর নিয়োগ দুর্নীতির তালিকায় তৃতীয় বরানগর পুরসভা। এই পুরসভায় ২৭৬ জনকে বেআইনিভাবে নিয়োগ করা হয় বলে অভিযোগ সিবিআইয়ের।

সিবিআইয়ের চার্জশিটে ১৭টি পুরসভার মধ্যে কোনটিতে কত সংখ্যক বেআইনি নিয়োগ হয়েছে, সেই তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। সিবিআইয়ের তালিকা অনুযায়ী, দক্ষিণ দমদম পুরসভায় ৩২৯ জন, কামারহাটি পুরসভায় ৩০৩ জন, বরানগর পুরসভায় ২৭৬ জন, টিটাগড় পুরসভায় ২২১ জন, কৃষ্ণনগর পুরসভায় ২০০ জন, রানাঘাট পুরসভায় ১০১ জন, নিউ ব্যারাকপুর পুরসভায় ৭৪ জন, উত্তর দমদম পুরসভায় ৬৪ জন, দমদম পুরসভায় ৬১ জন, কাঁচরাপাড়া পুরসভায় ৪৯ জন, হালিশহর পুরসভায় ৩৯ জন, বাদুড়িয়া পুরসভায় ৩৯ জন, বীরনগর পুরসভায় ২৬ জন, ডায়মন্ড হারবার পুরসভায় ১৮ জন, উলুবেড়িয়া পুরসভায় ১৮ জন, টাকি পুরসভায় ১৫ জন ও নবদ্বীপ পুরসভায় ১ জনকে বেআইনিভাবে নিয়োগ করা হয়।

সিবিআইয়ের দাবি, পুর নিয়োগের দায়িত্ব ছিল অভিযুক্ত অয়ন শীলের সংস্থার হাতে। নিয়োগ দুর্নীতিতে অয়ন শীলকে গ্রেপ্তার করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। পরে পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই।

রাশিয়ার পরে এবার ইউক্রেন সফরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই: রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে ইতি টানার প্রক্রিয়া নিয়ে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে আলোচনা হতে পারে প্রধানমন্ত্রীর। রাশিয়ার পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবার ইউক্রেন সফরে যাবেন। প্রাক্তন দুই সোভিয়েত দেশের মধ্যে যুদ্ধ শুরুর পর এটাই প্রধানমন্ত্রীর প্রথম কিয়েভ সফর।

সূত্রের খবর, আগামী মাসেই ইউক্রেন যাচ্ছেন মোদি। বিদেশ মন্ত্রকের একটি সূত্র জানাচ্ছে, রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে ইতি টানার প্রক্রিয়া নিয়ে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে আলোচনা হতে পারে প্রধানমন্ত্রীর। পাশাপাশি, দ্রুত যুদ্ধবিরতির জন্য কিয়েভ ও মস্কোর মধ্যে দূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেন মোদি। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, গত জুন মাসে ইতালিতে অনুষ্ঠিত জি-৭ সম্মেলনে জেলেনস্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী। ইউক্রেন যদি আমেরিকার নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট নেটোতে যোগ দেওয়ার চেষ্টা থেকে সরে আসে, তবে মস্কো যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে পারে বলে বার্তা দিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এই পরিস্থিতিতে মোদির সফরে রুশ-ইউক্রেন রক্তক্ষয়ী সংঘাত বন্ধ হওয়ার আশা দেখছেন কূটনীতি বিশেষজ্ঞদের একাংশ। ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে এই প্রথম ইউক্রেন সফরে যাচ্ছেন মোদি। বিদেশ মন্ত্রকের একটি সূত্র জানাচ্ছে, সংঘাতে ইতি টানতে ভারতের তরফে প্রয়োজনীয় প্রয়াস নেওয়া হবে বলে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টকে জানিয়েছেন মোদি। গত জুন মাসে জি৭ সম্মেলনে যোগ দিতে ইতালি গিয়ে জেলেনস্কির সঙ্গে পার্শ্ববৈঠক করেছিলেন তিনি। তার আগে জাপানেও দু’জনের একান্তে আলোচনা হয়েছিল। একাধিক বার ফোনে দু’জনের কথা হয়েছে।

অন্যদিকে, চলতি মাসে মস্কোয় গিয়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে আলিঙ্গন করলেও মোদি তাঁর সামনেই ইউক্রেনে আগ্রাসন এবং শিশুহত্যার স্পষ্ট নিন্দা করেছেন। যদিও মোদির মস্কো সফর এবং পুতিনকে আলিঙ্গনের নিন্দা করে জেলেনস্কি বলেছিলেন, ‘বৃহত্তম গণতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী এক জন যুদ্ধাপরাধীকে আলিঙ্গন করছেন। শান্তি প্রক্রিয়ায় পক্ষে এটা বিরাট ধাক্কা।’ মোদি-পুতিন বৈঠক নিয়ে উষ্মাপ্রকাশ করেছিল আমেরিকাও। এ প্রসঙ্গে আমেরিকার বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার বলেছিলেন, ‘আমরা ভারতকে বলছি, ইউক্রেনে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য তাদের সমর্থন প্রয়োজন।’

আজ জোড়া পদকের হাতছানি

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রথম দিন কোনও পদক না এলেও অলিম্পিক্সের দ্বিতীয় দিনই পদক জিততে পারে ভারত। তা-ও জোড়া। আজ তিরন্দাজি ও শুটিংয়ে পদক আনতে পারেন ভারতের মহিলারা। তিরন্দাজিতে মহিলাদের দল খেলতে নামবে। দলে রয়েছেন দীপিকা কুমারী, অঙ্কিতা ভকত ও ভজন কৌর। শুটিংয়ে নামবেন মনু ভাকের। রবিবার দুপুর সাড়ে ৩টে থেকে শুরু হবে ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টের ফাইনাল। সেখানে যদি মনু কোনও পদক পান তা হলে এ বারের অলিম্পিক্সে ভারতের প্রথম পদক আসবে তাঁর হাত ধরেই।

বিস্তারিত খেলার পাতায়

দাম বাড়তে পারে মদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর আগে বাড়তে পারে মদের দাম। দেশে তৈরি বিদেশি মদ ও বিয়ারের দামবৃদ্ধির জন্য আবগারি দপ্তরের কাছে মদ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি আবেদন জানিয়েছে বলে সূত্রের খবর। রাজ্য আবগারি শুল্কও বাড়াতে পারে। দুটি বিষয় যদি কার্যকর হয় সেক্ষেত্রের অগস্ট মাসের মাঝামাঝি থেকে রাজ্যে বাড়তে পারে মদের দাম।

‘বক্তব্যের মাঝে বার বার বেল, শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যাবে না’

কলকাতায় ফিরে কেন্দ্রের অভিযোগ ওড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই: ‘ইন্ডিয়া’র শরিক দলগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে আলোচনায় এসেছিলেন শুক্রবার। শনিবার সেই বৈঠক থেকে ‘ওয়াক আউট’ করে আবার তিনি দিনভরের শিরোনামে থাকলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর দুপুরে দিল্লিতে দাঁড়িয়ে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছিলেন এক দফা। বিকেলে কলকাতায় ফিরে আবারও তোপ দাগলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, ‘বৈঠক বয়কট করে ঠিক করেছি। বাংলার সম্মান মাথা নত করতে দিইনি।’

শনিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে নীতি আয়োগের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিরোধী শিবির ‘ইন্ডিয়া’র সাত জন মুখ্যমন্ত্রী সেই বৈঠক আগে থেকেই বয়কট করলেও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। মমতা জানিয়েছিলেন, বাংলা-সহ সব অ-বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলির প্রতি কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে কথা বলতেই তিনি বৈঠকে যাবেন। কিন্তু সেই বৈঠকের মাঝপথেই তাঁকে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। বাইরে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি অভিযোগ করেন, ‘চন্দ্রবাবু নায়ডুকে ২০ মিনিট বলতে দেওয়া হয়েছে। অন্য মুখ্যমন্ত্রীদের ১০ থেকে ২০ মিনিট বলার সুযোগ দেওয়া হলেও আমাকে পাঁচ মিনিটও বলতে দেওয়া হয়নি। তার আগেই মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই বঞ্চনার প্রতিবাদে আমি বৈঠক ছেড়ে চলে এসেছি।’ কেন্দ্র যদিও মমতার অভিযোগ অস্বীকার করেছে। ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)-র তরফে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়, মাইক বন্ধের অভিযোগটি ‘বিপথে চালিত করা’।

কলকাতায় ফিরে কেন্দ্রের বক্তব্যেরও জবাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আবার বৈষম্যের অভিযোগ করে তিনি বলেন, ‘শনিবারের বৈঠকে বিরোধীদের কেউ যায়নি। আমি গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম সকলের হয়ে কথা বলব। তিন-চার মিনিটে যা পেরেছি তাই বলেছি।’ তিনি এ-ও অভিযোগ করেন, তাঁর বক্তৃতার মাঝে বার বার বেল বাজিয়ে থামিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। মমতার কথায়, ‘আমার কথার মাঝে যদি বার বার বেল বাজিয়ে বন্ধ করতে বলো, তবে সেটা অপমান নয়? আমি ৬ মিনিটও বলিনি। বিরোধীদের পক্ষ থেকে সারা দেশ থেকে আমি একা ছিলাম। এখানে গণতন্ত্র কোথায়? এমন মানসিকতা, যে বঞ্চনার কথা শুনতেও পারে না। কেউ যদি বঞ্চনার কথা বলেন, তাঁর তো একটা বলার জায়গা থাকা দরকার।’

এর পরেই মমতা বলেন, ‘যেখানে কেউ যায়নি, আমি সকলের হয়ে বলতে চেয়েছিলাম। যতটা পেরেছি বলেছি। সকলের হয়ে বলার পরে, বাংলার হয়ে বলতে শুরু করেছিলাম। সেটা ওদের ভাল লাগেনি।’ ভবিষ্যতে নীতি আয়োগের বৈঠকে আর যোগ না-ও দিতে পারেন, তার ইঙ্গিতও দিয়ে রাখলেন মমতা। কেন্দ্রের দাবির প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘বাজে কথা, মিথ্যা কথা। এখন শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছে। তখন যদি নিজেদের ভুলটা বুঝতে পারত, তবে আমার সঙ্গে এটা করত না। ইচ্ছাকৃত ভাবে আমাকে কালিমালিপ্ত করা হয়েছে। নিজেদের তো রক্ষা করতে হবে, তাই এই সব বলছে।’ শেষে তিনি এ-ও বলেন, ‘আমি বয়কট করে ঠিক করেছি। বাংলার মানুষের সম্মান মাথা নত করতে দিইনি।’

শনিবারের বৈঠক ওয়াকআউট করে বেরিয়ে এসে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন মমতা। তবে নীতি আয়োগের বৈঠকে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন বলেও জানান মমতা। তিনি বলেন, ‘আমি বলেছি আপনাদের (কেন্দ্রীয় সরকার) কোনও রাজ্য সরকারের প্রতি বৈষম্য করা উচিত নয়।’ তার পরেই তাঁর মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন মমতা। তাঁর অভিযোগ, নীতি আয়োগের বৈঠকেও ‘বৈষম্য’ করা হয়েছে।

ডোডায় হামলাকারী ৩ জঙ্গির স্কেচ প্রকাশ্যে

শ্রীনগর, ২৭ জুলাই: ডোডায় সেনার উপর হামলাকারীরা যে পাক জঙ্গি তা আগেই জানিয়েছিল তদন্তকারীরা। এবার সেই জঙ্গিদের সন্ধান পেতে ৩ সন্ত্রাসবাদীর স্কেচ প্রকাশ করল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। একইসঙ্গে জঙ্গিদের সন্ধান দিতে পারলে ৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সন্দেহভাজন ওই জঙ্গিরা বর্তমানে ডোডা ও দেসার উত্তর দিকে কোনও জায়গায় গা ঢাকা দিয়েছে। গত ১৬ জুলাই জম্মুর ডোডা এলাকায় সেনার উপর জঙ্গি হামলায় শহিদ হয়েছিলেন এক সেনা আধিকারিক-সহ ৫ জওয়ান। এই হামলার তদন্তে নেমে জানা যায়, পাক সীমান্ত পেরিয়ে জম্মুতে ঘাঁটি গেড়েছে একাধিক জঙ্গি। এই হামলা তাদেরই কারসাজি। এমনকি ওই জঙ্গিরা আমেরিকার তৈরি অত্যাধুনিক রাইফেল ব্যবহার করছে বলেও জানতে পারে তদন্তকারীরা। এরই মাঝে গোয়েন্দা সূত্রে জানা যায়, পাক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢোকা এই জঙ্গিদলকে দিয়ে হিংসা ছড়াচ্ছে পাকিস্তান। ইতিমধ্যেই জঙ্গিদের খোঁজে হাই অ্যালার্ট জারি হয়েছে গোটা উপত্যকায়। এরইমাঝে সন্ত্রাসীদের খোঁজে স্কেচ প্রকাশ করল পুলিশ। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, এই ৩ জঙ্গির খোঁজ দিতে পারলে ৫ লক্ষ টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হবে। স্থানীয়দের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে, তাঁরা যদি এই সংক্রান্ত কোনও খবর পায় তাহলে যেন পুলিশের কাছে গোটা বিষয়টি জানানো হয়। যিনি খবর দেবেন তাঁর পরিচয় গোপন রাখারও আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ। জায়গায় জায়গায় সন্দেহভাজনদের পোস্টার ছাপিয়ে পুলিশের তরফে ফোন নম্বর দেওয়া হয়েছে। কোনও খবর থাকলে তা যেন ওই নম্বরে ফোন করে জানানো হয়। এদিকে শনিবার ফের সেনা জঙ্গি সংঘর্ষে রক্তাক্ত হয়েছে উপত্যকা। এদিন কাশ্মীরের কুপওয়ারায় অনুপ্রবেশের চেষ্টার খবর পান ভারতীয় সেনার আধিকারিকরা। দ্রুত সেখানে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়। কিছুক্ষণ বাদেই পাক জঙ্গিদের সঙ্গে এনকাউন্টার শুরু হয় সেনার। সংঘর্ষে এক পাকিস্তানি জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে বলে খবর সেনা সূত্রে। আরও দুই পাক জঙ্গি কোনওক্রমে সীমান্ত পেরিয়ে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে পালাতে সক্ষম হয়েছে। ভারতের তরফে এক সেনা আধিকারিক শহিদ হয়েছেন। আরও ৪ জওয়ান আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন বলে খবর।

ডেঙ্গু নিয়ে আতঙ্কের কারণ নেই: স্বাস্থ্য দফতর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের ৫টি জেলায় ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়লেও এনিয়ে আশঙ্কার কোনও কারণ নেই বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে। গতবছরের তুলনায় চলতি বর্ষায় এখনও পর্যন্ত ডেঙ্গু সংক্রমণ কম রয়েছে বলে একটি পরিসংখ্যাণ পেশ করে স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে। ২০ জুলাই পর্যন্ত এ রাজ্যের ডেঙ্গু সংক্রমণ দেড় হাজার ছাড়িয়েছে। সংক্রমনের শীর্ষে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা। সেখানে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২৬৮। দ্বিতীয় স্থানে থাকা মালদায় ২৩০ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। মুর্শিদাবাদের ২২৪ জনের ডেঙ্গু সংক্রমণের খবর পাওয়া গেছে। এছাড়া হুগলিতে ১৮১, কলকাতায় ১৫২ জন এ পর্যন্ত ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন। ডেঙ্গু প্রতিরোধে স্বাস্থ্য দফতর স্থানীয় পুরসভা এবং পঞ্চায়েতগুলিকে সঙ্গে নিয়ে লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে। আশা কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সচেতনতা প্রচার এবং রোগ নির্ণয়ের কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এলাকায় এলাকায় সচেতনতা শিবিরেরও আয়োজন করা হচ্ছে।

ক্রেতা ও খাদ্য সুরক্ষার প্রশ্নে বীরভূমে ল্যাবরেটরির দাবি মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: খাদ্য সুরক্ষার প্রশ্নে গুণগত মান বজায় রাখার জন্য বীরভূমে ল্যাবরেটরির দাবি জানালো মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা। শুক্রবার সিউড়ি সাগর কনফারেন্স হলে ক্রেতা সুরক্ষা ও খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা সভায় এই দাবি বীরভূমের মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীর পক্ষ থেকে জানানো হয় । উপভোক্তা বিষয়ক দফতরের আয়োজনে প্রেরনা সিউড়ি বীরভুমের ব্যবস্থাপনায় একদিনের এই কর্মশালায় খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক আলোচনা করেন বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট ফুড সেফটি ইন্সপেক্টিং অফিসার প্রসেনজিৎ বটব্যাল। খাদ্য সুরক্ষায় কি কি করা উচিত সেই বিষয়ে উপস্থিত মিষ্টান্ন ব্যাবসায়ী হোটেল ও রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট ফুড সেফটি অফিসার আয়েশা খাতুন। এরই সূত্র ধরে পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন ব্যাবসায়ী সমিতির বীরভূম জেলা শাখার সম্পাদক সঞ্জয় পোদ্দার বলেন, 'মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের তৈরি মিষ্টি এবং তৈরির আগে কাঁচামালের গুণগত মান বজায় ঠিক রয়েছে কিনা তা দেখার জন্য ল্যাবরেটরির প্রয়োজন এবং সরকারের উচিত জেলায় একটি

ল্যাবরেটরি তৈরি করা।' সিউড়ির প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী জয়দীপ সেন বলেন, 'আমরাও এক অর্থে ক্রেতা কারণ আমাদের পরিবার আমাদের তৈরি মিষ্টি খায়, তাই সুরক্ষার প্রশ্নে আমরাও চাই জেলাতেই ল্যাবরেটরি হোক।' জয়দীপ সেন সেন বলেন, 'আমাদের তৈরি মিষ্টি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য পাঠাতে কলকাতা গেলে প্রায় ২৪ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়ে যায়, সেখানে এমনিতেই মিষ্টি খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা, তাই গুণগত মানের হেরফের হতে পারে, আমরাও চাই জেলা প্রশাসন উদ্যোগ নিয়ে এই ব্যাপারে সদর্থক ভূমিকা নিক। প্রয়োজনে আমরাও পাশে থাকব।' অতিরিক্ত জেলাশাসক উন্নয়ন বিশ্বজিৎ মোদক এ বিষয়ে বলেন, 'সুরক্ষার প্রশ্নে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের স্বার্থ এবং স্বাস্থ্য জড়িত, তাই কোনরকম জটিলতা দেখা দিলে জেলা প্রশাসন তা গুরুত্বর সাথে বিবেচনা করে দেখবে।' ক্রেতা সুরক্ষা ও উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর এবং ডিস্ট্রিক্ট কনজিউমার ডিস্পুট রিডরেশাল কমিশনের প্রেসিডেন্ট ইনচার্জ সুদীপ মজুমদার ক্রেতা সুরক্ষা ও কনজুমার আইনে ক্রেতাদের সুবিধার কথা তুলে ধরেন। লিড ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার পৃথ্বীশ দাস ব্যাঙ্কিং সেক্টরে ক্রেতাদের ভূমিকা এবং ক্রেতারা কোনওভাবে প্রতারিত হলে কিভাবে সহযোগিতা পাবেন সেই বিষয়ে আলোকপাত করেন। বীরভূম জেলা পরিষদের অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক এবং অতিরিক্ত জেলা শাসক কৌশিক সিনহা বলেন, ' এই ধরনের আলোচনা ক্রেতা এবং বিক্রেতার সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে বর্তমান সময়ের এই ধরনের উদ্যোগ। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রেরণা সিউড়ি বীরভূমের পক্ষে সম্পাদক তথা ডিস্ট্রিক্ট কনজিউমার প্রোটেকশন কাউন্সিলের সদস্য মৃণালজিৎ গোস্বামী বলেন, 'ক্রেতা সুরক্ষা ও খাদ্য সুরক্ষার বিষয়ক এই সেমিনারে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ই অংশগ্রহণ করায় নিজেরাই তাঁদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হলেন।' একদিনের এই আলোচনা সভায় সংগীত পরিবেশন করেন মা আনন্দময়ী কালচারাল সেন্টার আর অংশগ্রহণ করেন জেলার বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত সার্ভিস প্রোভাইডার-সহ মিষ্টান্ন, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ীরা।

হাই সিকিউরিটি নম্বরপ্লেট বাধ্যতামূলক

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ১৫ অগাস্ট থেকে গাড়ি ও মোটর সাইকেলে হাই সিকিউরিটি নম্বরপ্লেট ব্যবহার করা বাদ্ধতামূলক করা হচ্ছে। ধাপে ধাপে সমস্ত গাড়িতেই ওই নম্বর প্লেট লাগাতে হবে। না হলে ১৫ নভেম্বরের পর থেকে জরিমানা করা শুরু হবে। প্রথমবার এই নম্বর প্লেট ছাড়া গাড়ি বা বাইক চালাতে গিয়ে কেউ ধরা পড়লে ৫০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে। দ্বিতীয়বার একই অপরাধ করলে, জরিমানা হবে ১৫০০ টাকা। পরিবহন দফতর ও পুলিশ এজন্য যৌথভাবে নজরদারি চালাবে। গাড়ির নম্বর প্লেটের শেষ সংখ্যা ১, ২, ৩, ৪ হলে, হাই সিকিউরিটি নম্বর প্লেট লাগানোর শেষ তারিখ ১৫ আগস্ট। নম্বর প্লেটের শেষ সংখ্যা ৫ বা ৬ হলে, ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নম্বর প্লেট লাগানো বাধ্যতামূলক। নম্বর প্লেটের শেষ সংখ্যা ৭ বা ৮ হলে, হাই সিকিউরিটি নম্বর প্লেট লাগাতে হবে ১৫ অক্টোবরের মধ্যে। পাশাপাশি, নম্বর প্লেটের শেষ সংখ্যা ৯ বা ০ হলে, ১৫ নভেম্বরের মধ্যে হাই সিকিউরিটি নম্বর প্লেট লাগাতেই হবে। হাই সিকিউরিটি নম্বর প্লেটে ক্রোমিয়ামের হলোগ্রাম থাকে। যানবাহন চুরি গেলে তার দ্বারা সহজেই চিহ্নিত করা যায়। কেন্দ্রের সড়ক পরিবহণ মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, ২০১৯ সালের ১ এপ্রিল থেকে গোটা দেশে এই হাই সিকিউরিটি নম্বর প্লেট বাধ্যতামূলক। এরাজ্যে এতদিন এনিয়ে কড়াকড়ি না-হলেও, এবার অভিযানে নামবে পরিবহণ দফতর ও পুলিশ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৪/০৭/২৪, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৯৪৮ নং এফিডেভিট বলে Sk. Sukur Ali Mondal S/o. Sk. Barsed Ali Mondal ও Sukur Ali Mondal S/o. B. Ali Mondal উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Ashok Kumar Biswas, সাং- জালালখালি, কোতয়ালী, নদীয়া, ১৫.৭.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর নোটারী পাবলিকের এফিডেভিট বলে Ashok Kumar Biswas, S/O. Mangal Chandra Biswas ও Ashok Kr. Biswas, S/O. Lt. Mangal Ch. Biswas একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পরিবর্তন

আমি, ওয়াইস মোহাম্মদ, পিতা- মহঃ ইদ্রিশ মোহাম্মদ, নিবাসী- ৩১, ব্যনাক পাড়া রোড, ডাকঘর-হাজীনগর, থানা- নৈহাটি, পিন-743135, পশ্চিমবঙ্গ এতদ্বারা ব্যারাকপুর এর ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি হলফনামা দ্বারা ঘোষণা করি যে অসাবধানতাবশত আমার বাবার নাম ইদ্রিশ মোহাম্মাদ, আমার একাডেমিক যোগ্যতায় নথিভুক্ত করা হয়েছে। মাধ্যমিক ভর্তি (রেজিস্ট্রেশন নং 6191-028675), মার্ক শীট এবং সার্টিফিকেট এবং উচ্চ মাধ্যমিক ভর্তি (নিবন্ধন। 2020-2021 এর নং 4201345401), মার্ক শীট এবং সার্টিফিকেট। মহঃ ইদ্রিশ মোহাম্মাদ এবং ইদ্রিশ মোহাম্মাদ, একই এবং এক অভিন্ন ব্যক্তি যিনি আমার পিতা এবং অন্য কেউ নন।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৮ শে জুলাই। রবি বার। ১২ ই শ্রাবণ, অষ্টমি তিথি। জন্মে মেষ রাশি, অষ্টোত্তরী শুক্র র দশা বিংশোত্তোরী কেতু র মহাদশা, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অশুভ শনি। তবুও দিনটি শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা আগামীকাল লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকব, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতেবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : অশুভ শনি।খুব সতর্কতার সঙ্গে আজ সম্পর্ক তৈরী করুন। কোনো ছলনাময়ী নারী বা পুরুষের দ্বারা সামাজিক সম্মান হানি। ঋণ বিষয় তর্ক, বিতর্ক থেকে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। সন্ধ্যার পর অপরিচিতের ফোন না ধরা শুভ। স্বল্প পরিচিতর হঠাৎ নিমন্ত্রনে অপরিচিত জায়গায় না যাওয়া শুভ। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। আলোচনা চলাকালীন হঠাৎ মেজাজ হারালে বিশেষ ক্ষতি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : শুভ সময়। তবে বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : ব্যাবসার দিকে লাভ প্রাপ্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। বৈবাহিক জীবনে তৃতীয় ব্যাক্তির প্রবেশে সাংসারিক শান্তি নষ্টের ইঙ্গিত। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। আগামীকাল একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : অশুভ শনি। প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে লাভ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রাপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : সহযোগিতা চেয়েছিলেন তার সহযোগিতা পাওয়া যাবে। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : পীড়া ও শরীর ব্যাধি। মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে অশুভ সংবাদ প্রপ্তি হবে। পরিবারে প্রবীণ নাগরকিদের নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার সম্ভাভনা। দাম্পত্য সুখে বিবাদ। পরিবারে নৈরাশ্যবাদ হতাশা বৃদ্ধি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : অশুভ শনি ।আর্থিক সহযোগিতা নাই। সচেতন থাকা শুভ। তর্ক বিতর্কে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা। বিশেষত দুপুর বেলা রাহু কাল চলাকালীন সতর্ক থাকা শুভ। যে কাজ এখনো হয়নি প্রকাশে তা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। সবাইকে আপন ভাবলে বিপদ বৃদ্ধি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। ছলনাময় মানুষকে চিনতে শিখুন। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : অশুভ শনি। প্রতিবাদে না গেলে ক্ষতি কি? পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। ট্যাক্স সম্পর্কিত কাগজপত্র দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। দু একদিনের মধ্যে নতুন ব্যবসা শুরু না করা ভালো। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। তবে গৌর বর্ণের শত্রু কে চিনে নিন। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ।

(আজ আষাঢ়ী কৃষ্ণপক্ষ দীক্ষা, ওষধকরন, গাত্রহরিদ্রা, গ্রহ পুজো, বিপন্যারম্ভ শান্তি স্বসত্যয়ন)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রীরামপুরে মিলল নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ওড়িশার বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন: চা খেতে বেরিয়েছিলেন। তারপর নিখোঁজ হয়ে যান বৃদ্ধ। কোনও ভাবেই খোঁজ মিলছিল না। পরে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে আবার বাড়ি ফিরলেন তিনি। জানা গিয়েছে, ওই বৃদ্ধের বাড়ি ওড়িশায়। কোনওভাবে ভুল করে চলে এসেছিলেন হুগলির শ্রীরামপুরে।

জানা গিয়েছে, অজিত বৈদ্য ওড়িশার কেন্দ্রা পাড়ার কলটুংগা চাকাদা গোগুয়া এলাকার বাসিন্দা। তাঁর পরিবার সূত্রে খবর, এই বছরের ১৭ জুলাই চা খেতে বাড়ি থেকে বের হন। তারপর থেকেই নিখোঁজ হয়ে যান। পরিবারের লোকজন অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর স্থানীয় থানায় নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করেন। এর মধ্যেই ১৮ জুলাই হুগলির শ্রীরামপুর থানা এলাকায় ওই বৃদ্ধকে

রাস্তায় ঘুরতে দেখা দেখেন কয়েকজন। শ্রীরামপুর থানার পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। কিন্তু বৃদ্ধের কথায় অসংলগ্নতা থাকায় সঠিক ঠিকানা বুঝতে অসুবিধা হয় তাঁদের।

এরপর থানার আধিকারিক সুখ ময় চক্রবর্তী চুঁচুড়া আরোগ্যর কর্ণধারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। চুঁচুড়ার এই সেচ্ছাসেবী সংস্থা ভবঘুরে অসহায় মানুষদের আশ্রয় দেয়। বৃদ্ধ বেশ কয়েকদিন তাঁদের আশ্রয়ে থাকেন। বৃদ্ধর সঙ্গে কথা বলে বাড়ির সঠিক ঠিকানার খোঁজ শুরু হয়। তবে বয়সজনিত কারণে কিছুটা স্মৃতি লোপ পেয়েছে তাঁর। তবে তাঁর ছেলের নাম, থানার নাম জানাতে পারেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার লোকজন। এরপর ওড়িশার কেন্দ্রাপাড়া জেলার মহাকালাপদ থানায় যোগাযোগ করে তার পরিবারের খোঁজ পাওয়া যায়। শুক্রবার বৃদ্ধের ছেলে সঞ্জয় বৈদ্য চুঁচুড়ায় আসেন। তাঁর বাবাকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। সঞ্জয় বাবু জানান, 'বাবার বয়স হয়েছে। তাই সব কিছু মনে রাখতে পারেন না। প্রতিদিনের মতো চা খেতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন উনি। তারপর আর ফেরেননি। বাবাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ পুলিশ এবং চুঁচুড়া স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে।'

বরাহনগর মহামিলন মঠে চাতুর্মাস্য মহানামযজ্ঞ

নিজস্ব প্রতিনিধি: গুরুপূর্ণিমার পুণ্যলগ্নে বরাহনগর মহামিলন মঠে সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের প্রবর্তিত চাতুর্মাস্য মহানাম যজ্ঞ শুরু হয়েছে। চলবে কার্তিক পূর্ণিমা পর্যন্ত। চাতুর্মাস্য নিরন্তর মহানাম যজ্ঞ চলার সময়ে ভক্তদের সেবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মঠাধ্যক্ষ শোভন ভট্টাচার্য সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্বাবধান করছেন। আশ্রমের পক্ষে উত্তম দে জানিয়েছেন, মহানামযজ্ঞে অংশ গ্রহণের জন্য দূরদূরান্ত থেকে মঠে ভক্ত সমাগম হচ্ছে।

উত্তরপাড়া জলের মিটার চুরি, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন: একের পর এক চুরি উত্তরপাড়ায়। সম্প্রতি আবার গৃহস্থের জলের মিটার চুরি হয়েছিল বলে খবর এসেছিল। এবার সেই চুরিরই কিনারা করল উত্তরপাড়া থানার পুলিশ। পুলিশের জালে ধৃত ২ জন। প্রসঙ্গত, ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে ধানকল গলি এলাকায় পুরসভার পক্ষ থেকে জলের মিটার বসানো হয়। চুরি যায় সেই মিটার। চুরির ভিডিও ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা উত্তরপাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এই নিয়ে উত্তরপাড়া পুরসভার পুরপ্রধান দিলীপ যাদব পুলিশকে বিশেষ নজর দিতে বলেন। অভিযোগ পেয়ে সিসি ক্যামেরার সূত্র ধরে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই উত্তরপাড়া মাখলা থেকে দুই যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। উদ্ধার হয় বেশ কয়েকটি চুরি যাওয়া জলের মিটার। উত্তরপাড়ায় একাধিক চুরির ঘটনায় এর আগে বীরভূম থেকে দু'জনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। সোনার গহনা উদ্ধার হয়েছিল তাদের কাছে। এই বিষয় স্থানীয়রা জানান, প্রশাসনের উপর আস্থা আছে। পুলিশ চেষ্টা করলেই উত্তরপাড়া শহর অপরাধ মুক্ত হবে। উত্তরপাড়ার পুরপ্রধান জানান, পুলিশ আমাদের আশ্বাস দিয়েছিল যে দ্রুত অপরাধী ধরা পড়বে, সেটাই হয়েছে।

দাসপুরে প্রতিভাবান স্বর্ণশিল্পীদের কাজের সুজোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কোভিড পর্বে কাজ হারানো রাজ্যের প্রতিভাবান স্বর্ণশিল্পীদের এ রাজ্যের কাজের সুযোগ দিতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার। সম্প্রতি পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরে একটি গয়না শিল্প তালুক তৈরি করা হয়েছে। রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিভাগের উদ্যোগে তৈরি ওই শিল্প তালুক আগামী মাস থেকেই কাজ শুরু করতে পারে বলে রাজ্যের ক্ষুদ্রশিল্প অধিকরণের যুগ্ম অধিকর্তা মৌ সেন জানিয়েছেন। তালুকে চোট শিল্পীরা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সুযোগ পাবেন। এই তালুকের গয়না রফতানির ভাবনাও রয়েছে সরকারের। সেজন্য সেখানে একটি রফতানি সহায়তা কেন্দ্রও তৈরি করা হচ্ছে। উৎপাদিত গয়নার ভৌগলিক পরিচয় বা জিআই ট্যাগেরও

আবেদন জানানো হবে। তা পেলে সব প্রস্তুতকারককে একটি করে ইউনিক কিউআর কোড দেওয়া হবে। ক্রেতারা কেনার আগে তা স্ক্যান করে গয়নার তথ্য ও তা কতটা খাঁটি জানতে পারবেন। তিনি আরও জানান, গয়না-সহ বিবিধ পণ্যের রফতানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্রশিল্প দফতর একটি পোর্টাল খুলেছে। তার সাহায্যে গয়না শিল্পী ও জরি শিল্পীদের পণ্য সহজে রফতানি করা যাবে। এখন হাওড়ার অঙ্কুরহাটিতে এই ধরনের তালুক রয়েছে। প্রসঙ্গত, তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর বাংলার শিল্পকে দেশের মধ্যে এক নম্বর জায়গায় নিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেটা নিশ্চিত করতে বিশ্ববঙ্গ শিল্প সম্মেলন থেকে শুরু করে নানা সময়ে অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য। তার ফলে রাজ্যের ক্ষুদ্রশিল্প ক্ষেত্রে ক্রেডিট লিঙ্কেজ (সহজ শর্তে ঋণ প্রদান) বেড়েছে অনেকগুণ। সেটা এবার আরও বাড়াতে চাইছে রাজ্য। এক আধিকারিক বলেন, 'ক্ষুদ্রশিল্প ইউনিটগুলিকে সমস্তরকম সহযোগিতা করা হবে। তাদের কাজের পরিধি বাড়ানোই আমাদের মূল লক্ষ্য। এদের তৈরি জিনিসের ভালো বাজার নিশ্চিত করতেও উদ্যোগী হচ্ছে রাজ্য সরকার।'

বীরভূমের নানুরে শহিদ স্মরণ সভায় জেলা তৃণমূল নেতৃবৃন্দ।

পুকুর ভরাট ঘিরে তীব্র উত্তেজনা শ্যামনগরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পুকুর ভরাট ঘিরে শনিবার তীব্র উত্তেজনা ছড়ালো ভাটপাড়া পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের সেন্ট্রাল রোডের জলাপট্টি এলাকায়। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, ১১ কাঠা জলাভূমি-সহ মোট ১৫ কাঠা জমির অংশীদার ছিলেন নিত্যানন্দ হালদার, বিধু ভূষন চক্রবর্তী, ফনিভূষন চক্রবর্তী, সরল মুখোপাধ্যায় ও সুন্দর সামন্তরা। যদিও ওনারা সবাই মারা গিয়েছেন। বর্তমানে ওই পাঁচ অংশীদারের পরিবারের লোকজনের দাবি করছেন জমিটা তাদের। অপরদিকে জমিটা তাদের পাল্টা দাবি করছেন নিয়োগী পরিবারও। একদিকে পুকুর ভরাট, অপরদিকে জমির মালিকানা নিয়ে জোর কাজিয়া চলছে শ্যামনগর জলাপট্টিতে। যদিও জমির প্রকৃত মালিক কে বা কারা, তার বিচার করবে আইন-আদালত। এদিকে, এদিন বেলায় নিয়োগী পরিবারের তরফে জমিটা ঘিরতে গেলে বাধা দেয় জমির মালিক দাবি করা পাঁচ অংশীদার পরিবারের লোকজন। দু'পক্ষের মধ্যে তুমুল বচসা বেধে যায়। উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে জগদ্দল থানার পুলিশ ও স্থানীয় কাউন্সিলর সুকেশ বিশ্বাস এসে পরিস্থিতির সামাল দেয়। স্থানীয় বাসিন্দা সুমিত ত্রিপাঠি বলেন, জমিটা যাদেরই হোক না করে। জন্মের পর থেকে তিনি দেখ ছেন ওখানে পুকুর ছিল। এমনকি

তিনি ছেলেবেলায় ওই পুকুরে স্নানও করেছিলেন। কিন্তু সংস্কারের অভাবে পুকুরটি কচুরি পানা আর আগাছার জঙ্গলে ছেয়ে গিয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, বেশ কয়েক বছর ধরে শাসকদলের লোকজন ধীরে ধীরে পুকুরটা নোংরা-আবর্জনা ফেলে ভরাট শুরু হয়েছিল। পরবর্তীতে আবর্জনা ফেলে পুকুর ভরাট হয়ে গিয়েছে। অথচ প্রশাসন উদাসীন। শরিকি জমি দাবি করা পূর্বাশা চক্রবর্তী বলেন, তাদের কাছে জমির পরচা আছে। এমনকি তাঁরা জমির কর ও খাজনা দিচ্ছেন। তাঁর অভিযোগ, নকল কাগজপত্র বানিয়ে নিয়োগীরা এখন দাবি করছেন ওই জমিটা নাকি তাদের। পূর্বাশা দেবীর অভিযোগ, জমির নথিপত্র থেকে নাম বদল করে নকল নথি করা হয়েছে। এমনকি বলপূর্বক পুকুরটাকেও ভরাট করা হয়েছে। যদিও স্থানীয় কাউন্সিলর সুকেশ বিশ্বাস বলেন, 'ওখানে ১৫ কাঠা জমি জনৈক সন্তোষ নিয়োগী কিনেছিলেন। আর এস রেকর্ডে জমির কিছুটা অংশ পাড়, কিছুটা ডাঙা, আবার কিছুটা বাস্তু জমির উল্লেখ আছে। পুকুর ভরাটের অভিযোগ ঠিক নয়। অন্য দাগের একটা জমিতে পুকুরের উল্লেখ রয়েছে।' তাঁর দাবি, ২০২১ সালে বিধুভূষন চক্রবর্তী, ফনিভূষন চক্রবর্তী, নিত্যানন্দ হালদার ও সরল মুখোপাধ্যায়রা নকল দলিল বানিয়েছেন। এদিন নিয়োগী পরিবার জমির দখল নিতে এলে ওরা বাধা দেয়। তা নিয়েই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে পরিস্থিতির সামাল দেয়। শ্যামনগর নাগরিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক গৌতম মল্লিক বলেন, প্রয়াত প্রাক্তন পুরপ্রধান বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি ওই এলাকার নামকরণ 'জলা পট্টি' করেছিলেন। কারন পুকুরের জল উপচে এলাকা ভাসিয়ে দিত। তাঁর অভিযোগ, অতি প্রাচীন সেই পুকুরটিকে বুজিয়ে ফেলা হয়েছে। পুকুরটিকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার দাবিতে এদিন সোচ্চার হলেন শ্যামনগর নাগরিক কমিটির সদস্যরাও।

হাতিবাগান রোডে টাউন স্কুলের কাছে পথ চলতি গাড়ির উপর আচমকা ভেঙে পড়ল কৃষ্ণচূড়া গাছ। ট্রাম লাইনের তারের উপর গাছের অংশ ছিঁড়ে পড়ায় বিপত্তি। অল্পের জন্য প্রাণ রক্ষা চালকের।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৮ জুলাই ২০২৪ ১২ শ্রাবণ ১৪৩১ রবিবার

ফের লাল ডায়েরির হদিস, রেশন দুর্নীতিতে ইডির হাতে আরও তথ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: নদিয়া থেকে ফের এক লাল ডায়েরির হদিশ পেল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। যেখান থেকে মিলছে রেশন দুর্নীতি সংক্রান্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। সূত্রের খবর, ডায়েরির পাতায় পাতায় রয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকার বেআইনি লেনদেনের হিসেব। অথচ যাঁদের মধ্যে টাকার হাতবদল হয়েছে, আইন বলছে, তাঁদের মধ্যে কোনও আর্থিক লেনদেন হওয়ার কথাই নয়। নিয়ম অনুযায়ী, খাদ্য ও সরবরাহ দফতর, রেশনের ডিস্ট্রিবিউটর এবং ডিলারদের বিক্রির বিনিময়ে কমিশন দিয়ে থাকেন। আর এরই প্রেক্ষিতে ইডির তরফ থেকে হাইকোর্টে নথি দিয়ে দাবি করা হয়েছে, ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া'র গুদাম থেকে বরাদ্দ গম আটা কলে আনা হয়।

সেই গম ভেঙে 'ফর্টিফায়েড' আটা তৈরি করা হয়। পরিবহণ খরচ এবং আটা তৈরিতে প্রতি ক্যুইন্টালের জন্য ২৯ টাকা পান আটাকল মালিকেরা। ডিস্ট্রিবিউটরদের মাধ্যমে সেই আটা পৌঁছনোর কথা ডিলারদের ঘরে, অর্থাৎ রেশন দোকানে। সেখান থেকে তা পান গ্রাহকেরা।

অঙ্কের কাঁচা হিসেবে ধরা যাক, বরাদ্দ ৫০০০ ক্যুইন্টাল গম ভাঙার কথা আটাকলের। অথচ বরাদ্দের অর্ধেক গম না ভেঙে তা খোলা বাজারে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে ২৯

টাকা কেজি দামে। বাকি ২৫০০ ক্যুইন্টাল গমের জন্য ডিস্ট্রিবিউটরদের প্রতি কেজি ২৭ টাকা নগদে দিয়ে দেওয়া হয়। ফলে আটাকল মালিকরা ৫০০০ ক্যুইন্টাল গম ভাঙানোর কমিশন পান। আবার ২৫০০ কেজি গম বিক্রির টাকাও পকেটস্থ করে ফেলেন। এবার এই আটা ডিস্ট্রিবিউটদের মাধ্যমে ডিলারদের কাছে যাওয়ার কথা। সেই হিসেবে বরাদ্দের অর্ধেক আটা দিয়ে বাকি ২৫০০ কেজির জন্য প্রতি কেজিতে ২৫ টাকা করে পেয়ে যান ডিলাররা। সঙ্গে ক্যুইন্টাল প্রতি ২৯ টাকা পরিবহণ খরচও। ইডি আদালতে ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, রেশন দুর্নীতিতে ২০ হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারি হয়েছে। সেই টাকার একটা বড় অংশ গিয়েছে এই মামলায় ইডি'র হাতে গ্রেফতার হওয়া রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের কাছেও।

আবার এই চক্রান্তে যুক্ত থাকার অভিযোগে চাল ও আটা কল মালিক বাকিবুর রহমান-সহ আরও কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা লাল ডায়েরিতে রয়েছে এমনই সব লেনদেনের বেশ কিছু তথ্য। রেশন দুর্নীতির তদন্তে ইডি মূলত নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা এবং পূর্ব বর্ধমানের কয়েকটি চাল ও আটা কল এবং কয়েকটি অফিসে হানা দিয়েছিল। সেই অভিযানে লাল ডায়েরিটি পাওয়া যায় বাকিবুরের আটাকল থেকে।

নথি বাজেয়াপ্ত করার সময়ে যে দু'জনকে সাক্ষী হিসেবে সই করানো হয়, তাঁরা ওই আটাকলেরই কর্মী। এমনকী, ওই ডায়েরিতে যাঁদের নাম রয়েছে তাঁরা সকলেই ওই কারবারের সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ। ডায়েরির পাতায় পাতায় কাকে, কবে, কত টাকা দেওয়া হয়েছে তার বিস্তারিত হিসেবে লিখে রাখা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে ইডি-র তরফে। এই লেনদেনের পোশাকি নাম 'অ্যাডজাস্টমেন্ট'।

সূত্রের খবর, কেন ডিলারদের টাকা দেওয়া হয়েছে, গোয়েন্দাদের জেরায় বাকিবুর তার কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি। কিন্তু টাকা কেন দেওয়া হল? ইডির দাবি, এর পিছনে রয়েছে রেশনে গমের বদলে গ্রাহকদের আটা দেওয়ার রহস্য। দেশের অন্য কোনও রাজ্যে গমের বদলে গ্রাহকেরা আটা পান না। ইডি'র গোয়েন্দারা মনে করছেন, পুরো ব্যবস্থাতেই টাকা লেনদেনের সুবিধা নিতে এই সুযোগকে কাজে লাগানো হয়। এই প্রসঙ্গে খাদ্য দফতরের আধিকারিকেরা জানান, গমের বদলে আটা দেওয়া শুরু হয় বাম আমলে। সেই সময়ে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতৃত্বের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন বাকিবুর। উত্তর ২৪ পরগনার বেড়াচাপায় তাঁর একটি চালকল ছিল। কিন্তু বাম জমানায় আটা দেওয়া শুরু হতেই তিনি নদিয়ায় আটাকল তৈরি করেন।

তদন্তকারীদের মতে, রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে সারা দেশে আম জনতার খাদ্য সুরক্ষার ব্যবস্থাকে সচল রাখা হয়। খাদ্য দফতরের এক অফিসার বলেন, 'এটি সুপরিকল্পিত এবং সংগঠিত দুর্নীতি। রেশন সামগ্রী একটি চেন সিস্টেমে গ্রাহকদের হাতে পৌঁছয়। এক হাত থেকে অন্য হাতে যাওয়ার আগে মাঝ পথেই রেশন সামগ্রী সরিয়ে ফেলে দুর্নীতি করা হয়। সেই টাকার বাটোয়ারা হয়ে যায় কয়েকজনের মধ্যে। সেটা কি ভাবে ঘটছে লাল ডায়েরিতে নাম ধরে ধরে রয়েছে তারই হদিশ। আপাতত সেগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

নিয়োগ দুর্নীতিতে পাঁচুগোপাল রায়ের 'কীর্তি' সামনে আনল সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি হয়েছে, এমন তথ্য ও প্রমাণ আগেও সামনে এসেছে। শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে এমন অভিযোগ আগেই উঠেছে। প্রকাশ্যে এসেছে সেই সব ওএমআর শিটও। তবে বাংলার আরও এক দুর্নীতির তদন্তে উঠে এল এমনই এক অভিযোগ। সঙ্গে এও জানা যাচ্ছে, ফেল করেও হয়েছে চাকরি। আর তা ঘটেছে পুর নিয়োগের ক্ষেত্রে। সম্প্রতি ওই মামলায় কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআই একটি চার্জশিট পেশ করেছে। কোথায়, কত বেআইনি নিয়োগের কথা জানতে পেরেছে, সেই তথ্য উল্লেখ করেছে তারা। আর এই তালিকায় এক্কেবারে ওপরে রয়েছে দক্ষিণ দমদম পুরসভা। তথ্য বলছে, দক্ষিণ দমদম পুরসভায় ৩২৯ জনের নিয়োগ ঘিরে রয়েছে প্রশ্ন। এছাড়াও ওই পুরসভাগুলির তালিকায় আছে টিটাগড়, রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, বরাহনগর সহ একগুচ্ছ নাম। সেই চার্জশিটেই সিবিআই দক্ষিণ দমদম পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান পাঁচু গোপাল রায়ের নামও রয়েছে। তাঁর আমলেই নিয়োগে বড়সড় দুর্নীতি হয়েছিল বলে অভিযোগ। তদন্তকারী

সংস্থা বলছে, ২০২০ সালে দক্ষিণ দমদম পুরসভায় গ্রুপ সি ও ডি পদে একই দিনে মোট ২৯ জনকে নিয়োগ করা হয়েছিল। ওই দিন ২৯ জনের মধ্যে মজদুর পদে চাকরি পেয়েছিলেন ২৭ জন। লিখিত পরীক্ষায় তাঁরা প্রত্যেকে পেয়েছিলেন একই নম্বর। তাঁদের প্রাপ্ত নম্বর ছিল ৫৫, আর মৌখিক পরীক্ষায় সবাই ফেল করেছিলেন। এছাড়া দু'জন পিয়ন পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। তাঁরা দুজনেই লিখিত পরীক্ষায় পেয়েছিল ৭৫, তাঁরাও মৌখিক পরীক্ষায় ফেল করেছিলেন বলে দাবি সিবিআই-এর।

সিবিআই তদন্ত করে দেখেছে যে, একইদিনে ওই সব নিয়োগের অর্ডারে সই করা হয়েছিল। এই নিয়োগ অর্ডারে সই করেছিলেন তৎকালীন চেয়ারম্যান পাঁচু গোপাল রায়। প্রশ্ন উঠেছে, প্রশ্নপত্র তৈরির বিষয়েও। সিবিআই বলছে, প্রশ্নপত্র বা উত্তর তৈরির জন্য কোনও এক্সপার্ট রাখা হয়নি। যে সংস্থাকে পরীক্ষার বরাত দেওয়া হয়েছিল, সেই সংস্থার কর্তা তথা অভিযুক্ত অয়ন শীলই নিজে প্রশ্ন তৈরি করেছিলেন বলে অভিযোগ।

তবে পাঁচুগোপাল রায় এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ইতিমধ্যেই। তাঁর দাবি, সরকারের অনুমোদন প্রাপ্ত বোর্ডই ওই পরীক্ষা নিয়েছিল। নিয়ম মেনেই নিয়োগে হয়েছিল। নিয়োগ বেআইনি কি না, সেটা আদালত বলবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

প্রয়াত রাজ্যের প্রাক্তন কারা মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রয়াত হলেন রাজ্যের প্রাক্তন কারা মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী। দীর্ঘদিন ধরেই ক্যান্সার আক্রান্ত ছিলেন তিনি। পরিবার সূত্রে খবর, শনিবার ভোর রাত তিনটে থেকেই বিশ্বনাথ চৌধুরীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত সকাল ৬টা ৪০ এসএসকেএম হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

গত সপ্তাহে এসএসকেএম হাসপাতালে তাঁর যাবতীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন বাম আমলের মন্ত্রী। চৌত্রিশ বছরের বাম শাসনকালের মধ্যে প্রায় আড়াই দশক ধরে মন্ত্রিত্ব সামলেছেন বিশ্বনাথ চৌধুরী। ১৯৮৭ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত কারা ও সমাজকল্যাণ দফতরের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। এছাড়াও, টানা সাত বার বালুরঘাট থেকে তিনি আরএসপির টিকিটে বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০১৯ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত তিনি আরএসপি-র রাজ্য সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছিলেন।

জানা গিয়েছে, কয়েক বছর আগে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন বিশ্বনাথ চৌধুরী। একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসাও চলছিল। কিন্তু সেই চিকিৎসার খরচ চালানো হয়ে পড়ছিল প্রায় অসম্ভব। এমন পরিস্থিতিতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এসএসকেএম

কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে, তিনি বিশ্বনাথ চৌধুরীকে সেখানে ভর্তি করার ব্যবস্থা করেন। যদিও তাতে শেষরক্ষা হয়নি। শনিবারই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

প্রাক্তন কারা মন্ত্রীর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, 'রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরীর প্রয়াণে আমি দুঃখিত। উনি আমার বিরোধী রাজনীতি করলেও, আমাদের সম্পর্ক খুব ভালো ছিল। তাঁর অসুস্থতার খবর পেয়ে আমরা তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু কোনও প্রচেষ্টাই কাজে এল না। এই দুঃখের দিনে আমি তাঁর পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব, সহকর্মীদের আমার আন্তরিক সহমর্মিতা জানাই।' পাশাপাশি, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীর মৃত্যুতে এদিন সরকারি অফিস-কাছারিতে অর্ধদিবস ছুটিরও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুপুরে হাসপাতাল থেকে তাঁর মরদেহ বিধানসভা ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মালা দেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল কংগ্রেস এর দেবাশীষ কুমার, বিজেপির মনোজ ওঁরাও, বিশাল লামা প্রমুখ। এর পর দেহ যায় কলকাতায় আর এসপি'র সদর দফতরে। সেখানে শ্রদ্ধা জানান, রাজ্য বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান ও প্রবীণ সিপিআইএম নেতা বিমান বসু। উপস্থিত ছিলেন আরএসপি'র সর্বভারতীয় সম্পাদক মনোজ ভট্টাচার্য, রাজ্যে সম্পাদক তপন হোর। এরপর প্রয়াত প্রাক্তন মন্ত্রীর দেহ বালুরঘাটের উদ্দ্যেশ্যে রওনা করিয়ে দেওয়া হয়। রবিবার সেখানেই তাঁর শেষ কৃত্য সম্পন্ন হবে।

পার্ক সার্কাস ও মেচেদা স্টেশনে 'শ্লীলতাহানি'

নিজস্ব প্রতিবেদন: ট্রেনের মধ্যে এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ। জিআরপিতে অভিযোগ দায়ের পরিবারে। জানা গিয়েছে, নির্যাতিতা একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। সুভাষ গ্রামে টিউশনি পড়ে ট্রেন ধরে বাড়ির উদ্দেশ্যে শিয়ালদা আসছিল। ওই একই ট্রেনে অন্য বগিতে ছিলেন ছাত্রীর বাবা মাও। পার্ক সার্কাসের কাছে ওই ছাত্রীকে এক যুবক শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। এমনকি অভিযুক্ত তাঁর ফোন কেড়ে নেওয়ারও চেষ্টা করে। শিয়ালদা স্টেশনে ছাত্রী বিষয়টি তাঁর বাবা মাকে জানায়। সঙ্গে সঙ্গে শিয়ালদা জিআরপিতে অভিযোগ দায়ের করা হয় ছাত্রীর পরিবারের তরফে। অভিযোগের ভিত্তিতে রেলের তরফ থেকে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার রাতে মেচেদা স্টেশনে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে। জানা গিয়েছে, রাতে ট্রেনে করে বাড়ি ফিরছিলেন এক কলেজ ছাত্রী। রেলের ফুটওভার ব্রিজের উপর তাঁর উপর শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে। শুধু তাই নয়, মেয়েকে বাঁচাতে এসে আক্রান্ত হন তাঁর মা-ও। তাঁদের অভিযোগ চিৎকার করলেও কেউ এগিয়ে আসেনি। এমনকি খুঁজে পাওয়া যায়নি আরপিএফ, জিআরপিকেও। রাতের ট্রেনে বাড়ি ফেরা মহিলা যাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে শুক্রবার পাঁশকুড়া জিআরপি থানায় লিখিত অভিযোগ জানান নিগৃহীতা ওই কলেজ ছাত্রী। ঘটনার পর থেকেই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন ওই কলেজ ছাত্রীর পরিবার। যদিও এ বিষয়ে রেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

জয়ন্ত সিংয়ের ২ দিনের জেল হেফাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তিন দিনের পুলিশ হেফাজত শেষে শনিবার ফের ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হয়েছিল আড়িয়াদহের ত্রাস জয়ন্ত সিংকে। বিচারক তাঁকে দু'দিন জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন। ধৃতের আইনজীবী মাধব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আগামী ২৯ জুলাই ফের জয়ন্ত সিং-কে আদালতে হাজিরা করানো হবে। ওইদিন আদালতের লকআপে জয়ন্ত-সহ মোট ৯ জনের ছবি তোলা হবে। আড়িয়াদহ তালতলা স্পোর্টিং ক্লাবে একজনকে মারধরের ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে সেদিন যাদের দেখা গিয়েছিল, সেই

ছবির সঙ্গে ধৃতদের ছবি তুলে মিলিয়ে দেখবেন তদন্তকারীরা।

রক্তবমি, দমদমে জেলবন্দি বালকের রহস্যমৃত্যু

বিষ খাইয়ে 'খুন'এর অভিযোগ পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: দমদমে জেলের মধ্যে বন্দি যুবকের মৃত্যু ঘিরে রহস্য। জেলের মধ্যেই বিষ খাইয়ে খুনের অভিযোগ মৃতের পরিবারের। মৃতের নাম রাজ দত্ত ওরফে পিকে। বাগুইআটির অর্জুনপুরের বাসিন্দা। বছর ১৮-র মৃত যুবকের বাবা বিপ্লব দত্তের দাবি, মাস তিনেক আগে একটি ঝামেলায় একজনের মৃত্যু হয়। সেই ঘটনায় খুনের অভিযোগ দায়ের হয়। খুনের সন্দেহে তাঁর ছেলে রাজকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁরা নাগেরবাজারের বাসিন্দা হলেও, তাঁর ছেলে রাজ, বাগুইআটি অর্জুনপুরে মামার বাড়িতে থাকত।

সূত্রের খবর, শুক্রবার বারাসাত কোর্টে তোলা হয়েছিল রাজকে। সেখানে ছেলেটি রক্ত বমি করছিল বলে দাবি পরিবারের। আজকে তাঁরা খবর পান, ছেলে মারা গিয়েছে। জেলের ভেতর বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা হয়েছে বলে অভিযোগ। মৃতের বাবার বিস্ফোরক দাবি, 'পুরোপুরি

প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছি। ছেলের রক্তবমি হয়। অনেকবার বলা সত্ত্বেও চিকিৎসা করানো হয় না। জেলে পৌঁছে ফোন করবে বলেও জানায় সে। ১২০০ টাকার দরুন জেল থেকে বাইরে ফোন করা যায়। গাঁজা-মদ সমস্ত কিছুপাওয়া যায়। ৩০ টাকার বিনিময়ে পাওয়া যায়।'

কান্নায় ভেঙে পড়ে মৃতের মা জানান, 'অনলাইনে দেওয়া নম্বরে টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হত বা আদালতে টাকা নিতে আসত। ছেলেই বলত, বাবা টাকাটা পাঠিয়ে দাও। খাবারের ৫০০ টাকার সঙ্গেই সেই টাকা ছেলের কাছে পাঠিয়ে দিতাম। তবে জেল কর্তৃপক্ষ কিছু জানায়নি। যে নম্বর থেকে পয়সার বিনিময়ে ফোন আসে সেখান থেকেই ফোন করে জানায় বন্ধুরা। বলেন, কাকু, পিকে আর নেই!' জেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পিটিশন দায়ের করার কথাও জানিয়েছে পরিবার।

সল্টলেকে বৃদ্ধের রহস্যজনক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিছকই দুর্ঘটনা নাকি পিছনে রয়েছে অন্য কোনও ঘটনা, সল্টলেকে এক বৃদ্ধের মৃত্যু ঘিরে তৈরি হয়েছে এমনই সব প্রশ্ন। প্রসঙ্গত, গত ২১ জুলাই বোনের বাড়ি যাওয়ার সময় আহত হন শুভাশিস চৌধুরী নামে এক বৃদ্ধ। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। চিকিৎসাও চলে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। পরিবারের দাবি, বৃদ্ধের আঘাত বলে দিচ্ছে, মৃত্যুটা নিছক কোনও দুর্ঘটনা নয়। আর এখানেই শুভাশিসবাবুর পরিবারের সদস্যদের প্রশ্ন, পুলিশ কোনও সত্যি ঢাকা দেওয়া চেষ্টা করছে কি না তা নিয়েই। এদিকে পরিবারের পক্ষ থেকে মারধরের অভিযোগ তুলে মামলা দায়ের করা হয়েছে বিধাননগর উত্তর থানায়। ঘটনার সূত্রপাত, গত ২১ জুলাই। ওই দিন বিকেলে ৬৭ বছরের বৃদ্ধ শুভাশিস চৌধুরী সল্টলেকের বিডি ব্লকে তাঁর বোনের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় আহত হন তিনি। খবর যায় বোনের বাড়িতে। বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে প্রথমে নীলরতন সরকার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর শনিবার সকালে এসএসকেএমে নিয়ে যাওয়ার সময়

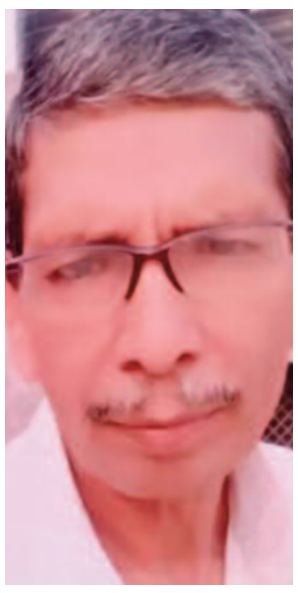

মৃত্যু হয় বৃদ্ধের। পরিবারকে পুলিশ জানায়, ই-রিক্সার ধাক্কায় ওই ঘটনা ঘটেছে। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে দেখতে গিয়ে দেখেন, বৃদ্ধের শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন, চোখ ফুলে গিয়েছে, বাম চোয়ালে আঘাত, হাঁটুর নিচে উভয় হাড়ে আঘাত, মাথার পিছনেও গুরুতর আঘাত। বৃদ্ধের বোন এই ঘটনায় জানান, '১৫টি সেলাই পড়েছিল মাথায়। তারপরও গিয়ে দেখি ক্ষত জায়গা থেকে রক্ত পড়ছে।' একইসঙ্গে পরিবারের তরফ থেকে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, সামনে থেকে একটি রিকশা ধাক্কা মারলে মাথার পিছনে কীভাবে চোট লাগে। পরিবারের সন্দেহ, ছিনতাইয়ের উদ্দেশে অনেকে মিলিয়ে পিটিয়েছিল ওই বৃদ্ধকে।

বিধাননগর উত্তর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট পাওয়ার পরই বোঝা যাবে মৃত্যুর সঠিক কারণ কী। বৃদ্ধের পরিবার আরও জানিয়েছে যে ওই এলাকায় সিসিটিভি থাকলেও পুলিশ জানিয়েছে যে ফুটেজ অস্পষ্ট, ফলে বোঝা যাচ্ছে না, ঠিক কী হয়েছে।

শুভাশিসবাবুর মৃত্যুর ঘটনায় বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক কর্তার বক্তব্য, 'পরিবারের সদস্যদের অভিযোগের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ধারায় মামলার রুজু করে অভিযুক্ত রিকশা চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁর রিক্সাটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই ঘটনার কোনও সিসিটিভি ফুটেজ পাওয়া যায়নি। তবে দুজন প্রত্যক্ষদর্শীর সঙ্গে কথা বলা হয়েছে, যাঁরা ওই রিক্সার পিছনে অ্যাপ ক্যাব চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদের দেওয়া বর্ণনা অনুযায়ী দুর্ঘটনা বলেই মনে হচ্ছে।'

ধর্মঘট উঠলেও দাম কমছে না আলুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্যবসায়ী সংগঠনের ধর্মঘট উঠে যাওয়ার পর কেটে গিয়েছে ৪৮ ঘণ্টা। কিন্তু তারপরেও খুচরো বাজারে কমলো না আলুর দাম। এদিকে পাইকারি ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, হিমঘর থেকে বাজারে এসেছে পর্যাপ্ত আলু। তার পরেও কলকাতার খোলা বাজারে শুক্রবার কোথাও ৪০ টাকা, কোথাও ৪২ টাকা কেজি দরে জ্যোতি আলু বিক্রি হয়েছে। ধর্মঘট ওঠার পরেও দাম না কমায় হতাশ মানুষ।

অভিযোগ, পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে খুচরো ব্যবসায়ীরাই দাম কমাচ্ছেন না। রাজ্য সরকারের তৈরি করা টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা জানিয়েছেন, শনিবার দামের দিকে নজর রেখে রবিবার থেকে তাঁরা ফের বাজারে হানা দেবেন।

একই সুর রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালনমন্ত্রী অরূপ রায়ের গলাতেও। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী এও জানান, 'হিমঘর মালিক, আলু ব্যবসায়ীদের সংগঠন এবং পরিবহণ মালিকদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি। আমাদের আশা, দ্রুত আলুর দাম সাধারণ মানুষের সাধ্যের মধ্যে আসবে।' এরই মধ্যে বিদেশ থেকে আলু আমদানিতে অনুমতি দিতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। দেশের প্রায় সর্বত্রই প্রতি-কেজি আলুর দাম ৫০ টাকার আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে। সে জন্যেই এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের।

প্রসঙ্গত, আনাজের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে গত ৯ জুলাই নবান্নে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আলুর দাম-বৃদ্ধি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন

তিনি। রাজ্যে উৎপাদিত আলু এবং পেঁয়াজ ভিনরাজ্য বা পড়শি দেশে পাঠানো বন্ধ করতেও বলেছিলেন। তারপরেই পুলিশ আলু বোঝাই লরি আটকাতে শুরু করে। প্রতিবাদে পাইকারি আলু ব্যবসায়ীদের সংগঠন ধর্মঘট শুরু করে। তারা হিমঘর থেকে আলু বের করা বন্ধ করে দেয়। জোগানে ঘাটতিতে আলুর দাম কেজিতে ৪০ টাকা ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু ক'দিন পরে কৃষি বিপণনমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পর ধর্মঘট তুলে নেওয়া হয়।

এরপর বুধবার থেকেই হিমঘরের আলু পাইকারি বাজারে পাঠানো শুরু হয়। পাইকারি ব্যবসায়ীরা বলছেন, জ্যোতি আলুর দাম কেজি প্রতি ৩৫ টাকা এবং চন্দ্রমুখী আলুর দাম ৪০ টাকার আশপাশে নামার কথা। অভিযোগ, বাস্তবে তা হয়নি।

কলকাতার প্রায় সব বাজারেই জ্যোতি আলু কেজি প্রতি ৪০ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে টাস্ক ফোর্সের সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোলে জানান, 'আমরা শনিবারটা দেখব। তার পরেই রবিবারে বাজারে হানা দেব।'

গ্যাংস্টার সুবোধ সিংয়ের ৬ দিনের পুলিশি হেফাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিহারের কুখ্যাত গ্যাংস্টার সুবোধ সিংয়ের ৬ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিল ব্যারাকপুর আদালত। ব্যবসায়ী অজয় মন্ডলকে ফোনে হুমকি এবং তাঁর গাড়িতে গুলি চালানোর ঘটনায় অভিযুক্ত কুখ্যাত অপরাধী সুবোধ সিংকে আসানসোল থেকে ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হয়েছিল গত ২০ জুলাই। সেদিন বিচারক সুবোধ সিংকে ৭ দিন পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। শনিবার কড়া নিরাপত্তার বেষ্টনীতে ফের

সুবোধ সিংকে ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হয়েছিল। বিচারক তাকে আরও ৬ দিনের পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। ধৃতের আইনজীবী কমলজিৎ সিং বলেন, 'সাত দিনের পুলিশ হেফাজত চেয়ে আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু বিচারক ছয় দিন পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।' সুবোধের আইনজীবী কমলজিৎ সিং বলেন, 'ছয়-সাত বছর ধরে তাঁর মক্কেল সুবোধ সিং বিচার বিভাগীয় হেফাজতে আছেন। তাহলে ওর কাছে অস্ত্র থাকবে কি করে। তা সত্ত্বেও ব্যবসায়ীর গাড়িতে গুলি চালানোর ঘটনায় ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধারের জন্য তাকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।'

সম্পাদকীয়

দারিদ্র্যের মধ্যে থাকা মেধার উন্মেষ ঘটাতে সরকারকে কঠোর হাতে শিক্ষায় দুর্নীতি দমন করতে হবে

স্মরণীয়, অষ্টাদশ লোকসভার ফলাফল নিয়ে ৪ জুন সারা বিশ্ব যখন সমাজমাধ্যমের দিকে তাকিয়ে, তখনই এনটিএ পরিচালিত নিট (ইউজি) পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হল। কেন একই দিন তারা বেছে নিল এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ফল প্রকাশের জন্য? পরীক্ষার ফল প্রকাশে দেখা গেল, ৭২০ নম্বরের পরীক্ষায় পূর্ণ মান পেয়েছে ৬৭ জন। এর মধ্যে আট জন একই পরীক্ষা কেন্দ্রের পরীক্ষার্থী। এই অভাবনীয় ঘটনায় অসংখ্য অভিযোগ উঠে আসছে। প্রশ্ন ফাঁস থেকে নম্বর পাইয়ে দেওয়ার ঢালাও ব্যবস্থা। এনটিএ-র মতো পরীক্ষা নিয়ামকের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন থেকে যায়। তারা সাংবাদিক সম্মেলন করে জানায়, পরীক্ষায় কোনও কারচুপি হয়নি। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীও সংবাদমাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ অস্বীকার করেন। অবশেষে তিনি স্বীকার করেছেন, কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে। পটনা শহরে পরীক্ষার আগের দিন প্রশ্নপত্র নিয়ে এক বাড়িতে পরীক্ষার্থীদের বসানো হয়। সেখানে ‘সলভার গ্যাং’-দের সহায়তায় উত্তর মুখস্থ করানো হয়েছে। একাধিক অঙ্গরাজ্যে ছড়িয়ে রয়েছে এই মাফিয়াচক্র। স্বাভাবিক ভাবেই বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য অতীতের মতো রাজ্যস্তরে এই প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য সরব হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে অন্ধকারের পরিধি এতটাই পরিব্যাপ্ত যে, ১৮ জুনে হওয়া ইউজিসি নেট পরীক্ষাও বাতিল করতে হয়েছিল। দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা এনটিএ-র সদস্যদের এমন অবনমনের কথা ভাবতে কষ্ট হয়। সব কিছু কি টাকা দিয়ে কেনা-বেচা করা যায়? ভারতের এক বিরাট সংখ্যক দরিদ্র মানুষ সুষম খাদ্য জোগাড় করতে অক্ষম। এর সঙ্গে রয়েছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি। ফলে, নিম্নবিত্ত পরিবারগুলিতে যে ছেলে-মেয়েরা নিট পরীক্ষায় বসার স্বপ্ন বুনে চলেছে, স্বাধীনতার এতগুলি বছর পেরিয়ে এসেও কি তাদের কথা ভাবার সময় আসেনি? এই সমস্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েরা আর্থিক কারণে বার বার নিট পরীক্ষা বা অন্যান্য পরীক্ষার মুখোমুখি হতে পারে না। হারিয়ে যায় তাদের স্বপ্ন।

আনন্দকথা

টেবিলের উপর যে-পত্রগুলি চাপা রহিয়াছে — তাহাতে কি লেখা রহিয়াছে? কোন বিধবা হয়তো লিখিয়াছে, আমার অপোগণ্ড শিশু অনাথ, দেখিবার কেহ নাই, আপনাকে দেখিতে হইবে। কেহ লিখিয়াছেন, আপনি খরমাতার চলিয়া গিয়াছিলেন, তাই আমরা মাসোহারা ঠিক সময়ে পাই নাই, বড় কষ্ট হইয়াছে। কোন গরিব লিখিয়াছে, আপনার স্কুলে ফ্রি ভর্তি হইয়াছি, কিন্তু আমার বই কিনিবার ক্ষমতা নাই। কেহ লিখিয়াছেন, আমর পরিবারবর্গ খেতে পাচ্ছে না — আমাকে একটি চাকরি করিয়া দিতে হইবে। তাঁর স্কুলের কোন শিক্ষক লিখিয়াছেন, আমার ভগিনী বিধবা হইয়াছে, তাহার সমস্ত ভার আমাকে লইতে হইয়াছে। এ বেতনে আমার চলে না। হয়তো কেহ বিলাত হইতে লিখিয়াছেন, আমি এখানে বিপদগ্রস্ত, আপনি দীনের বন্ধু, কিছু টাকা পাঠাইয়া আসন্ন বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। কেহ বা লিখিয়াছেন, অমুক তারিখে সালিসির দিন নির্ধারিত,

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

কাসু ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি

১৮২৪ *বিশিষ্ট সাংবাদিক হরিশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯০৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কাসু ব্রহ্মানন্দ রেড্ডির জন্মদিন।*
১৯৩৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সুখেন দাসের জন্মদিন।*

কার্গিল বিজয় দেশের ঐক্যের জয়

প্রদীপ মারিক

শ্রীনগর শহর থেকে ২০৫ কিলোমিটার দূরে নিয়ন্ত্রণ রেখার উত্তরাংশের রয়েছে কার্গিল শহর। হিমালয়ের অন্যান্য অঞ্চলের মতোই কার্গিলের গ্রীষ্মকাল শীতল এবং শীতকাল দীর্ঘ এবং অতিশীতল। শীতের তাপমাত্রা মাঝেমধ্যেই মাইনাস ৪৮ঙ্গ নেমে যায়। কার্গিলের যে অঞ্চলে এই অনুপ্রবেশ এবং সংঘর্ষের ঘটনাটি ঘটে তা ছিল জাতীয় সড়কের ঊর্ধ্বে অবস্থিত একটি ১৬০ কিলোমিটার প্রসারিত শৈলশ্রেণী। যেখানে যাওয়াটাই কঠিন সেখানে সীমান্ত পাহারায় ব্যস্ত আমাদের ভারতীয় জওয়ানা। পাকিস্থানি সেনা এবং উগ্রপন্থীদের কার্গিলকে টার্গেট করার অন্যতম কারণ এই যে কার্গিল সংলগ্ন অঞ্চলটি মুক্ত সামরিক অবস্থানের জমিদখলমূলক যুদ্ধের জন্য আদর্শ অঞ্চল ছিল। শৃঙ্গগুলির উপর সুপরিকল্পিতভাবে সুরক্ষিত পোস্টগুলির কৌশলগত গুরুত্বের কারণে প্রতিরক্ষাকারীর একটি দুর্গের সুযোগসুবিধা ভোগ করা সম্ভবপর ছিল সেখানে। পার্বত্য যুদ্ধে উচ্চভূমি থেকে প্রতিরক্ষাকারীর প্রতি শানিত যে কোনো আক্রমণ চালাতে গেলে আক্রমণকারীর উচ্চতার অনুপাত প্রতিরক্ষাকারীর অনেক বেশি হওয়া প্রয়োজন। পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরের স্কারডু শহর থেকে কার্গিলের দূরত্ব মাত্র ১৭৩ কিলোমিটার। এইখান থেকে পাকিস্তানি যোদ্ধাদের যুদ্ধের রসদ এবং অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা খুবই সহজ ছিল। ভারত সরকার অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে যুদ্ধ শব্দটি ব্যবহার থেকে বিরত থাকে। কিন্তু দেশবাসীর কাছে ছিল এটা কার্গিল যুদ্ধ। ১৯৯৯ সালের মে থেকে জুলাই, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কার্গিল যুদ্ধের সময়কাল। এই যুদ্ধে ভারতের কাশ্মীরে কার্গিল জেলা এবং নিয়ন্ত্রণ রেখা (এলওসি) বরাবর অন্যান্য অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছিল। পাকিস্তান বাহিনী এবং অনুপ্রবেশকারীরা নিয়ন্ত্রণরেখার ভারতীয় অংশে পাহাড়ি এলাকা দখল করার পর যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল, ‘তুষারময় শীতের কারণে ভারতীয় সেনাবাহিনীর খালি করা এলওসি জুড়ে উচ্চ এলাকায় থাকা যতগুলো সম্ভব পোস্ট দখল করা।’ তারা কার্গিলের জমির বদলে ভারতের দখলে থাকা সিয়াচেন নিয়ে দর কষাকষি করতে চাইছিল। তৎকালীন পাকিস্থান সেনাপ্রধান জেনারেল মুশারফ ছাড়াও, কার্গিল যুদ্ধের পরিকল্পনাটি পাকিস্তান সেনার আরও তিন জন জেনারেল করেছিলেন। তাঁরা হলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল আজিজ খান, লেফটেন্যান্ট জেনারেল মাহমুদ আহমেদ এবং মেজর জেনারেল জাভেদ হাসান। তাঁরা একসঙ্গে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ‘গ্যাং অফ ফোর’ নামে কুখ্যাত ছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানের জানা উচিত ছিল তারা যাদের ওপর আক্রমণ করতে চলেছে সে দেশের নাম ভারতবর্ষ। যতবারই যুদ্ধ করতে এসেছিল তত বারই উচিত শিক্ষা পেয়েছে। ‘অপারেশন বিজয়’ নামে যৌথ অভিযানে ভারতীয় বিমান বাহিনী এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানিদের পরাজিত করার পর তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয়। সংঘর্ষের ফলে ভারত-পাক সম্পর্কের অবনতি ঘটে। প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী এবং প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে ‘লাহোর চুক্তি’ নামে একটি যুগান্তকারী দ্বিপাক্ষিক শান্তি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন। এর মাত্র কয়েক মাস পরে পাকিস্তান কার্গিল যুদ্ধ করে চরম বিশ্বাসঘাতকতা পরিচয় দেয়। ভারতীয় বিমান বাহিনী ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে যৌথভাবে কাজ করে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং আধাসামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ভারতীয় অবস্থান খালি করে, যা অপারেশন নিরাপদ সাগর হিসাবে মনোনীত হয়েছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনী, পরে ভারতীয় বিমান বাহিনী দ্বারা সমর্থিত, নিয়ন্ত্রণ রেখার ভারতীয় অংশের বেশিরভাগ অবস্থান পুনরুদ্ধার করে, আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক বিরোধিতার মুখে, পাকিস্তানি বাহিনী নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অবশিষ্ট সমস্ত ভারতীয় অবস্থান থেকে প্রত্যাহার করে নেয়। মেষ পালকদের কাছ থেকে প্রথম খবর আসে যে পাকিস্থান থেকে অনুপ্রবেশ ঘটেছে। পাকিস্তান ঘৃণ্য চক্রান্তের সাথে যতই জড়িত নয় বলুক তবু তাদের সেনাপ্রধানদের কথোপকথনে সব ধরা পড়ে যায়। ভারত অনুপ্রবেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জড়িত থাকার প্রমাণ হিসাবে জেনারেল পারভেজ মুশাররফ এবং জেনারেল আজিজ খান মধ্যে কথোপকথন প্রকাশ করে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা। আন্তর্জাতিক চাপে পড়ে যায় পাকিস্তান। মার্কিন গোয়েন্দারা কার্গিল যুদ্ধ যেন কোন কারণে যেন ভয়াভয়তার রূপ না নেয় সে দিকে লক্ষ্য রেখেছিল। কারণ দুটো দেশ ই পারমাণবিক শক্তিশালী দেশ। পাকিস্তান আমেরিকার কাছে সাহায্য চাইলে উল্টে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন বলেন আগে নিয়ন্ত্রিন রেখা থেকে সেনা প্রত্যাহার করতে হবে। ক্রমান্বয়ে আন্তর্জাতিক চাপের কাছে কোণঠাসা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ আনুষ্ঠানিকভাবে কার্গিল থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছেন। ভারতীয় বাহিনী পরবর্তীতে ভারতীয় অধিকৃত কাশ্মীর থেকে পাকিস্তান উগ্রপন্থী এবং সেনাদের হটিয়ে দেয়। সরকার ২, ০০,০০০ ভারতীয় সৈন্যরা একত্রিত হয়ে ভারতীয় ভূমি দখলমুক্তি করেন। যা অপারেশন বিজয় নামে অভিহিত হয়। তবে, ভূখণ্ডের প্রকৃতির কারণে, বিভাগ এবং কর্পস অপারেশন মাউন্ট করা যায়নি; পরবর্তী যুদ্ধগুলি বেশিরভাগ ব্রিগেড বা ব্যাটালিয়ন স্তরে পরিচালিত হয়েছিল। ভারতে এবং বিদেশের প্রিন্ট মিডিয়াগুলি মূলত ভারতীয় কারণের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল, পশ্চিম এবং অন্যান্য নিরপেক্ষ দেশ ভিত্তিক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়গুলি পর্যবেক্ষণ করে যে পাকিস্তান এই সংঘর্ষের জন্য মূলত দায়ী। কিছু বিশ্লেষক মনে করেন যে ভারতীয় মিডিয়া, যেটি সংখ্যার দিক থেকে বড় এবং আরও বিশ্বাসযোগ্য, কার্গিলে ভারতীয় সামরিক অভিযানের জন্য একটি শক্তি গুণক হিসেবে কাজ করতে পারে এবং মনোবল বৃদ্ধিকারী হিসেবে কাজ করতে পারে। যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে পাকিস্তানি সংস্করণের ঘটনা বিশ্ব মঞ্চে সামান্য সমর্থন পায়। এটি ভারতকে তার অবস্থানের জন্য মূল্যবান কূটনৈতিক স্বীকৃতি পেতে সাহায্য করেছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি নির্ণয় করা কঠিন। পাকিস্তান নিশ্চিত করেছে যে ৪৫৩ সেনা নিহত হয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর ৭০০ জনের কাছাকাছি মৃত্যুর প্রাথমিক, আংশিক অনুমান করেছিল। প্রধানমত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী কার্গিল যুদ্ধের বিজয় দিবসে দাঁড়িয়ে বললেন, যুদ্ধ সরকার লড়ে না, যুদ্ধ গোটা দেশ লড়ে। সরকার আসে-যায়, কিন্তু যাঁরা দেশের জন্য জীবন মৃত্যকে পায়ের ভৃত্য করে নিজেদের উৎসর্গ করেন, তাঁরাই অমর হয়ে থাকেন। সৈনিকরা আজকের প্রজন্মের পাশাপাশি, আগামী প্রজন্মের জন্যও নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন। ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত রাখার জন্য তাঁরা আত্মবলিদান করেন। সৈনিক জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য বোঝেন না, তাঁদের জন্য কর্তব্যই সবকিছু। দেশের পরাক্রমের সঙ্গে যুক্ত এই জওয়ানদের জীবন কোনও সরকারের কার্যকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। শাসক ও প্রশাসক যে কেউ হতে পারেন। তাদের পরাক্রম এবং তাঁদের বীরত্বের ওপর সমস্ত ভারতবাসীর শ্রদ্ধা রয়েছে। তিনি আরো বলেন, যুদ্ধভূমিতে কেমন পরিবেশ ছিল তা সকল ভারতবাসী অনুভব করতে পারে, সারা দেশ তখন সৈনিকদের পাশে দাঁড়িয়েছিল, দেশের প্রত্যেক যুবক-যুবতী রক্তদানের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, শিশুরা নিজেদের পয়সা জমানোর ঘট ভেঙে কার্গিল যুদ্ধের সৈনিকদের উদ্দেশে দান করেন। সেই সময়ে, শ্রদ্ধেয় অটল বিহারী বাজপেয়ী দেশবাসীকে একটি আশ্বাস দিয়েছিলেন, ‘যাঁরা দেশের জন্য জীবন দেন, তাঁদের ও তাঁদের পরিবারকে যদি আমরা রক্ষণা-বেক্ষণ না করতে পারি, তা হলে মাতৃভূমির প্রতি নিজেদের কর্তব্য পালনের উপযুক্ত বলে ভাবারও অধিকার থাকবে না।’ সরকার পক্ষ থেকে বিরোধী পক্ষ সবাই অটল বিহারী বাজপেয়ীর কথায় সহমত পোষণ করেন। কার্গিল যুদ্ধ ৫২৭ জন শহীদ হন, ১,৩৬৩ জন আহত এবিং ৫ জন যুদ্ধবন্দী হন। ২৬শে জুলাই, ১৯৯৯ যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সৈন্যদের তাদের দখলকৃত অবস্থান থেকে উচ্ছেদের মাধ্যমে, এইভাবে এটিকে কার্গিল বিজয় দিবস হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। কার্গিল বিজয় কেবল মাত্র যুদ্ধ ছিল না এটা একটা রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক জয়। ভারতবাসী এবং ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্বের ওপর চোখ রাঙাতে চায় তাদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য বীর সৈনিকদের বীরগাথা। শহীদ সৈনিকদের জন্য যেমন আমাদের চোখে জল আসে তেমন তাদের অকুতভয় বীরগাথার জন্য গর্বে বুক ভরে ওঠে। সঙ্গীত শিল্পী লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে আমরাও গেয়ে উঠি, ‘অ্যাই মেরে ওয়াতন কে লোগো,জারা আঁখ মে ভর লো পানি, যো শহীদ হুয়ে হে উনকি, জারা ইয়াদ করো কুরবানি।’ কার্গিল দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে বঙ্গ বিজেপি। সারা রাজ্য জুড়েই মশাল নিয়ে বীর সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে। বিজেপির যাদবপুর মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা মহুয়া উপাধ্যায় পাল বললেন, বীর সৈনিকদের আত্মবলিদানকে স্মরণ করে সভা সমিতি আলোচনা মশাল মিছিলের উদ্দেশ্যই হলো শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের বীরত্বকে সম্মান জানিয়ে এক আত্মনির্ভর ভারতবর্ষের স্বপ্নকে জাগিয়ে তোলা যা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেশবাসীর সমোচ্চারিত কণ্ঠস্বর ‘বিকশিত ভারত’।

> সৈনিক জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য বোঝেন না, তাঁদের জন্য কর্তব্যই সবকিছু। দেশের পরাক্রমের সঙ্গে যুক্ত এই জওয়ানদের জীবন কোনও সরকারের কার্যকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। শাসক ও প্রশাসক যে কেউ হতে পারেন। তাদের পরাক্রম এবং তাঁদের বীরত্বের ওপর সমস্ত ভারতবাসীর শ্রদ্ধা রয়েছে। তিনি আরো বলেন, যুদ্ধভূমিতে কেমন পরিবেশ ছিল তা সকল ভারতবাসী অনুভব করতে পারে, সারা দেশ তখন সৈনিকদের পাশে দাঁড়িয়েছিল, দেশের প্রত্যেক যুবক-যুবতী রক্তদানের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, শিশুরা নিজেদের পয়সা জমানোর ঘট ভেঙে কার্গিল যুদ্ধের সৈনিকদের উদ্দেশে দান করেন। সেই সময়ে, শ্রদ্ধেয় অটল বিহারী বাজপেয়ী দেশবাসীকে একটি আশ্বাস দিয়েছিলেন, ‘যাঁরা দেশের জন্য জীবন দেন, তাঁদের ও তাঁদের পরিবারকে যদি আমরা রক্ষণা-বেক্ষণ না করতে পারি, তা হলে মাতৃভূমির প্রতি নিজেদের কর্তব্য পালনের উপযুক্ত বলে ভাবারও অধিকার থাকবে না।’

বাজেট

রথীন কুমার চন্দ

বঞ্চিতদের দলে থাকার জন্য কবির আর্তি শুধু কবিরই থাকবে জনপ্রতিনিধিদের নয়। জনগণকে প্রতিনিধিতব করার বদান্যতায় ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতিক ব্যবস্থায় সমস্ত ক্ষীরের স্বাদটুকু আস্বাদন করবেন, শুধুমাত্র বেঁচে বর্তে থাকা তলানির হকদার হতভাগ্য ভারতীয় জনগণ। এটা চিরাচরিত ও অলিখিত প্রথা এবং স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে প্রথম থেকেই মান্যতা পেয়ে এসেছে প্রতিবাদহীন ভাবেই। বঞ্চিতদের এই বাজেট বঞ্চিত থাকার ঝুলিতে মন-প্রাণ ভরে ওঠে, শুধু ফাঁকা আর বস্তাপচা চমকের অপেক্ষা কোন দিক থেকে আসতে পারে সেই গুঁতো, রামধাক্কা আর আশীর্বাদী বর, তথাস্তু হয়ে ঝরে পরবে জনগণের ঝুলিতে সমস্যার জঞ্জাল হিসাবে ইদানিং যাতে জনগ্ণ অভ্যস্ত ও ব্যাতিব্যাস্ত হয়ে উঠেছে। ত্রাহিমাং ত্রাহিমাং বলে চিল চিৎকার জুড়েও জনগণ পরিত্রাণ পাবে না, পরিত্রাতাও পাবে না। বরং বঞ্চিতের বাজেটের চোরাবালি আর ঘূর্ণিপাঁকে তাকে পিষে মরতে হবে। নির্বাচনের আগে সমস্ত রাজনীতিক দলের জনগণ ভজনম ইস্তাহার ও প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দেওয়া বাজেট প্রস্তুতির ইচ্ছা প্রকাশ করেন, রুপায়নের ক্ষেত্রে শতজোজন ফারাক রেখে চলাই তখন নির্বাচিত সরকারের প্রচলিত রীতি। ভোটের আগে জনগণ ভগবান, ভোটের পর জনগণ অচ্ছুৎ, ছায়া মারানো বা সংস্পর্শে থাকা জনপ্রতিনিধিদের মত কূলীন সমাজে মান্যতা পায় না। এটাই বঞ্চিতদের প্রকৃত বাজেট প্রাপ্তি বা চমক। বাজেট প্রাপ্তি মানেই হরি লুঠের বাতাসা। জনপ্রতিনিধিরা জানেন জনগণ বাজেট নামক বস্তুটি থেকে বেশী কিছু আশা করেন না। জনগণ বঞ্চিতের দলে নাম লিখিয়েছেন এই ভাবেই, তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই। রাজদন্ড যাকে হস্তগত করা হয় সেই লঙ্কার অধিপতি। সরকার শাসিত জনপ্রতিনিধিরা জানেন যে জনগণ সবজান্তা ও এটা জেনে বসেই আছেন যে সেই রাম ও নেই, রামরাজত্ব থাকার কথাও নয়। প্রাপ্তিযোগ শুধুই মরীচিকার চিকন ক্ষীন আশা যদি আসছে বছর বরাতজোরে কিছু জোটে। জনপ্রতিনিধি আর জনগণের মধ্যে ফারাক’ সব পেয়েছির দেশে’, জনপ্রতিনিধিরা ভাবে জনগণ সব পেয়ে গেছে যা তাদের প্রত্যাশিত ছিল। জনগণের অবস্থান শূন্য থেকে শুরু করার সমান, চলতি ভাষায় খরচের খাতায় নাম লেখানো ব্রাত্যজন। বাজেট মানে সরকারের ঢক্কানিনাদ, গালভরা আশার ফানুস ওড়ানো মোড়ক। চাকুরিজীবিদের আয়করের সীমা বাড়ানো ফাঁদপাতা অংশটি কখনো বাড়ানো হয় নতুবা নয়। এবছর কোনভাবেই সেই সীমা বাড়ানোর ধারেকাছে মাড়ানো হয়নি, বরঞ্চ উল্টোপুরাণ গাথায় পা বাড়ানো হয়েছে। বাজেটের আগেই পদ বিলোপ করার নিদান দেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত পদের জন্য যেগুলি গত পাঁচ বছর ধরে নিয়োগ হয়নি। বছরে ২ লক্ষ চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি কাগজে কলমে ইতিহাস হবার জন্য রয়ে গেল।বাস্তব বলে বঞ্চিদের বাজেট ঘাটতিপূরনো বাজেট ছাড়া কিছুই নয়, আর বাজেট মানে নিয়ম করেই ঘটতি বাজেট হবেই হবে, না হলেই সেটা চমক আর ট্র্যাডিশন ভাঙা সস্তা প্রচার। আরেকটা বিধিবদ্ধ নিয়মের আওতায় রাখা হয় উত্তর পূর্ব ভারতকে বঞ্চিত রাখার প্রক্রিয়াকে অক্ষুন্ন রাখা। স্বাধীনতার পর কোন বাজেটই বাদ যায়নি উত্তর পূর্ব ভারত বাদ যায়নি। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য চাল, ডাল, তেল, নুন এর দাম কোন দিন কমেনি বাজেটের দরুন, বরং উল্টোটাই হয়েছে প্রতিবছর। বঞ্চিত হওয়া থেকে বিরত হতে হয়নি জনগণকে বাজেট নামক অর্থনীতিক বঞ্চনা নামা থেকে। বরং কিপ্টের মতই মহাদানীর শিরোপা নিয়েই সবমহিমায় বিরাজ করে চলেছে বাজেট নামক বঞ্চনানামার গালভরা ধাব্বা।বঞ্চিত কোন দিকে নয় তাই বোধহয় বাজেটের পর অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে না দেখলে লজ্জা পেতে হতে পারে।

বাজেট বস্তুটি নির্বিকার। জনসাধারণের পিয়াজের ঝাঁজ বাজেটে ঠাঁই নেই। ভোঁতা মগজে জনসাধারণের আশা ভরসা ছাড়াই প্রত্যেক বছর নিয়ম করে পেশ হয় বাজেট। চাকুরীজীবীদের আয়কর সীমাতে থাকে শ্যেন পাখির চোখের মত। প্রতি বছর সেই সীমা দিশাহীন। বর্তমান বছরে আয়কর সীমাতে কোন নির্দেশনার ঠিক ঠিকানা নেই। বরং বেড়েছে নিরাশা। নতুন ও পুরাতন আয়কর সীমাতে কোন দিশা পাওয়া যাচ্ছে না, কোন দিশা সুবিধাজনক হবে আয়করদাতাদের। উলু বনে মুক্ত ছড়ানো ছাড়া কিছু নয়, আয়করদাতাদের সমাধান। এই মুহূর্তে আয়করদাতাদের সমাধান খোঁজার অর্থ ব্যারথ চেষ্টা। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির কারণ খোঁজা দূরে থাক, সমাধান সূত্র কোন দিশায় সেই পথে এগোয়নি, এমনকি কর্মসংস্থান নিয়ে আশার বাণী শোনা যায়নি, বরং সরকারি সংস্থাগুলোকে বেসরকারী করণের পদ্ধতি এগিয়েছে এক ধাপ, এলআইসির শেয়ার বিক্রির প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে, সংগে আই,ডি,বি,আই ব্যাংকের প্রতি একই মনোভাব পোষণ করা হয়েছে। সোনার দাম নিয়ন্ত্রণে আনার কোন ইংগিত দেওয়া হয়নি;পেঁয়াজ, ডাল, আলুর মতো নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বৃদ্ধি নিয়ে অবিচল। দেশের অভ্যন্তরে অস্থিরতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, বাজটে সেই অস্থিরতার ছাপ পরিষ্কার।

বিরোধীদের প্রতিবারের মতো অভিযোগ ফুটে উঠল। ভারতীয় রাজনীতিতে শাসক দলকে বাজেট ব্যর্থতার দায় চাপানো হয়, রীতিসম্মত প্রথা। সংসদীয় ইতিহাস বলছে প্রধান বিরোধী দল একসময় শাসক ও ক্ষমতাসীন ছিলেন এবং একইভাবে বিদ্ধ হয়েছিলেন। ইতিহাস অবিচল ভাবে সেই ধারা বজায় রেখেছে, তৎকালীন বিরোধী দল ক্ষমতাসীন হওয়ায় একই ভাবে তাকে অভিযুক্ত হতে হচ্ছে দিশাহীন বাজেট পেশ হবার জন্য। শাসক বদলালেও রীতিনীতি বদলায়নি। দিশাহীন বাজেটের কারণে বিরোধী আসনে বসা রাজনীতিক দল অভিযুক্ত করছে শাসক দলকে। বাজেট তার চিরাচরিত নাম ধারাবাহিকভাবে অক্ষুণ্ণ রেখেছে বিরোধীদের দ্বারা একপেশে বাজেটের জন্য বিদ্ধ হওয়া, পক্ষপাত পুষ্ট বাজেট পেশ করার অভিযোগ থেকে কোন সময় অব্যাহতি থাকে না ক্ষমতাসীন দলের। আম আদমি অবহেলিত থেকে যায় স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে, এখনো অবহেলিতের দলে। বাজেট তাই আজো অবিচল আগেও তাই ছিল। বাজেট তার মুখ বদলায়নি। গণতন্ত্রে বাজেট তাই শ্রীহীন। গণতন্ত্রে জনগণের অবস্থান গ্ণতান্ত্রিক অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে অস্তিত্ব পূর্ণ, বাজেট জনগণের স্থান কোন কালে ছিল না।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মানুষ সচেতন না হলে ডেঙ্গির ভয়াবহতা কাটবে না: ফিরহাদ হাকিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: যেহেতু দেরিতে বর্ষা এসছে তাই পুজোর শেষ পর্যন্ত ডেঙ্গির ভয়াবহতা থাকবে, মানুষকে সচেতন হতে হবে তা নাহলে ডেঙ্গির ভয়াবহতা কাটবে না বললেন পুরনগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। হাবড়ায় দুটি বুস্টিং পাম্পিং স্টেশনের উদ্বোধন হল শনিবার। উদ্বোধন করলেন কলকাতার মেয়র তথা পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এছাড়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভার পুরপ্রধান প্রবোধ সরকার, হাবড়া পুরসভার পুরপ্রধান নারায়ণ চন্দ্র সাহা। এছাড়া ছিলেন জেলা পরিষদের একাধিক সদস্য ও হাবড়া পুরসভার বেশ কয়েকজন কাউন্সিলর। প্রায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বুস্টিং পাম্পিং স্টেশনেরর কাজ শুরু হয়েছিল উত্তর হাবড়া সরদারপাড়া ও বাহান্ন ফ্যামিলি এলাকায়। ২০২১ সালে মার্চ মাসে পাম্পিং স্টেশনের ভিত্তিপ্রস্তার করেছিলেন হাবড়ার বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। এদিন পাম্পিং স্টেশন উদ্বোধনে এসে খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ ও পুর উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের নাম নিয়ে এই কাজের প্রশংসা করতে শোনা যায়। হাবড়া পুরসভার ৭, ৮ এবং ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কয়েকশো পরিবার পুজোর আগে প্রতিবছর জলবন্দি থাকত। তিন মাসের উপরে তাদের জলমগ্ন থাকতে হত। কয়েক বছর আগে জমা জলে এক শিশুরও মৃত্যু হয়েছে। এরপর থেকেই হাবড়া পুরসভা ও এলাকার বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বিশেষভাবে উদ্যোগ নিয়ে এই পাম্পিং স্টেশনের কাজ শুরু করেছিলেন। এই কাজে খুশি ভুক্তভোগী মানুষেরা। হাবড়া বুস্টিং পাম্প উদ্বোধনী এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পুরনগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, ২৫ কোটি টাকা ব্যয় আমরা বুস্টিং পাম্প চালু করলাম, আরো ১৬ কোটি টাকা অনুমোদন করা হচ্ছে। বুস্টিং পাম্প নিয়ে হাবড়ার বিধায়কের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বলেন, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক আমাদের এমএলএ তিনি বারবার আমার কাছে গেছেন। তাই তার এই বুস্টিং পাম্পের পেছনে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের অবদান আছে সেজন্য তাকেও ধন্যবাদ জানাই বললেন ফিরহাদ। রাজ্য জুড়ে যেভাবে হু হু করে বাড়ছে ডেঙ্গি এই নিয়ে প্রশ্ন করতেই ফিরহাদ হাকিম বলেন, কয়েকদিনের মধ্যে সমস্ত পুরসভাকে নিয়ে বসব। ডেঙ্গি নিয়ে প্রচার যা যা কিছু দরকার সমস্ত কিছুই হবে। আগের বারের তুলনায় অনেক কম হয়েছে ডেঙ্গি। যেহেতু দেরিতে বর্ষা এসছে তাই পুজোর শেষ পর্যন্ত ডেঙ্গির ভয়াবহতা থাকবে মানুষকে সচেতন হতে হবে তা না হলে ডেঙ্গির ভয়াবহতা কাটবে না। মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকে ডোর টু ডোর প্রচার এটা আমরা চালিয়ে যাব।

তৃণমূলের সাংগঠনিক গঠন মজবুত করতে দলীয় বৈঠক করলেন মালদার যুব সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ এবং সাংগঠনিক জোর দিতেই মালদা জেলার সমস্ত ব্লকের নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে দলীয় বৈঠক করলেন তৃণমূলের জেলার যুব সভাপতি বিশ্বজিৎ মণ্ডল। মালদা শহরের বিনয় সরকার অতিথি আবাসে শুক্রবার রাতে সংগঠনের ব্লক ও জেলা নেতৃত্বদের উপস্থিতিতে আলোচনা সভা এবং মতামত বিনিময় করা হয়। এছাড়াও শনিবার জেলা যুব কল্যাণ দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদদের সম্মান জানানোরও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী দিনে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার, সে ব্যাপারেও এক প্রস্তর আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি ইংরেজবাজার ব্লক সহ আরো কয়েকটি ব্লকে যুব সভাপতি পদ ফাঁকা রয়েছে। সেই সব ক্ষেত্রেও যাতে নতুন কাউকে দায়িত্ব দেওয়া যায় সে ব্যাপারেও এদিন বৈঠকে আলোচনা করা হয়েছে।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশেই মালদায় নতুন করে তৃণমূলের জেলা যুব সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন বিশ্বজিৎ মণ্ডল। তাঁর দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই সাংগঠনিক স্তরে নানান রকম কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এদিন মালদা জেলার ১৫ টি ব্লকের তৃণমূলের যুব নেতৃত্বদের উপস্থিতিতেই সাংগঠনিক স্তরের আভ্যন্তরীণ আলোচনা হয়। সেখানে এবারের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়েও বিশেষভাবে বিশ্লেষণও করা হয়েছে। দক্ষিণ মালদা এবং উত্তর মালদায় এবারের লোকসভা নির্বাচনে পরাজয় হয়েছে তৃণমূলের। দক্ষিণ মালদায় জয়ী হয়েছে কংগ্রেস। উত্তর মালদা জয়ী হয়েছে বিজেপি। সেই পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রেও এদিন দলের জেলা যুব সভাপতি বিশ্বজিৎ মণ্ডল সংগঠনের নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে কথা বলে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন। লোকসভা নির্বাচনের মুখে মালদা জেলায় বেশ কয়েকবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সভা করে গিয়েছিলেন। এমনকী তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি এসে দলের নেতৃত্বদের সঙ্গে নির্বাচনী বৈঠক করেছেন এবং সভাও করেছেন। এছাড়াও রাজ্য সরকারের একাধিক প্রকল্পের সুবিধা ঘরে বসে সাধারণ মানুষ পাচ্ছেন। তারপরেও মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রে এমন ফল হল কেন? সেই বিষয়টি নিয়ে এদিন আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। আগামী দিনে দলের শক্তি বৃদ্ধি এবং একাধিক কর্মসূচির রূপরেখা তৈরি করার ক্ষেত্রে তৃণমূলের জেলা সভাপতি ব্লক নেতৃত্বদের নির্দেশ দিয়েছেন।

জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি বিশ্বজিৎ মণ্ডল বলেন, আগামী দিনে সাংগঠনিক স্তরে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সেই বিষয়টি নিয়েও এদিন দলের ব্লক নেতৃত্বদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন বুথ স্তরে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানো, সাধারণ কর্মীদের পাশে থেকে নানান সমস্যা সমাধান করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি মালদা জেলায় শনিবার যুব কল্যাণ দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গেও আলোচনা করে আগামীতে বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদদের সম্মান জানাবে জেলা যুব তৃণমূল নেতৃত্ব।

কালী মূর্তির সোনা ও রুপার গয়না চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য নবদ্বীপে

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের কালীমূর্তির গায়ের থেকে সোনা ও রুপার গয়না চুরির ঘটনায় আবারো নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়ালো নদীয়ার নবদ্বীপ থানা এলাকার বাবলারিতে। মন্দিরের সেবাইতের কথাই, তিনি শুক্রবার সন্ধ্যায় আরতি দিয়ে মন্দিরের গ্রিলের তালা মেরে চলে যান। শনিবার সকালে মন্দিরে ঢুকতেই তার সন্দেহ হয়, এরপর চাবি নিয়ে গ্রিলের তালা খুলে দেখেন প্রতিমার গা থেকে সোনার টিকলি এবং রুপার গয়না চুরি হয়ে গেছে। এরপর ঘটনা জানাজানি হতেই মন্দিরে একে একে ছুটে আসে, স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে মন্দিরের কর্তৃপক্ষরা। তাদের দাবি, গত সাত দিনে ওই এলাকার একাধিক বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। যেখানে পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। থানায় অভিযোগ করলেও এখনো পর্যন্ত সেই ভাবে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি প্রশাসন। তবে সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের কালী প্রতিমার গায়ের থেকে সোনা ও রুপার গয়নার চুরির ঘটনায় তারা রীতিমতো এখন চিন্তিত। তারা চাইছেন প্রতিদিন যেভাবে চুরির ঘটনা ঘটছে তাতে করে অবিলম্বে পুলিশ প্রশাসনের করা ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, কারণ না হলে আগামী দিনে আরো হয়তো বড়সড় চুরির ঘটনা ঘটতে পারে। তবে ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্তে মন্দিরে যান নবদ্বীপ থানার পুলিশ আধিকারিকরা, এরপর চুরির গোটা ঘটনা খতিয়ে জানার চেষ্টা করেন। যদিও নবদ্বীপ থানার পুলিশ আধিকারিকদের কথায়, যারা চুরির ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তারা কখনো রেহাই পাবে না। অবিলম্বে তাদের চিহ্নিত করে যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

প্রয়াত হলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: প্রয়াত হলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর চিকিৎসা চলছিল। ক্যানসার আক্রান্ত হয়ে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে প্রয়াত হন তিনি। এদিন সকাল ৬ টা ৪০ মিনিট নাগাদ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। উল্লেখ্য, অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ছিলেন বিশ্বনাথ চৌধুরী। আরএসপি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক ছিলেন তিনি। পাশাপাশি বামফ্রন্ট সরকারের কারা ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্ব ভার সামলেছেন তিনি। ছাত্র জীবনেই তাঁর রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয়। বালুরঘাট কলেজে পিএসইউ'র আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। কলেজে তিনবারের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে জেলার বাম ও গণ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ১৯৭৭ সালে তিনি বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক হন। ১৯৭৭ থেকে ২০১১ পর্যন্ত দীর্ঘকাল তিনি বালুরঘাটের বিধায়ক ছিলেন। ২০১৬ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত বিধায়ক ছিলেন। ১৯৮৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘকাল তিনি বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। ২০১৯ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত তিনি আরএসপি'র রাজ্য সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

একটি বাইকে চারজন, দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার জয়পুর থানার পাবান্দা গ্রামের বাসিন্দা বছর ২৭ এর সঞ্জয় মহাদন্ড শুক্রবার তিন বন্ধুকে একটি বাইকে চাপিয়ে গিয়েছিলেন পাশের গ্রামে অনুষ্ঠান দেখতে। চার বন্ধু মিলে একটি বাইক করে অনুষ্ঠান দেখে বাড়ি ফেরার পথে সাইতারা সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার ধারে একটি ইলেকট্রিক পোলে সজোরে ধাক্কা মারে। চারজন লুটিয়ে পড়েন মাটিতে, জয়পুর থানার পুলিশ তড়িঘড়ি তাঁদের নিয়ে আসে জয়পুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক সঞ্জয় মহাদণ্ডকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অরিজিৎ সরদার নামে এক বন্ধুর অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে রেফার করা হয় বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। অপর দু'জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

রোজগারের প্রলোভনে টাকা হাতানোর অভিযোগ বেসরকারি সংস্থার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: মোটা টাকা রোজগারের প্রলোভন দেখিয়ে বেকার যুবক ও মহিলাদের কাছ থেকে টাকা হাতানোর অভিযোগ উঠল একটি বেসরকারি সংস্থার আধিকারিকদের বিরুদ্ধে। টাকা ফেরতের দাবিতে শনিবার দুপুরে পানাগড়ের রেলপাড় ট্যাঙ্কিতলায় এক ব্যক্তির বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান কাঁকসা, বীরভূম, বাঁকুড়া সহ বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা।

ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানার পুলিশ। পুলিশ ওই সংস্থার এক আধিকারিককে আটক করে নিয়ে যায়। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, একটি কোম্পানির অধীনে কাজ দেওয়ার নাম করে বহু মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়াও হয়। তার পর থেকে কোনও কাজ তাদের দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

এর পরে যে পরিমাণ টাকা তারা ওই সংস্থাকে দিয়েছিল সেই টাকা ফেরত চাইলে উলটে তাদের অনলাইনে শপিং করতে বলা হয়। টাকার পরিবর্তে বিভিন্ন কোম্পানির প্রোডাক্ট কিনতে বলা হলে সকলেই প্রোডাক্ট কিনতে অস্বীকার করলে, ওই সংস্থার পক্ষ থেকে তাদের ধমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। টাকা ফেরত না পেয়ে অবশেষে বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষজন এসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে কাঁকসা থানার পুলিশ।

রেলপারে ট্যাঙ্কিতলার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এক ব্যক্তির বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানে কোনও একটি কোম্পানির নামে অফিস করা হয়েছিল। সেখানে সকাল বিকেল নানান জায়গা থেকে যুবক যুবতীদের এক রঙের পোশাক পরে ঢুকতে দেখা যেত। তবে ভিতরে কী হত তা কারও জানা নেই।

যদিও সংস্থার আধিকারিকরা জানিয়েছেন, তাদের কোম্পানিটি ডাইরেক্ট সেলিং কোম্পানি। প্রত্যেকে নিজের টিম তৈরি করে নেটওয়ার্কের দ্বারা রোজগার করতে পারবে। সেই ভেবেই কাঁকসায় বেশ কিছু যুবক যুবতী কাজ শুরু করেন।যারা এই ডাইরেক্ট সেলিং কোম্পানিতে যোগ দেয় কোম্পানির পক্ষ থেকে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে কেউ চাকরি পাবে বলে ভুল বোঝার ফলেই সমস্যা দেখা দিয়েছে।

ডেবরায় পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: শনিবার সকালে ডেবরার একটি পুকুর থেকে এক ব্যক্তির পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ডেবরার ৫/১ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস সংলগ্ন একটি পুকুরে কচুরিপানার মধ্যে মৃতদেহটি আটকে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশের খবর দেন। ডেবরা থানার পুলিশ অজ্ঞাতপরিচয় ওই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। মৃতের নাম-পরিচয় জানার চেষ্টা সহ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ডেবরা থানার পুলিশ। স্থানীয়দের জানান, ওই ব্যক্তি ডেবরা এলাকার নয় বলেই তাঁদের ধারণা। মৃতদেহের অবস্থা দেখে তারা মনে করছেন বেশ কয়েকদিন আগেই মৃত্যু হয়েছে ওই ব্যক্তির।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ইউকো ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস,
বালাসোর

সংশোধনী

উল্লেখ্য আমাদের **"ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ"** অধীনে **"একদিন"** সংবাদপত্রে **২৭.০৭.২০২৪** তারিখে প্রকাশিত নিয়ম এবং শর্তাদি সারণিতে **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স রাধামাধব ট্রেডিং-সুগো শাখার**, ই-নিলাম পোর্টাল পড়তে হবে **https:/ebkray.in/eauction-psb/x-login** পরিবর্তে https:/ebkray.in/education-psb/x-login.। অন্যান্য বিষয়সমূহ অপরিবর্তিত থাকবে।

তারিখ : ২৭.০৭.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল দেবাশীষ মন্ডল, পিতা-রবীন মন্ডল, সাং- হাড়াল, পোঃ- চাম্পাহাটী, থানা- বারুইপুর, জেলা- দঃ ২৪ পং, পিন-৭৪৩৩৩০, কৃষ্ণ মোহন ভট্টাচার্য্য, পিতা- মৃত ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সাং-বেগমপুর, বারুইপুর, ২০২৩ সালের ৪৬২৬ নং আমমোক্তার নামা বলে নিযুক্ত আমমোক্তার গনেশ হালদার, পিতা- মদন হালদার ও সুবীর হালদার, পিতা- সুবল হালদার, সাং- হাড়াল মহাশয়দ্বয়কে তাহার থেকে আমি খরিদ করি, মৌজা- বেগমপুর, জে. এল নং- ২৯, এল. আর খতিয়ান নং- ৭৫৯১, আর. এস ও এল. আর ১৫২৫ নং দাগে শালি ১০ শতক জমি। এক্ষনে উক্ত জমি আমার মক্কেল নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছেন, উক্ত বিষয়ে দাতাগণের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে, বিজ্ঞপ্তি প্রচারের পর হইতে ৭ দিনের মধ্যে বি.এল. এ্যান্ড এল.আরও বারুইপুর অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

Sanat Sardar
Advocate
Baruipur Civil Court
Regd. No. 732/583/16
Mobile No. 8617042052
27-7-24

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল গায়ত্রী মন্ডল, স্বামী- বরুন কুমার মন্ডল, সাং- পিয়ালী, থানা- জীবনতলা, জেলা- দঃ ২৪ পং, গীতারানী পাল দিং হইতে ২০১৩ সালে ৬৫৯ নং আমমোক্তার দ্বারা বরুন কুমার মন্ডল, পিতা- গৌর চন্দ্র মন্ডল কে নিযুক্ত করেন, তাহার থেকে আমি খরিদ করি, মৌজা- টাঙ্গারবেড়িয়া, জে. এল. নং- ১১৬, খতিয়ান নং- ৭০২, দাগ নং- ৪০/৪৫, ৪১/৪৬, ১৯৯/২১০ ও ১৫২/১৬১ নং দাগে মোট ১ একর ৮ শতক জমি। এক্ষনে উক্ত জমি আমার মক্কেল নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছেন, উক্ত বিষয়ে দাতাগণের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে, বিজ্ঞপ্তি প্রচারের পর হইতে ৭ দিনের মধ্যে বি.এল. এ্যান্ড এল.আরও বারুইপুর অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

Sanat Sardar
Advocate
Baruipur Civil Court
Regd. No. 732/583/16
Mobile No. 8617042052
27-7-24

বিজ্ঞপ্তি

পঃবঃ সরকারের ভূমি দপ্তরের গত ইং ২৭.০২.২০২৪ তারিখে আদেশ মূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি হইতেছে যে,আমি সিলভেস্টার ডি কোস্তা, পিতা- মৃত বেনেডিক্ট ডিকোস্তা, সাং- ২৪ ডি, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, পোঃ ও থানা- এন্টালী, কোলকাতা ৭০০০১৪- গত ইং ২৭.০১.২০২৩ তারিখ এ.আর.এ-২ কোলকাতা অফিসে রেজিষ্টীকৃত ১০৩০/২০২৩ নং রেজিষ্ট্রিকৃত একখানি আমমোক্তারনামা দলিল বলে ও গত ইং ১২.১০.২০২২ তারিখে নিউওয়ার্ক হইতে ০৯৫৭১২২ নং আমমোক্তারনামা বলে নোটারী সার্টিফিকেটের মাধ্যমে (যাহা কোলকাতা কালেক্টর হইতে গত ইংরাজী ০১.১২.২০২২ তারিখে এডজুডিকেটেড) সম্পত্তির মূল মালিক সুরজিৎ পিনারো, লিভিয়ারোকে ডিসুজা, উভয়ের পিতা-আলেক জান্ডার পিনারো এবং রবীন ডি কোস্তা, পিতা -আলেক জান্ডার পিনারো সর্ব্ব সাং ২৪ ডি, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, পোঃ ও থানা- এন্টালী, কোলকাতা ৭০০০১৪ মহাশয়গন দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়া জেলা-নদীয়া, থানা-কোতয়ালী অধীন ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজার এল.আর ২৩৪১, ৭৯৮৫, ৪১৯৭৩ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস ৩৫৫৭২ নং এল.আর ১৯৮৯ নং দাগের ০২.৬৫ শতক এবং এল.আর ৪১৯৫৮, ৭৯৮৫, ৪১৯৭৩ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস ৩৫৫৭২ নং এল.আর ১৯৮৯ নং দাগের ০.৩৮ শতক, এল. আর ১১৮৬৭, ৪১৯৭২, ৭৯৮৫, ৪১৯৭৩ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস ৩৫৫৭২ নং এল.আর ১৯৮৯ নং দাগের ০২.৫৯ শতক, একুনে মোট ০৫.৬২ শতক বা ০.০৫৬২ একর সম্পত্তি (যাহা কৃষ্ণনগর পৌরসভার ১৬ নং ওয়ার্ডের মোংলা পুকুর রোডস্থিত ১৯ নং হোল্ডিংভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে) গত ইংরাজী ০২.০৫. ২০২৩ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৪৬৮৭/২৩ নং একখানি কোবালা দলিল বলে বাবলু সেখ, পিতা-মৃত হজরত সেখ, সাং- মোংলা পুকুর রোড, পোঃ-কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১০১ মহাশয়কে বিক্রয় করিয়া দখল প্রদান করিয়াছি, এখন বাবলু সেখ কৃষ্ণনগর-১ বি. এল.এন্ড এল.আর.ও অফিসে নামপত্তন করিবে। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরুপ আপত্তি থাকলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারির ১৫ দিনের মধ্যে স্থানীয় বি.এল.এন্ড এল.আর.ও অফিসে আপত্তি জানাইবেন অথবা নিম্ন লিখিত ফোন নম্বারে যোগাযোগ করিবেন।

মোবাইল নং 9474676008
Prasenjit Das, Advocate, Krishnanagar Judges Court

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল অর্জুন মন্ডল, পিতা- মৃত সুবল মন্ডল ও টুম্পা মন্ডল, স্বামী- অর্জুন মন্ডল, সাং- হাড়াল, পোঃ- চাম্পাহাটী, থানা- বারুইপুর, জেলা- দঃ ২৪ পং, পিন- ৭৪৩৩৩০, অজিত মুখার্জী, পিতা- মৃত সুবোধ মুখার্জী, সাং- ঘোষপুর বাওড়া, বারুইপুর, ২০১৯ সালের ৮ নং আমমোক্তার নামা বলে নিযুক্ত আমমোক্তার নকুল মন্ডল, পিতা- মৃত সুবল মন্ডল হইতে খরিদ করি। মৌজা- নড়িদানা, জে এল নং- ২৭, এল. আর. খতিয়ান নং- ৮২৫, আর. এস. ও এল. আর. ১১৫৬ নং দাগে শালি ০৪ শতক জমি। এক্ষনে উক্ত জমি আমার মক্কেল নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছেন, উক্ত বিষয়ে দাতাগণের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে, বিজ্ঞপ্তি প্রচারের পর হইতে ৭ দিনের মধ্যে বি.এল. এ্যান্ড এল. আরও বারুইপুর অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

Sanat Sardar
Advocate
Baruipur Civil Court
Regd. No. 732/583/16
Mobile No. 8617042052
27-7-24

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

সেলিনা বেগম স্বামী – মরহুম আবুল কাসেম সাং- পুরুষোত্তমপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, বিগত ইং-15/06/2023 তারিখে পান্ডুয়া এ.ডি.এস.আর অফিসে I-3074/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাদেরকে **(১)তরুন কুমার রায়** পিতা জগবন্ধু রায় সাং- চাঁপাহাটী, থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী-712135, **২) ভরত চন্দ্র ঘোষ** পিতা নিমাই চন্দ্র ঘোষ সাং উত্তরখন্ড, থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী-712135)-ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমরা পান্ডুয়া এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-5220/2023 নং দলিল মূলে **বিবেক মন্ডল** পিতা ˝অনিল চন্দ্র মন্ডল মহাশয়কে বিক্রয় করি। তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা চাঁপাহাটী, জে.এল.-52, হাল এল. আর 2680 খতিয়ানে, সাবেক 968 ও হাল 1199 দাগে বাস্তু জমি ষোল আনায় 21 শতকের মধ্যে 18.75 শতক, সাবেক 970 ও হাল 1201 দাগে বাস্তু জমি 6.05 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বিবেক মন্ডল উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **তরুন কুমার রায় ও ভরত চন্দ্র ঘোষ**
আমমোক্তারদ্বয়

নোটিস

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী কিংশুক মুখার্জী পিতা মৃত তপন কুমার মুখার্জী, সাং-বিষ্ণুপুর ঘোষপাড়া, থানা-রাজারহাট, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, নিবাসি এবং শ্রীমতি পূজা রায়, স্বামী শ্রী কিংশুক মুখার্জী, সাং-মোহন আবাসন, ১১৩, হৃদয়পুর রোড, বারাসাত, থানা-বারাসাত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, নিবাসি, তাঁরা তপশীল বর্ণিত সমপত্তি জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, মৌজা-বাসিনা, জে.এল. নং ৩১, খতিয়ান-১৪৪৪, ১৪৪৫, ১৪৪৬, ১৪৪৭ এবং ১৪৪৮, এল.আর. দাগ নং-১৯০, স্থিতঃ ১৬.৫০ (সোলো দশমিক পাঁচ) ডেসিমাল বাস্তু জমি গত ইংরেজি ৩১ জানুয়ারী ২০১৯ তারিখে আড্ডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্টার, রাজারহাট অফিসে রেজিস্টারকৃত ৪ নম্বর বহির দলিল নং ৯৬/২০১৯ এবং গত ইংরেজি ৬ নভেম্বর ২০২০ কৃত, দুইটি পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি মুলে, অ্যাটর্নি কিংশুক মুখার্জী এর দ্বারা, উক্ত জমি তাহারা পৃকৃত মালিক ১. শ্রী জীবন সংকর নিয়োগী, পিতা মৃত গিরিজা সংকর নিয়োগী এবং ২. শ্রীমতি গৌরী নিয়োগী, স্বামী শ্রী জীবন সংকর নিয়োগী, সাং-১৮৭, শ্যামনগর রোড, বাঙুর এভিনিউ, থানা-দমদম, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা এবং ৩. শ্রী বিজয় সংকর নিয়োগী, ৪. শ্রী অজয় সংকর নিয়োগী, ৫. শ্রী সুজয় সংকর নিয়োগী, সকলের পিতা মৃত গিরিজা সংকর নিয়োগী, সাং-১৮১/১, দক্ষিণ পাড়া রোড, থানা-দমদম, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, হইতে গত ১৫/০২/২০২৪ তারিখে আড্ডিশনাল রেজিস্টার অফ আসুরেন্সেস নং ২ এর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১ নং বহির, দলিল নং ১৯৬৪/২০২৪ মুলে ক্রয় করিয়া উক্ত তপশীল বর্ণিত জমি রাজারহাট বি.এল.এন্ড এল.আর. ও মিউটেশন কেস নম্বর MN/২০২৪/১৫০৭/৬৩৩২ এর দ্বারা (১) শ্রী কিংশুক মুখার্জী পিতা মৃত তপন কুমার মুখার্জী, সাং-বিষ্ণুপুর ঘোষপাড়া, থানা-রাজারহাট, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, নিবাসি এবং (২) শ্রীমতি পূজা রায়, স্বামী শ্রী কিংশুক মুখার্জী, সাং-মোহন আবাসন, ১১৩, হৃদয়পুর রোড, বারাসাত, থানা-বারাসাত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, এর নামে নথিভুক্ত করিতে চান, ইহাতে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে তাহা আগামী ১৫ দিনের মধ্যে জানাইবেন।

Anirban Chatterjee
(Advocate, High Court)
Flat No. 1/C, Giridhari Apartment No. 5,
Narayantalal East, Baguihati, Kolkata 700159

আরামবাগের দম্পতি ছেলের জন্মদিনের আনন্দ ভাগ করে নিলেন বৃদ্ধাশ্রমে!

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ

পার্টি করে নয়, নিজের ছেলের জন্মদিনের আনন্দ ভাগ করে নিলেন বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের সঙ্গে। শিক্ষক ও হাসপাতালে স্বাস্থ্য কর্মীর ইচ্ছা ছিল অন্য রকমভাবে ছেলের জন্মদিন পালন করার। এদিন ছেলের মঙ্গল কামনায় আরামবাগের আশা বৃদ্ধাশ্রমে পৌঁছে যান ওই দম্পতি। আরামবাগের চার নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শিক্ষক সুদীপ সরকার ও তার স্ত্রী তনুশ্রী সরকার এবং পুত্র সাহিত্য সরকার। এদিন সন্ধ্যায় আরামবাগের আশা বৃদ্ধাশ্রমের প্রবীণ মানুষদের সঙ্গে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়া সাহিত্য তার বাবা ও মায়ের সহেগ জন্মদিন পালন করে এবং আশীর্বাদ নেয়। ১২ বছরের কিশোর সাহিত্য অন্যরকমভাবে জন্মদিন পালন করতে পেরে খুবই খুশি। বাড়িতে কেক কেটে আত্মীয় পরিজনদের নিয়ে গতানুগতিক ভাবে জন্মদিন পালন আমরা সবাই করে থাকি। কিন্তু যে মানুষগুলো পরিবার থেকে আলাদাভাবে সম্পূর্ণ একটি অন্য পরিবেশে রয়েছে, যারা জন্মদিনের আনন্দ সেভাবে কখনও পায় না তাদের সঙ্গে ছেলের জন্মদিন পালন করার ইচ্ছে ছিল ওই দম্পতির। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আরামবাগ শহরের বুকে অসহায়, নিঃসঙ্গ প্রবীণ নাগরিকদের বিশ্বস্ত ঠিকানা আশা বৃদ্ধাশ্রম। বর্তমানে এই বৃদ্ধাশ্রমে ২১ জন প্রবীণ নাগরিকদের নতুন করে বাঁচতে শেখানো হয় এখানে। বৃদ্ধাশ্রমেও যে আনন্দে থাকা যায়। তার উদাহরণ আরামবাগের আশা বৃদ্ধাশ্রম। ২০১৪ সালে আশা বৃদ্ধাশ্রমের পথ চলা শুরু হয়। কেবল স্মৃতিচারণা করে বেঁচে আছেন। কিন্তু শুক্রবারের সন্ধ্যায় তাদের নাতির বয়সি সাহিত্যকে কাছে পেয়ে এবং জন্মদিন পালন করে উচ্ছ্বাসিত তারা। সাহিত্যের মা তনুশ্রী সরকার বলেন, এরকম একটা পরিবেশে এবং বড়দের আশীর্বাদ পাওয়া সত্যিই বড় ব্যাপার। খুবই ভালো লাগছে এখানে এসে। সাহিত্য বলে, আমার ১২ বছর পূর্ণ হল। প্রত্যেক বছরে একটা অন্য পরিবেশে জন্মদিন পালন করি। বৃদ্ধাশ্রম এর আবাসিকদের নিয়ে জন্মদিন পালন করতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। সবমিলিয়ে আরামবাগে বৃদ্ধাশ্রমে ওই দম্পতির ব্যক্তিগত উদ্যোগ ছেলের জন্মদিন পালন ও আবাসিকদের খাওয়ার ব্যবস্থা করার উদ্যোগকে সাধুবাদ জানায় স্থানীয় বিশিষ্টজনেরা।

কুঁড়েঘরে একাকী দিন বৃদ্ধার প্রতি প্রশাসনের উদাসীনতার অভিযোগ

শাসক-বিরোধী রাজনৈতিক তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাত্রসায়ের: বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের ব্লকের বামিরা গ্রাম। এই গ্রামেই রয়েছেন শিলা বাগদি নামে এক বৃদ্ধা। ছোট্ট কুড়ে ঘরে চোখেমুখে একরাশ আতঙ্ক নিয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে প্রায় ৭০ ঊর্ধ্ব অসহায় এক বৃদ্ধাকে। অন্যের বাড়িতে কাজ করে কোনও রকমে নিজের পেট চালাচ্ছেন তিনি।

জানা গিয়েছে, শিলা বাগদি নামের ওই বৃদ্ধা বামিরা গ্রামে একটি পুকুর পাড়ে ছোট্ট একটি কুঁড়েঘরে একাই বসবাস করেন। একটি মেয়ে ছিল তাঁরও বিয়ে হয়েছে প্রায় ত্রিশ বছর। স্বামী মারা গিয়েছে তারও অনেক আগে। তখন থেকেই ওই ছোট্ট কুঁড়েঘরে একাই দিন কাটছে তাঁর। এই মুহূর্তে কুড়ে ঘরের ওপরের খড়ের ছাউনি নষ্ট হয়ে গিয়েছে তাই ঘরে যাতে জল না পড়ে তার জন্য ত্রিপল দিয়ে কোনও রকমে বৃষ্টির জল আটকানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছেন তিনি। ছোট্ট এই কুঁড়েঘরের চারদিক মাটির দেওয়াল, তাও এই বর্ষায় বেশ নড়বড়ে হতে শুরু করেছে। যে কোনও মুহূর্তেই ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। খোলা আকাশের নীচেই ওই বৃদ্ধাকে প্রতিনিয়ত রান্না করতে হয়। এই বর্ষায় একদিকে সাপের আতঙ্ক, অন্যদিকে না পাওয়ার যন্ত্রণা নিয়েই দিন কাটছে তাঁর।

এতসবের পরেও স্থানীয় প্রশাসনের বৃদ্ধার দিকে নজর নেই বল দাবি। কেন তিনি এখনও একটি আবাস যোজনার বাড়ি পেলেন না উঠছে সেই প্রশ্ন। রাজ্য সরকার যখন রাজ্যের মানুষের সার্বিক উন্নয়ন করে চলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী নিজে সাধারণ মানুষের পাশে থেকে সাধারণ মানুষদের জন্য কাজ করার বার্তা দিচ্ছেন, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই অসহায় বৃদ্ধা এখনও একটি আবাস যোজনার বাড়ি পাননি তাই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। সরকারি সুবিধা বলতে বৃদ্ধা ভাতা এবং মাসে পাঁচ কেজি চাল পান। কবে ওই বৃদ্ধা একটি আবাস যোজনার বাড়ি পাবেন ,সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন তিনি এবং প্রতিবেশীরা। এ বিষয়ে পাত্রসায়ের ব্লকের বিডিওর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ক্যামেরার সামনে কিছু বলতে রাজি হননি। তবে মৌখিক ভাবে ওই বৃদ্ধার পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি ।

শিলা বাগদির দাবি, ভোট এলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা আসেন, প্রতিশ্রুতি দেন আপনার বাড়ি হয়ে যাবে। কিন্তু ভোট ফুরিয়ে গেলে আর দেখা মেলে না রাজনৈতিক নেতাদের, পূরণ হয় না তাঁদের দেওয়া প্রতিশ্রুতিও। অনেক কষ্টে দিন কাটছে তাই একটি আবাস যোজনা বাড়ি দিলে ভীষণ উপকার হয়। শ্যামলী নন্দী নামে এক প্রতিবেশীর দাবি, 'আর কত কষ্ট করবেন উনি এই বয়সে। এই মুহূর্তে তাঁর একটি আবাস যোজনার বাড়ি হলে তিনি ভীষণ উপকৃত হবেন। প্রতিবেশী হিসেবে আমাদের যতটুকু সামর্থ্য আমরা তাঁকে সহযোগিতা করে থাকি।'

আর এই নিয়ে শুরু হয়েছে শাসক-বিরোধী রাজনৈতিক তরজা। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি সুব্রত দত্ত বলেন, 'বাড়ি পাইনি তার জন্য প্রথম দায়ী করব নরেন্দ্র মোদিকে ও বিজেপিকে। দায়ী করব এই এলাকার নির্বাচিত বিজেপি সাংসদকে। সাংসদ সাহেবকে বলব আপনি এসে একবার দেখে যান এই অসহায় বৃদ্ধা কী ভাবে বসবাস করছেন যাকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ত্রিপল থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু দিয়ে সব রকম ভাবে সহযোগিতা করে পাশে থাকার চেষ্টা করেছে।' এছাড়াও তিনি বলেন, 'ডিসেম্বরের মধ্যে আবাস তালিকায় যাঁদের নাম নথিভুক্ত রয়েছে, তাঁদের বাড়ি এবং প্রথম কিস্তির টাকা আমাদের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেবেন। বিষ্ণুপুর লোকসভায় আমরা হারলেও বিষ্ণুপুর লোকসভার মানুষের পাশে আমরা ছিলাম, আছি এবং আগামী দিনেও থাকব।'

শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র কটাক্ষ করেছে বিরোধী রাজনৈতিক দল বিজেপি। সোনামুখী বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামি বলেন, 'শুধু শিলা বাগদী নন, প্রতিটি ব্লকে খুঁজলে এই ধরনের হাজার হাজার মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে। কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ মানুষদের আবাস যোজনার টাকা দিচ্ছে আর তৃণমূল কংগ্রেস তাদের না দিয়ে সেই টাকা লুটেপুটে খেয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা লুটপাট করে এরকম বহু মানুষকে অসহায় করে দিয়েছে, যাদের বর্ষা এলে ভাবতে হয়, শীত এলে ভাবতে হয়, তাদের ত্রিপলের নীচে থাকতে হয়।'

কারখানা থেকে দূষণের অভিযোগ প্রতিবাদের বিক্ষোভ আন্দোলন

বৃহত্তর আন্দোলন ও ধর্নার হুমকি

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: রানিগঞ্জের বক্তারনগর এলাকায় এক বেসরকারি স্পঞ্জ আয়রন কারখানা নিয়ম না মেনে দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র না চালিয়েই কারখানা চালাচ্ছে, আর এর জেরে দূষিত হচ্ছে বক্তারনগরের বিস্তীর্ণ এলাকা তার সঙ্গে দূষিত হচ্ছে পলাশবন ও বাবুশোল অঞ্চল। এমনটাই অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। আরও অভিযোগ, দূষণ এমনই মাত্রাতিরিক্ত ভাবে ছড়াচ্ছে যে মানুষের টিকে থাকা দুষ্কর হয়েছে। এলাকা জুড়ে দূষণের জেরে বহু মানুষজন অসুস্থ হচ্ছে আর তার সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নানান রোগব্যাধি। শনিবার তারই প্রতিবাদে দূষণ নিয়ন্ত্রণের দাবিতে কারখানার গেটে বিক্ষোভ করে অবিলম্বে দূষণ বন্ধের দাবি জানাল এলাকারই তিনটি গ্রামীণ অঞ্চলের কয়েকশো গ্রামবাসী।

অবিলম্বে কারখানার দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, নচেৎ কারখানার গেটে লাগাতার বিক্ষোভ আন্দোলন ও ধর্নায় বসবেন বলে হুমকি দিলেন তাঁরা। এলাকাবাসী শারীরিক রোগব্যাধি নিয়ে চিকিৎসা করাতে গিয়ে চিকিৎসকদের কাছে ওই এলাকা ছেড়ে অন্যত্র বসবাস করার উপদেশ পাচ্ছেন। যার জেরে আতঙ্ক ক্রমশই দানা বেধেছে। অবস্থা এমনই বেগতিক হয়েছে যে, বাড়ির গৃহবধূরা বাড়ির কাপড়জামা মেলা বন্ধ করেছেন বাড়ির উঠোনে। বাড়ির ছাদ থেকে শুরু করে কুয়ো, পুকুরের জল সর্বত্রই কালো আস্তরণে ঢেকে গিয়েছে। এমনকি অনেক মানুষ এই দূষণের জেরে প্রাণ হারিয়েছেন সঙ্গে শিশুদের বিভিন্ন রোগ দানা বাঁধছে বলেই বিক্ষোভকারীরা দাবি করেছেন।

যদিও এ বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বারংবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও, কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি। বক্তারনগরের দূষণ সমস্যা নিয়ে এর আগেও বহুবার দূষণের জন্য বিক্ষোভ আন্দোলন করতে দেখা গিয়েছে গ্রামবাসীদের। বহু ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীরাও এই দূষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন তবে কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে দাবি। তা আবারও দূষণ নিয়ন্ত্রণ না করার বিষয়কে লক্ষ্য করেই স্পষ্ট হয়েছে। এখন দেখার এ সকল বিষয় লক্ষ্য করে দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড এ বিষয়ে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

দত্তক দেওয়ার নামে শিশু বিক্রির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: দত্তক দেওয়ার নাম করে শিশু বিক্রির অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকে। শুধুমাত্র একটি নয়, বেশ কয়েকটি শিশুকে টাকার বিনিময়ে প্রশাসনের নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অন্য দম্পতির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে এক দম্পতির বিরুদ্ধে। এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগে হতবাক হয়ে গিয়েছেন খণ্ডঘোষ ব্লকের সাধারণ মানুষ। সর্বশেষ যে শিশুকন্যাটিকে টাকার বিনিময়ে অন্য দম্পতির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে তার বয়স এখনও ২০ দিন পার হয়নি। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের শাঁখারী গ্রামে।

এই বিষয়ে ওই দম্পতির ভাইপো গত ২৪ জুলাই খণ্ডঘোষ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সমগ্র ঘটনা খতিয়ে দেখে তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন খণ্ডঘোষ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক। তবে শিশু বিক্রির ঘটনার অভিযোগ উড়িয়ে ওই দম্পতির দাবি, তাঁর মোট দশটি সন্তান। তার মধ্যে একটি সন্তানের মৃত্যু হয়েছে, তাঁরা তাঁদের দু'টি সন্তানকে ভালো ভাবে লালনপালন করার জন্য নিজের আত্মীয়দের মধ্যেই দত্তক দেন। বর্তমানে তাঁদের কাছে এখন সাতটি সন্তান রয়েছে। আর্থিক অভাব অনটনের জন্যই তাঁরা তাঁদের দু'টি সন্তানকে দত্তক দিয়েছেন। তাঁরা কারও কাছ থেকে টাকাপয়সা নিয়ে সন্তান বিক্রি করেননি বলে দাবি।

বর্ধমান মেডিক্যালের উন্নয়নে রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সার্বিক উন্নয়ন এবং রোগীদের সুচিকিৎসার লক্ষ্য নিয়ে শনিবার রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সারা দেশের উন্নত ১৭৮টা মেডিক্যাল কলেজের মধ্যে এবং পশ্চিমবঙ্গের চারটি মেডিক্যাল কলেজের মধ্যে বর্ধমান অন্যতম। এদিনের বৈঠকে জি প্লাস সেভেন নতুন বিল্ডিং তৈরি করা হবে তাতে বার্ন ইউনিট একসঙ্গে থাকবে। বার্ন ইউনিটের জন্য প্রায় এক কোটি ৭০ লক্ষের কিছু বেশি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

অনাময় সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাপলেসান থেরাপি খুব শীঘ্রই চালু হবে। হাটের বিভিন্ন নার্ভ স্টাডি করার জন্য ইলেকট্র ফিজিওলজিস্ট কার্ডিও অফ হার্ট খুব তাড়াতাড়ি চালু হচ্ছে। চারটি সব থেকে দামি চিকিৎসা যন্ত্রাংশ আনা হচ্ছে। হার্ট বন্ধ হয়ে যায় এবং রক্ত চলাচল বন্ধ থাকে সেই ক্ষেত্রে হার্টকে পুনরায় চালু করতে ইন্টা আয়োটিক বেলুন ফর্ম আনা হবে। আরও ভালো করে এনজিওগ্রাফি করার জন্য দামি এবং উন্নত মেশিন আনা হচ্ছে। আল্ট্রাসনোগ্রাফি করার ক্ষেত্রে আরও উন্নত মেশিন আনা হবে। এতদিন পর্যন্ত আল্ট্রাসনোগ্রাফি শরীরের বাইরে থেকে করা হত। এই মেশিন আনার ফলে শরীরের ভেতর থেকে আলট্রাসনোগ্রাফি হবে। এবং সব থেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে উন্নয়নের কাজে পিডব্লিউডি যে কাজ করছে, তা অত্যন্ত ধীর গতিতে। যাতে সেই সমস্ত কাজ অতি দ্রুত করা যায় সেই বিষয়ে পর্যালোচনা হয়। এতদিন পর্যন্ত ক্যান্সার হাসপাতালে আউটডোর চালু থাকলেও ইনডোর চালু হয়নি। আগামী তিন মাসের মধ্যে ক্যান্সার হাসপাতালে ইনডোর চালু করার পদক্ষেপ করা হয়।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামা প্রসন্ন লোহার, বর্ধমান উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারপারসন কাকলি গুপ্ততা, বর্ধমান পুরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়, বর্ধমান হাসপাতালে সুপার তাপস ঘোষ, পূর্ব বর্ধমান জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জয়রাম হেমব্রম। অনাময় সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার। রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য উজ্জ্বল প্রামাণিক এবং সুশান্ত প্রামাণিক।

আমন চাষে বৃষ্টির ঘাটতি

সেচের জন্য দুর্গাপুর ব্যারেজের জল ছাড়া শুরু ডিভিসি কর্তৃপক্ষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: নিম্নচাপের জেরে গত দু'দিন দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হলেও এখনও বিস্তর ঘাটতি রয়েছে। আর এই পরিস্থিতিতে আমন চাষে গতি আনতে শনিবার থেকে দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে সেচের জন্য জল ছাড়া শুরু করল ডিভিসি।

জুলাই মাস শেষ হতেও চললেও এখনও সে অর্থে ভারী বৃষ্টি পায়নি দক্ষিণবঙ্গর জেলাগুলি। ফলে শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমান সহ বাঁকুড়া, হাওড়া ও হুগলি জেলায় আমন চাষ অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। বৃষ্টির অভাবে বিস্তীর্ণ জমি এখনও অনাবাদি রয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সম্প্রতি ডিভিসির দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী, এদিন সকাল ৬টা থেকে দুর্গাপুর ব্যারেজের দু'পাশে থাকা সেচ খালে জল ছাড়া শুরু হয়।

জানা গিয়েছে প্রাথমিক ভাবে ৬০০০ কিউসেক হারে জল ছাড়া হয়েছে রাইট ব্যাঙ্ক মেইন ক্যানেল ও লেফট ব্যাঙ্ক মেইন ক্যানেলে। আপাতত ১৫ দিন ধরে এই জল ছাড়া হবে বলে জানিয়েছে ডিভিসি কর্তৃপক্ষ। এর ফলে বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি ও হাওড়া জেলায় আমন চাষ গতি পাবে বলে আশাবাদী সব পক্ষই। দেরিতে হলেও দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে সেচের জন্য প্রথম দফার জল ছাড়া শুরু হওয়ায় আশায় বুক বাঁধছেন কৃষকরাও।

কেন্দ্রের বাজেটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল জামুড়িয়ায়: শনিবার বেলা ১২টা নাগাদ জামুড়িয়া ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে খাস কেন্দা এলাকায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে একটি বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। খাস কেন্দা বাজার এবং খাস কেন্দা ব্যাঙ্কের সামনে থেকে মিছিল শুরু হয়, শেষ হয় তৃণমূল কার্যালয়ের সামনে এসে। এই মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন জামুড়িয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং, ব্লক সভাপতি সিদ্ধার্থ রানা, যুব তৃণমূল নেতা প্রেমপাল সিং প্রমুখ।

সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, সুন্দরবন: জয়গ্রাম সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পরিচালনায় ও রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ দিবস পালিত হল। হাসনাবাদ এলাকার সর্বাধিক বিপর্যয় প্রবণ গ্রাম ও স্কুলগুলিতে ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ দিবস পালন করা হল। ঘূর্ণি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ ও তার প্রয়োজনীয়তার ওপরে অঙ্কন প্রতিযোগিতা হয়েছে। মোট ৪৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। সেই সঙ্গে চকপাটলি উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ ও তা লাগানোর প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক উপস্থিত বক্তৃতার এক প্রতিযোগিতা হয়েছে। উভয় স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানাধিকারীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়াও টিয়ামারি আদিবাসী কমিউনিটির মানুষদের নিয়ে ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতা শিবির হয়েছে। সুন্দরবন ও ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ নিয়ে এই সংস্থার সম্পাদক আরিফুল ইসলাম মণ্ডল ছাড়াও মোহাম্মদ নাদিম, আবু মুছা গাজি, নিরেশ কুমার বৈদ্য, অনুপ কুমার মণ্ডল, মারুফ বিল্লা গাজি ও কানিজ ফাতেমা উপস্থিত ছিলেন ও বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। বেসরকারি ফাউন্ডেশনের পক্ষে আলোকপাত করেন মান্দ্রিতা ত্রিবেদী। চকপাটলি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশফাক খান ও ঘূর্ণি উচ্চ বিদ্যালয়ের স্কুল পরিদর্শক তনয় কুমার দাস ও সহকারী শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম এবং টিয়ামারি গ্রামের জনপ্রতিনিধি সুনীল সিং ম্যানগ্রোভ রোপণ ও সংরক্ষণ নিয়ে বক্তব্য রাখেন। সংস্থার সম্পাদক জানান, ফি বছর নদীবাঁধ ভাঙন ও বিপর্যয় রুখতে প্রচুর পরিমাণে ম্যানগ্রোভ লাগানো এবং উপযুক্ত ভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে।

উপকূলরক্ষী বাহিনীর কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নামখানা: দুর্ঘটনা ঘটলে কী কী করণীয় তা বোঝাতে ফ্রেজারগঞ্জ উপকূলরক্ষী বাহিনীর পক্ষ থেকে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হল। নামখানা নদীঘাটে স্থানীয় মৎস্যজীবীদের নিয়ে এই কর্মশালা হয়। উপকূলরক্ষী বাহিনীর পাশাপাশি বন ও মৎস্য দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। মাঝ সমুদ্রে কোনও ট্রলার দুর্ঘটনায় পড়লে উপকূলরক্ষী বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। এর জন্য একটি টোল- ফ্রি নম্বর (১৫৫৪) প্রত্যেক মৎস্যজীবীকে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ড্যাট- এর (দূর নিয়ন্ত্রক বিপদ সঙ্কেত) সাহায্য নিতে বলা হয়েছে। ড্যাট কী ভাবে ব্যবহার করতে হবে তাও দেখানো হয়েছে। এছাড়া লাইফ জ্যাকেট, লাইফ বয়ার সঠিক ব্যবহার দেখানো হয় মৎস্যজীবীদের। হঠাৎ করে মাছ সমুদ্রে কোনও মৎস্যজীবী অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে প্রয়োজনে সিপিআর কী ভাবে দিতে হয় তাও দেখানো হয়।

ইলিশ ধরতে গেলে ১০ থেকে ১৫ দিন মাঝ সমুদ্রে থাকতে হয় মৎস্যজীবীদের। এইসময় মৎস্যজীবীদের সুস্থ থাকতে যোগা সহ বেশ কিছু অভ্যাসের কথা বলা হয়েছে। প্রত্যেকটি ট্রলারে ' ফাস্ট- এইড বক্স' রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই বিষয়ে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্ট গার্ডের জনসংযোগ আধিকারিক অনিমেষ বিশ্বাস বলেন, 'সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে বিপদের মুখে পড়লে কী ভাবে সেখান থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরতে হবে, সেটাই হাতেকলমে দেখানো হয়েছে মৎস্যজীবীদেরকে। আশা করা যায় আগামী দিনে দুর্ঘটনা কিছুটা কমবে।'

শিল্পাঞ্চলে ১ আগস্ট থেকে টোটোতে লাগু বিধিনিষেধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: বর্তমানে সরকার টোটো চলাচল নিয়ন্ত্রণে আনতেই বিধিনিষেধ আরোপ করার কথা বলেছেন। যেমন এবার থেকে টোটো চালাতে হলে চালকের থাকতে হবে বৈধ গাড়ি চালানোর লাইসেন্স, করাতে হবে টোটোর রেজিস্ট্রেশন, থাকতে হবে নম্বর প্লেট। এছাড়াও যে সকল রুটে বাস চলাচল করে সেখানে টোটো চালানো যাবে না।

এই বিধিনিষেধের কথা শুনেই চরম বিভ্রান্তিতে পড়েছেন টোটো চালকরা। বিজয় দশাদ নামে এক টোটোচালক জানান, তাঁরা সরকারি সমস্ত বিধিনিষেধ মানতে রাজি আছেন। তবে শুধুমাত্র পাড়ার এবং গ্রামের ভেতর টোটো চালিয়ে পেট কি ভরবে? প্রশ্ন তাঁর। তাই সরকারের উচিত কোনও কিছু বিধিনিষেধ লাগু করার আগে তাঁদের ব্যাপারটা একটু সু নজরে ভেবে দেখা। অন্যদিকে এক নিত্যযাত্রী শেখ জালাল উদ্দিন জানালেন, টোটোর সংখ্যা অতিমাত্রায় বেড়ে যাওয়ায় রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে গুরুত্বপূর্ণ কোনও জায়গায় সঠিক টাইমে পৌঁছাতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। টোটো বাজারে এসে ভালো যেমন হয়েছে, ক্ষতিও হয়েছে অনেকটাই। কারণ বর্তমান সময়ে যানজটের প্রধান কারণ টোটো বলেই তাঁর দাবি।

বিশ্ব হেপাটাইটিস বি দিবসে স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: বিশ্ব হেপাটাইটিস বি দিবস উপলক্ষে শনিবার নবগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এলাকায় পদযাত্রা করা হয়। স্কুল থেকে পদযাত্রাটি শুরু হয়ে গ্রামের বিভিন্ন পাড়া ঘুরে শেষ হয় স্কুলে এসে। পদযাত্রায় স্কুলের পড়ুয়াদের পাশাপাশি এলাকার আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সতন সৌমগুল, জেলা পরিষদের সদস্য সুনীতি মণ্ডল সহ অন্যরা। স্কুলের প্রধান শিক্ষক অরুণ কুমার দাঁ জানান, হেপাটাইটিস বি রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে আগামী ১৪ দিন বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি পালন করার নির্দেশ আছে। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে শনিবার পদযাত্রা করা হয়।

নীতি আয়োগের বৈঠকে নীতীশ কুমারের গড়হাজিরা নিয়ে ধোঁয়াশা

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই: শুধু ইন্ডিয়া জোটের শরিকদলগুলির দখলে থাকা সাত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা নন। মোদির ডাকা নীতি আয়োগ বৈঠকে গরহাজির থাকলেন জোটসঙ্গী নীতীশ কুমারও। বিহার থেকে নীতীশের দুই ডেপুটি অর্থাৎ দুই উপমুখ্যমন্ত্রী গিয়েছেন নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দিতে। দু-জনই বিজেপির। ঠিক কেন গেলেন না নীতীশ, সেটার স্পষ্ট কোনও কারণও জানানো হয়নি।

বিহার সরকারের তরফে শনিবার নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দিয়েছেন দুই উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী এবং বিজয়কুমার সিং। ঘটনাচক্রে দুজনই বিজেপির। নীতীশ কেন গেলেন না তার কোনও সদুত্তর দল দেয়নি। তবে তাঁর দলের তরফে দাবি করা হয়েছে, নীতীশের এই বৈঠকে না যাওয়া নতুন কিছু নয়। এর আগেও একাধিকবার নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেননি তিনি। বিহারের তরফে দুই উপমুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বৈঠকে। তাছাড়া বিহারের চার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও নীতি আয়োগের সদস্য। তাঁরাও রাজ্যের দাবিদাওয়া তুলতে পারবেন।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার বাজেট পেশের দিনই কংগ্রেস জানিয়ে দিয়েছিল কর্নাটক, তেলঙ্গানা, হিমাচলপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেবেন না। পরে একই পথে হাঁটে পঞ্জাব ও তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী। কেরলের মুখ্যমন্ত্রীও চিঠি লিখে বৈঠকে যোগ না দেওয়ার কথা জানিয়ে দেন। বিরোধীদের তরফে একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই বৈঠকে যোগ দেন। কিন্তু তাঁকেও বলতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। মমতাও বৈঠকের মাঝপথে বৈঠক কক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন।

অসমের শরণার্থী শিবির দেখে ক্ষুব্ধ সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই দুর্বিষহ অবস্থা অসমের শরণার্থী শিবিরগুলির। এই নিয়ে শুক্রবার উদ্বেগ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, শিবিরগুলিতে নেই যথাযথ শৌচাগার। নেই কোনও চিকিৎসার সুবিধা।

বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং অগাস্টিন জর্জ মসিহের বেঞ্চ অসম সরকারের আইনজীবীকে জিজ্ঞাসা করে, শরণার্থী শিবিরে থাকা মানুষদের সুবিধা দেওয়া কার দায়, কেন্দ্রীয় সরকার না রাজ্য সরকারের? আবেদনকারীর পক্ষের আইনজীবী কলিন গনজালভেস বলেন, সুযোগ-সুবিধা খুবই খারাপ। বিচারপতি ওকা বলেন, প্রথমে আদালত সুযোগ-সুবিধার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে চায়। বিচারপতির কথায়, 'আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সুযোগ-সুবিধা খুবই খারাপ। পর্যাপ্ত জলের সরবরাহ নেই, সঠিক নিকাশি ব্যবস্থা নেই। উপযুক্ত শৌচাগার নেই। রিপোর্টে খাবার ও চিকিৎসা স্বাস্থ্যের সুবিধার কথাও বলা হয়নি।'

শীর্ষ আদালতের তরফে অসম স্টেট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটির সচিবকে নির্দেশ দিয়েছে যে, রিপোর্টে উল্লিখিত সুযোগ-সুবিধাগুলি নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি পরিবেশিত খাবারের গুণমান এবং পরিমাণ ও রান্নাঘরে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং চিকিৎসা সুবিধাগুলিও নিশ্চিত করতে হবে। বেঞ্চ বলেছে, 'সচিব আজ থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে একটি নতুন রিপোর্ট জমা দেবেন।'

উল্লেখ্য, সন্দেহজনক নাগরিকত্ব এবং বিদেশি বলে মনে করা হয় এমন ব্যক্তিদের রাখা হয় ডিটেনশন সেন্টারে। অসমে এনআরসি লাগু হওয়ার পর থেকে এমন অসংখ্য মানুষ বন্দি হয়ে রয়েছেন ডিটেনশন ক্যাম্পগুলিতে। আগেই জানা গিয়েছিল, এই সব ডিটেনশন ক্যাম্পগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। যত জন থাকা উচিত তার তুলনায় অধিক মানুষকে রাখা হয়েছে। এবার সেই ইস্যুতেই অসমের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হল দেশের শীর্ষ আদালত।

টানা বৃষ্টিতে প্লাবিত গুজরাতের বহু এলাকা

অন্তত ৬৫ জনের মৃত্যু, ঘরছাড়া অনেকে

আমদাবাদ, ২৭ জুলাই: টানা বৃষ্টিতে বেহাল দশা গুজরাতের। অন্তত ৬৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রায় প্রতি দিনই কোনও না কোনও মৃত্যুর খবর আসছে ওই রাজ্য থেকে। বৃষ্টিতে গুজরাতের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত। বহু মানুষ ঘরছাড়া।

গুজরাতে খাতায়কলমে বর্ষা প্রবেশ করেছে গত ১৫ জুন। সেই থেকে এখনও পর্যন্ত বৃষ্টির কারণে ৬৫ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। গত দু'দিনে মোট ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। জরুরি তৎপরতায় উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

বর্ষায় মৃত্যু হচ্ছে বিবিধ কারণে। কেউ বজ্রাঘাতে মারা গিয়েছেন, কারও মৃত্যু হয়েছে বৃষ্টিতে বাড়ির ভেঙে পড়া দেওয়াল চাপা পড়ে। রাস্তায় জমা জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে কারও কারও। মৃতদের মধ্যে রয়েছে শিশুরাও। গুজরাতের রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নতুন করে তিন জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। তার আগের দিন ন'জনের মৃত্যু হয়েছিল। দেবভূমি দ্বারকায় টানা বৃষ্টির কারণে একটি চার তলা বাড়ি ভেঙে পড়ে। সেই ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে একই পরিবারের তিন মহিলার মৃত্যু হয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সরকারি আধিকারিক জানিয়েছেন, শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত গুজরাতের মোট ১৪,৫৫২ জনকে বাসস্থান থেকে সরিয়ে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বৃষ্টি থামার কোনও পূর্বাভাস দিতে পারছে না হাওয়া অফিস। মৌসম ভবন জানিয়েছে, শনিবারও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে সুরাত, নভসারী, বরোদা, নর্মদা, বারুচ, তাপি প্রভৃতি জেলায়। মহারাষ্ট্রের একাধিক জেলাতেও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

রেলপুলিশের লাঠিচার্জে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এল যুবকের

পাটনা, ২৭ জুলাই: ট্রেনে বসার আসন নিয়ে একদল যাত্রীর মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়েছিল। সেই ঝামেলা থামাতে এগিয়ে আসেন স্টেশনে কর্তব্যরত দুই রেলপুলিশ। লাঠি উঁচিয়ে সেই ঝামেলা থামানোর চেষ্টা করেন তাঁরা। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না-আসায় লাঠিচার্জ শুরু করেন। লাঠির বাড়ি গিয়ে পড়ে এক যাত্রীর পেটে। অভিযোগ, বেশ কয়েক বার আঘাত করার ফলে ওই যুবকের পেট ফেটে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসে।

ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের সীতামঢ়ীতে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার মুম্বইগামী কর্মভূমি এক্সপ্রেস ধরতে গিয়েছিলেন মহম্মদ ফুকরান নামের এক যুবক। জনকপুর রোড স্টেশন থেকে ট্রেন ধরার কথা ছিল তাঁর। স্টেশনে ট্রেন পৌঁছতেই বসার আসনের জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল। রেলপুলিশের দাবি, বসার আসন নিয়ে যাত্রীদের কয়েক জনের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। ঝামেলার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন স্টেশনে কর্তব্যরত রেলপুলিশের কর্মীরা।

রেলপুলিশের দাবি, তাঁরা দু'পক্ষকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তার পরেও তা নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি। পাল্টা রেলপুলিশের উপর হামলা চালান যাত্রীরা।

অনন্তনাগে যাত্রীবোঝাই গাড়ি খাদে পড়ে মৃত ৮

শ্রীনগর, ২৭ জুলাই: অনন্তনাগে যাত্রীবোঝাই গাড়ি পড়ল খাদে। এই ঘটনায় একই পরিবারের আট জনের মৃত্যু হয়েছে। সকলেই কিশতওয়ার থেকে আসছিলেন বলেই পুলিশ সূত্রে খবর। তাঁদের মধ্যে পাঁচটি শিশুও ছিল।

জানা গিয়েছে, শনিবার জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায় ডাকসুম এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। একটি টাটা সুমো ভাড়া করে আসছিল ওই পরিবার। ডাকসুম এলাকায় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে রাস্তার পাশের খাদে পড়ে যায়। তড়িঘড়ি উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। খাদে নেমে তারা উদ্ধারকাজ শুরু করে।

জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের মধ্যে দু'জন মহিলা, এক জন পুরুষ ছিলেন। বাকিরা সকলেই শিশু। প্রাথমিক ভাবে অনুমান, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি খাদে পড়ে যায়। তবে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হবে। গাড়ির মধ্যে থেকে যাত্রীদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকেরা তাঁদের পরীক্ষা করে মৃত বলে জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, অতীতেও জম্মু-কাশ্মীরে এমন পথ দুর্ঘটনা ঘটেছে। প্রাণ হারিয়েছেন অনেকে। পাহাড়ি রাস্তায় আবহাওয়া খারাপ হওয়ার কারণে বার বার দুর্ঘটনা ঘটে। অনেক ক্ষেত্রেই গাড়ির অতিরিক্ত গতির কারণেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে যাত্রিবাহী গাড়ি বা বাস।

ডেমোক্র্যাট পদপ্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিলেন কমলা হ্যারিস

ওয়াশিংটন, ২৭ জুলাই: মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদের নির্বাচনী লড়াই থেকে জো বাইডেন সরে দাঁড়িয়েছেন আগেই। এরপরই ডেমোক্র্যাটদের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে কমলা হ্যারিসের নাম ঘোষণা করেছিলেন প্রাক্তন মার্কিন স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি। অবশেষে নিজের মনোনয়ন জমা দিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত নেত্রী।

এক্স হ্যান্ডলে এ খবর জানিয়ে তিনি লিখেছেন, আমি আনুষ্ঠানিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থী হিসেবে ফর্মগুলিতে স্বাক্ষর করেছি। আমি প্রতিটি ভোট অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করব। আর নভেম্বরে আমাদের জনগণের শক্তিতে বলীয়ান প্রচারই জয়ী হবে।' এদিকে বাইডেন সরে দাঁড়ানোর পর ট্রাম্পের উপরে যে চাপ বাড়ছে সেদিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে সাম্প্রতিক পোল। সম্প্রতি দেখা গিয়েছে, এক পোলে ট্রাম্পকে পিছনে ফেলে দিয়েছেন কমলা। নয়া ওই পোলে দেখা গিয়েছে, যেখানে ট্রাম্প পেয়েছেন ৪২ শতাংশ ভোট, সেখানে কমলার ঝুলিতে ভোট ৪৪ শতাংশ। তার আগের সপ্তাহের পোলেও অবশ্য ট্রাম্পকে টক্কর দিয়েছিলেন কমলা। সেবার স্কোর 'টাই' হয়। দু'জনেই পেয়েছিলেন ৪৪ শতাংশ ভোট। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি খেলা ঘুরছে আমেরিকায়? এই পরিস্থিতিতেই এবার মনোনয়ন জমা দিলেম কমলা হ্যারিস।

তবে ডেমোক্র্যাট নিয়ম অনুযায়ী, রানিং মেট হলেও প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসাবে সবুজ সংকেত পাবেন না কমলা। তিনি মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর তা নিয়ে আলোচনা হবে ডেমোক্র্যাট ন্যাশনাল কনভেনশনে। আগামী মাসে শিকাগোতে এই কনভেনশন হবে বলে জানা গিয়েছে। দলের নানা স্তরের ৩,৯০০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন এই কনভেনশনে। পছন্দের প্রার্থীদের বেছে নেবেন ৩২০০ জন প্রতিনিধি। তাঁরা যদি বেছে নিতে না পারেন, সেক্ষেত্রে ভোট দেবেন বাকি ৭০০ জন। সেক্ষেত্রে ভারতীয় বংশোদ্ভুত কমলাকে কি মার্কিন রাজনীতিবিদরা প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে বেছে নেবেন, সেটাই এখন দেখার।

মার্কিন সফর দ্রুত যুদ্ধবিরতির রাস্তা খুলে দিতে পারে, আশা নেতানিয়াহুর

ওয়াশিংটন, ২৭ জুলাই: গাজা যুদ্ধের মাঝেই আমেরিকা সফরে গিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। ভাষণ রেখেছেন মার্কিন কংগ্রেসে। সেখানে তাঁকে প্যালেস্টাইনপন্থী আইন প্রণেতাদের তোপও সইতে হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে 'পুরনো বন্ধু'র হয়ে মুখ খুললেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদের দাবিদার জানিয়ে দিলেন, তাঁর সঙ্গে নেতানিয়াহুর মধ্যে সম্পর্ক বরাবরই খুব ভালো।

কয়েকদিন আগেই তেল আভিভকে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়েছিল ওয়াশিংটন। কিন্তু তাতে খুব একটা আমল দেয়নি ইহুদি দেশটি। এই পরিস্থিতিতেই সোমবার ওয়াশিংটনে পা রাখেন নেতানিয়াহু। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীও গিয়েছিলেন ট্রাম্পের ফ্লোরিডার রিসর্টে। সেখানেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় রিপাবলিকান নেতার। নেতানিয়াহু ও তাঁর স্ত্রী সারাকে স্বাগত জানান বর্ষীয়ান রিপাবলিকান নেতা। আর তার পরই ইজরায়েল পরিস্থিতি নিয়ে কমলা হ্যারিসের মন্তব্যের সমালোচনাও করেন তিনি। বলেন, ওঁর এহেন মন্তব্য অসম্মানজনক।

কী বলেছিলেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট? ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর কাছে গাজার বর্তমান পরিস্থিতি ও প্যালেস্তিনীয়দের মৃত্যু নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন কমলা হ্যারিস। সাফ জানিয়ে দেন, আমরা এই দুর্গতদের মুখ ভুলে যেতে পারি না। আমি অন্তত চুপ করে বসে থাকব না। এদিন নেতানিয়াহু আশাপ্রকাশ করেন তাঁর মার্কিন সফর হয়তো দ্রুত যুদ্ধবিরতির রাস্তা খুলে দিতে পারে।

এদিকে ট্রাম্প বলে দেন, তাঁর সঙ্গে নেতানিয়াহুর সম্পর্ক বরাবরই ভালো। কিন্তু ২০২০ সালে বাইডেন জয়ী হওয়ার সময় তাঁকে অভিনন্দন জানান নেতানিয়াহু। এতেই চটে যান ট্রাম্প। আবার গত বছরের ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে হামাস হামলা করলে তেল আভিভের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থারও সমালোচনা করেন তিনি। কিন্তু এবার নিজের রিসর্টে নেতানিয়াহুর প্রতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতোই আচরণ করতে দেখা গেল ট্রাম্পকে।

রেল স্টেশনের পাশের ঝোপ থেকে উদ্ধার তরুণীর দেহ

মুম্বই, ২৭ জুলাই: ২০ বছরের এক তরুণীকে কুপিয়ে খুন করে তাঁর দেহ ছুড়ে ফেলা দেওয়া হল রেলস্টেশনের পাশে একটি ঝোপে। ঘটনাটি ঘটেছে নভি মুম্বইয়ে। শনিবার ওই তরুণীর দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। অভিযোগ, প্রেমিকই তাঁকে খুন করেছেন। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শনিবার দুপুর ২টো নাগাদ নভি মুম্বই থানায় একটি ফোন যায়। সেখান থেকেই পুলিশ জানতে পারে উরান রেলস্টেশনের পাশে একটি দেহ পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। দেহ উদ্ধারের পর দেখা যায়, তরুণীর শরীরের নানা জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে নভি মুম্বইয়ে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার বিবেক পানসেরে বলেন, 'দেহ দেখে মনে হচ্ছে তরুণীকে নৃশংস ভাবে খুন করা হয়েছে। বার বার তাঁকে ধারালো কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে।' এর কিছু ক্ষণ পরে তরুণীর পরিচয় জানতে পারে পুলিশ। জানা যায়, মৃতার নাম যশশ্রী শিন্ডে। কয়েক দিন ধরে বাড়ি থেকে নিখোঁজ ছিলেন ২০ বছরের তরুণী। যে রেলস্টেশন এলাকা থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়েছে, তার আশপাশেই যশশ্রীর বাড়ি। কাজের সূত্রে বাড়ি থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে প্রতি দিন যাতায়াত করতেন। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ মনে করছে, প্রণয়ঘটিত কোনও কারণ থেকেই তরুণী খুন হয়েছেন। তাঁর প্রেমিকেরও কোনও খোঁজ মিলছে না। অতিরিক্ত ডেপুটি পুলিশ কমিশনার সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'আমাদের প্রাথমিক তদন্ত থেকে যে তথ্য উঠে আসছে, তাতে প্রেমের সম্পর্ক থেকে হত্যার তত্ত্বই উঠে আসছে।

মার্কিন, ব্রিটেন-সহ দক্ষিণ কোরিয়ার গোপন নথি হ্যাক করছে কিম প্রশাসন!

পিয়ংইয়ং, ২৭ জুলাই: একদিকে চলছে হামাস বনাম ইজরায়েল যুদ্ধ। অন্যদিকে জারি রয়েছে রাশিয়া ও ইউক্রেনের লড়াই। এর মাঝে চুপ বসে নেই উত্তর কোরিয়াও। পিয়ংইয়ং নাকি মার্কিন সেনার গোপন নথি হ্যাকারদের দিয়ে হাতিয়ে নিচ্ছে! সেই তালিকায় নাকি রয়েছে ব্রিটেন ও দক্ষিণ কোরিয়াও। যৌথ বিবৃতি দিয়ে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করেছে তিন দেশ। নিজেদের সেনার শক্তি বাড়াতে ক্রমাগত ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষানিরিক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে কিম জন উনের উত্তর কোরিয়ার। একদিকে দক্ষিণ কোরিয়া ও অন্যদিকে আমেরিকার উপর কড়া নজর রয়েছে তাদের। সূত্রে খবর, যৌথ বিবৃতিতে অভিযোগ জানানো হয়েছে, উত্তর কোরিয়ার হ্যাকাররা সেনাবাহিনী ও সেনার ইঞ্জিনিয়ারদের কম্পিউটারের নানা তথ্য হাতিয়ে নিচ্ছে। র‍্যাডার সিস্টেম, সাঁজোয়া গাড়ির নির্মাণ থেকে শুরু করে ডিফেন্স সিস্টেম, মিসাইল, ট্যাঙ্ক, রণতরী, যুদ্ধবিমানের প্রযুক্তি সংক্রান্ত গোপন নথিও চুরি করে নিচ্ছে।

জানা গিয়েছে, বিবৃতিতে একটি নির্দেশিকা জারি করে জানানো হয়েছে, কয়েকটি সংস্থার মিলিতভাবে এই সাইবার জালিয়াতি গোটা বিশ্বের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। এই বিষয়টি জাপান ও ভারতের কাছেও উদ্বেগের বিষয়। এনিয়ে মার্কিন ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই), মার্কিন ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি (এনএসএ) এবং ব্রিটেনের ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি সেন্টার (এনসিএসসি) ও দক্ষিণ কোরিয়ার ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস (এনআইএস) যৌথভাবে কাজ করছে। উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে তথ্য জোগাড় করছে। এর আগেও কিমের দেশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রের গোপন তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

উল্লেখ্য, গত জুলাই মাসে উত্তর কোরিয়া থেকে থেকে ঘুরে গিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। সেদেশের রাষ্ট্রপ্রধান কিম জনের সঙ্গে সামরিক চুক্তিও করেছেন পুতিন। আমেরিকার দাবি, দু'দেশই অত্যাধুনিক হাতিয়ারের আদানপ্রদান করছে। এই আবহে অতিবৃহৎ আণবিক বোমা বহনে সক্ষম মিসাইলের পরীক্ষা করেছে পিয়ংইয়ং। যা সফলও হয়েছে। সমর বিশ্লেষকদের মতে, আমেরিকা ও দক্ষিণ কোরিয়াকে চোখ রাঙিয়ে এই হাতিয়ার তৈরি করেছেন কিম। এবার সেনাবাহিনীর তথ্য হাতিয়ে আরও উন্নত প্রযুক্তির হাতিয়ার তৈরি করতে চাইছেন তিনি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
N.I.T. No. :- WBMAD/ULB/BM/PW/15th Finance Scheme/NIT-17/2024-2025
Memo No. : 1150/BM/PW/2024-2025, Dated 27.07.2024
Name of the Work : In 11 Nos. Installation of Submersible pump in Ward No. 4, 5, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21 & 22. Last Date of Submission 10.08.2024. For details see Bolpur Municipality Notice Board & website : **www.bolpurmunicipality.org**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
সংশোধনী
টেন্ডার নং. : ওটি-সি-ডিডি-০১-২০২৪-২৫ তারিখ : ২৪.০৭.২০২৪। বিষয় : আইআরইপিএস-এ ০২.০৭.২০২৪ তারিখে প্রকাশিত টেন্ডার নং ওটি-সি-ডিডি-০১-২০২৪-২৫-এর বন্ধের তারিখে সংশোধনী। জানানো হচ্ছে যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে উক্ত টেন্ডারের বন্ধের তারিখ ২৫.০৭.২০২৪-এর পরিবর্তে ০৫.০৮.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হল। ক্রম.নং : (১)। টেন্ডার নং : ওটি-সি-ডিডি-০১-২০২৪-২৫। কাজের বিবরণ : সেন্টার অফ এক্সিলেন্সের প্রোজেক্ট-১-এর অধীন হার্ডওয়্যার ও সফ্টওয়্যারের ২ বছরের সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। বন্ধের তারিখ (বর্তমান) : ২৫.০৭.২০২৪। বন্ধের তারিখ (সংশোধিত) : ০৫.০৮.২০২৪। দ্রষ্টব্য : রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-তে সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে। ডে.সিইই/ডিঅ্যান্ড ডি-I/
PR8/544 সিএলডব্লু/সিআরজে
আমাদের লাইক করুন : www.facebookcom/clwrailways

Daluibazar-I Gram Panchayat
Rasulpur, Memari, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender (2nd Call)
Re e-Tenders are invited from Reputed, Bonafied Tenderer for executation the different development work vide **e-Tender No.: 04/DB-I/2024-25, Tender ID : 2024_ZPHD_723174_1 & 2024_ZPHD_723174_2, 05/DB-I/2024-25, Tender ID : 2024_ZPHD_723185_1, 2024_ZPHD_723185_2 & 2024_ZPHD_723185_3, Date : 27.07.2024.** Bid Submission Start Date (Online) : **27.07.2024 at 02:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **31.07.2024 up to 11.00 AM.** Bid Opening Date (Technical): **02.08.2024 at 11.00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP office.
Sd/-
Prodhan
Daluibazar-I Gram Panchayat

জিতে শুরু গম্ভীর-সূর্য জুটির

নিজস্ব প্রতিনিধি: শুরুটা ভাল হল ভারতের নতুন কোচ-অধিনায়ক জুটির। কোচ হিসাবে নিজের প্রথম ম্যাচ জিতলেন গৌতম গম্ভীর। অধিনায়ক হিসাবে প্রথম ম্যাচ জিতলেন সূর্যকুমার যাদব। শ্রীলঙ্কাকে তাদের ঘরের মাঠে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৪৩ রানে হারাল ভারত। প্রথমে ব্যাট করে সূর্যের অর্ধশতরানে ২১৩ রান করে ভারত। সেই রান তাড়া করতে পারেনি শ্রীলঙ্কা। ১৯.২ ওভারে ১৭০ রানে অল আউট হয়ে যায় তারা। এই জয়ের ফলে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১-০ এগিয়ে গেল ভারত।

টস জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চরিথ আসালঙ্ক। শুরুটা ভাল করেন ভারতের দুই ওপেনার শুভমন গিল ও যশস্বী জয়সওয়াল। যত দিন যাচ্ছে, বোঝাপড়া ভাল হচ্ছে দু'জনের। পাওয়ার প্লে কাজে লাগান ভারতের দুই ব্যাটার। শ্রীলঙ্কার পেসারদের বলের গতি ব্যবহার করে বড় শট মারতে শুরু করেন দু'জনে। পাওয়ার প্লে-র শেষ বলে আউট হন শুভমন। ১৬ বলে ৩৪ রান করেন তিনি। দুই ওপেনারের মধ্যে ৭৪ রানের জুটি হয়। পরের

ওভারের প্রথম বলেই আউট হন অপের অপেনার যশস্বী। তিনি করেন ২১ বলে ৪০ রান।

দুই ওপেনার আউট হওয়ার পরে দলের রানকে টেনে নিয়ে যান টি-টোয়েন্টির নতুন অধিনায়ক সূর্যকুমার ও ঋষভ পন্থ। তাঁরাও আক্রমণাত্মক শট খেলছিলেন। শ্রীলঙ্কার স্পিনারেরাও তাঁদের আটকাতে পারেননি। অধিনায়ক হিসাবে নিজের প্রথম ম্যাচেই অর্ধশতরান করেন সূর্য। ২৬ বলে ৫৮ রান করে আউট হন তিনি।

সূর্য আউট হওয়ার পরে দ্রুত উইকেট পড়তে শুরু করে ভারতের। পন্থ এক দিকে টিকে থাকলেও কোনও সঙ্গী পাননি তিনি। হার্দিক পাণ্ড্য (৯), রিয়ান পরাগ (৭) ও রিঙ্কু সিংহ (১) রান করতে পারেননি। পন্থ ৩৩ বলে ৪৯ রান করেন। নীচের সারির ব্যাটারদের ব্যর্থতায় যত রান হওয়া উচিক ছিল, তত রান করতে পারেনি ভারত। ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ২১৩ রান করে তারা। শ্রীলঙ্কার হয়ে মাথিশা পাথিরানা ৪০ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন।

২১৪ রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা ভাল করে শ্রীলঙ্কাও। দুই ওপেনার পাথুম নিসঙ্ক ও কুশল মেন্ডিস বড় শট খেলছিলেন। শিশির পড়ায় বল ধরতে সমস্যা হচ্ছিল ভারতীয় বোলারদের। সেই সুবিধা কাজে লাগান দুই ব্যাটার। প্রতি ওভারে গড়ে ১০ রান করে হচ্ছিল। শ্রীলঙ্কার দুই ওপেনারের মধ্যে ৮৪ রানের জুটি হয়। সেই জুটি ভাঙেন আরশদীপ সিংহ। মেন্ডিসকে ৪৫ রানে ফেরান তিনি।

তার পরেও রান তোলার গতি কমায়নি শ্রীলঙ্কা। একটা সময় দেখে মনে হচ্ছিল জিতে যাবে তারা। কোনও বোলারই উইকেট তুলতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত অক্ষরের বলে আউট হন নিসঙ্ক। ৪৮ বলে ৭৯ রান করেন তিনি। দুই ওপেনার আউট হওয়ার পরে চাপে পড়ে শ্রীলঙ্কা। নতুন ব্যাটারেরা থিতু হওয়ার সুযোগ পাননি। সুযোগ বুঝে চাপ বাড়ান সূর্য। অক্ষর ও রবি বিষ্ণোইকে টানা বল করান তিনি। সেই পরিকল্পনা কাজে লাগে।

কুশল পেরেরা ২০ রান করে ফেরেন। অধিনায়ক আসালঙ্ক শূন্য রানে আউট হন। ১৭তম ওভারে ফাটকা খেলেন সূর্য। আরশদীপ ও মহম্মদ সিরাজের ওভার বাকি থাকার পরেও পরাগের হাতে বল তুলে দেন তিনি। সেই ওভারে জোড়া উইকেট পড়ে। প্রথমে দাসুন শনাকা রান আউট হন। পরে কামিন্দু মেন্ডিসকে আউট করেন পরাগ। বড় শট খেলতে গিয়ে আউট হচ্ছিলেন একের পর এক ব্যাটার। পরের ওভারে ওয়ানিন্দু হাসরঙ্গকে আউট করেন আরশদীপ। ৭ উইকেট পড়ে যায় শ্রীলঙ্কার।

শেষ তিন ওভারে জিততে ৫১ রান দরকার ছিল শ্রীলঙ্কার। সাত উইকেট পড়ে গিয়েছিল তাদের। সেখান থেকে জেতা প্রায় অসম্ভব ছিল। বাকি ১৮ বলে আউট হয়ে যান বাকি ব্যাটারেরা। চার বল বাকি থাকতে ১৭০ রানে অল আউট হয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। ৪৩ রানে জিতে মাঠ ছাড়ে ভারত। ১.২ ওভারে ৫ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন পরাগ। অক্ষর ও আরশদীপ ২টি করে এবং সিরাজ ও বিষ্ণোই ১টি করে উইকেট নেন।

সুহেলের গোলে জয় দিয়ে ডুরান্ড শুরু মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডুরান্ড কাপের প্রথম ম্যাচে ডাউনটাউন হিরোজ্‌রে বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল মোহনবাগান। ৭২ মিনিট পর্যন্ত গত বারের চ্যাম্পিয়ন দলকে আটকে রেখেছিল ডাউনটাউন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারল না তারা। সুহেল ভাটের করা একমাত্র গোলে জিতল মোহনবাগান। কাশ্মীরের ছেলে সুহের কাশ্মীরের দলের বিরুদ্ধেই গোল করলেন।

বেশির ভাগ বিদেশি এখনও যোগ না দেওয়ায় ডুরান্ডের প্রথম ম্যাচে বেশ কয়েক জন তরুণ ফুটবলার নামিয়েছিলেন দায়িত্বপ্রাপ্ত কোচ বাস্তব রায়। হোসে মোলিনা না আসায় তিনিই এই ম্যাচে কোচের দায়িত্বে ছিলেন। দলে একমাত্র বিদেশি টম অলড্রেডকে রাখেন তিনি। কলকাতা লিগে খেলা রাজ বাসফোর, অভিষেক সূর্যবংশী, টাইসন সিংহ, সুহেলদের দিয়ে দল সাজিয়েছিলেন তিনি। মাত্র চার জন ফুটবলার ছিলেন বেঞ্চে।

শুরু থেকে দু'দলই বলের দখল নেওয়ার চেষ্টা করছিল। গত বারের ডুরান্ডে গ্রুপের তিনটি ম্যাচই হেরেছিল ডাউনটাউন। সেই দলের বিরুদ্ধেও গোলের মুখ খুলতে পারছিল না বাগান। দেখে বোঝা যাচ্ছিল, প্রথম ম্যাচে বোঝাপড়ায় সমস্যা রয়েছে। আশিস রাই, গ্লেন মার্টিন্সের মতো অভিজ্ঞদের কাঁধে ছিল বাড়তি দায়িত্ব। তার মাঝেই ফ্রি কিক থেকে সুহেলের বাঁ পায়ের শট বারে লেগে বেরিয়ে যায়। ডাউনটাউনকেও আটকে রেখেছিল বাগানের ডিফেন্স। ফলে গোলশূন্য

অবস্থায় বিরতিতে যায় দু'দল।

দ্বিতীয়ার্ধে কিছুটা হলেও আক্রমণের ঝাঁজ বাড়ায় বাগান। কয়েকটি সুযোগও তৈরি করে তারা। কিন্তু কিছুতেই গোল হচ্ছিল না। ৭১ মিনিটের মাথায় কর্নার থেকে বাগান গোলরক্ষক জাহিদ একটি বল ধরতে গিয়ে মিস্ করেন। ডাউনটাউনের ফুটবলার পায়ে লাগাতে পারলেই গোল খেয়ে যেত মোহনবাগান। ভাগ্য ভাল ছিল তাদের। দু'মিনিট পরেই বাগানকে এগিয়ে দেন সুহেল। মার্টিন্সের পাস ধরে বক্সে বল বাড়ান অভিষেক। ডান প্রান্ত ধরে উঠে আশিস পাস বাড়ান সুহেলের দিকে। বক্সের মধ্যে থেকে গোল করতে ভুল করেননি কাশ্মীরের ছেলে।

এগিয়ে যাওয়ার পরে রক্ষণে জোর দেয় বাগান। বদল করা হয় গোলরক্ষককেও। নামেন এ বারই দলে আসা ধীরজ সিংহ। বাকি সময়ে কয়েকটি সুযোগ তৈরি করেছিল ডাউনটাউন। কিন্তু বাগানের রক্ষণ ভাঙতে পারেনি তারা। জিতে মাঠ ছাড়ে বাগান। তবে প্রথম ম্যাচে মোহনবাগান যে ভাবে ডাউনটাউনের মতো দুর্বল দলের বিরুদ্ধে সুযোগ তৈরি করতে ব্যর্থ হল, তা চিন্তায় রাখবে সমর্থকদের।

প্রথম পদক কাজাখস্তানের, প্রথম সোনা চীনের

নিজস্ব প্রতিনিধি: অলিম্পিক ইভেন্টে সোনা জয়ই যেকোনো দেশ বা খেলোয়াড়ের জন্য সর্বোচ্চ অর্জন। তবে কখনো কখনো ব্রোঞ্জও হয়ে ওঠে মাইলফলক। আজ শুটিংয়ের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল মিক্সড ইভেন্টের মাধ্যমে এমনই এক মাইলফলক ছুঁয়েছে কাজাখস্তান। প্যারিস অলিম্পিকের প্রথম পদক জিতেছে মধ্য এশিয়ার দেশটি। একই ইভেন্টের ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে প্রথম সোনা জিতেছে চীন।

২৪ জুলাই ফুটবল ও রাগবি দিয়ে মাঠের প্রতিযোগিতা আর ২৬ জুলাই প্যারিসের সিন নদী ঘিরে আলোঝলমল আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর আজই ছিল পদক-লড়াইয়ের প্রথম দিন। প্যারিসের স্যাতোরু শুটিং কমপ্লেক্সে প্রথম পদক জয়ের লড়াইয়ে কাজাখস্তানের প্রতিপক্ষ ছিল জার্মানি।

১০ মিটার এয়ার রাইফেল মিশ্র দলগতের এই লড়াইয়ে কাজাখস্তানের আলেক্সান্দ্রা লি-ইসলাম সাতপায়েভ জুটি ১৭-৫ স্কোরে হারান জার্মানির অ্যানা ইয়ানসেন-মাসিমিলিয়ান উব্রিখ জুটিকে। এরপর সোনার পদকের লড়াইয়ে চীনের হুয়াং ইউতিং-শেং লিহাও জুটির মুখোমুখি হন দক্ষিণ কোরিয়ান কিং জি-হিয়ং ও পার্ক হা-উন।

চীন প্রথম ১১ শটেই ১৪-৮ ব্যবধানেই এগিয়ে যায়। শেষ দিকে দক্ষিণ কোরিয়া কিছুটা ঘুরে দাঁড়ালেও শেষ পর্যন্ত ১৬-১২ ব্যবধানে জিতেই সোনা নিশ্চিত করে চীন। ইউতিং-লিহাওয়ের মাধ্যমে

অলিম্পিকের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল মিশ্র দ্বৈতের সোনা চীনের হাতেই থাকল। টোকিও অলিম্পিকেও এই ইভেন্টে সোনা জিতেছিল চীন।

এবারের অলিম্পিকে শুটিং হচ্ছে আইফেল টাওয়ার থেকে প্রায় ২৫০ কিলোমিটার দূরে। আবদ্ধ জায়গায় হওয়া শুটিং নির্ঝঞ্ঝাটে শেষ হলেও প্যারিসে বৃষ্টির কারণে কয়েকটি ইভেন্টের সূচি এলোমেলো হয়েছে। এর মধ্যে ছেলেদের স্ট্রিট স্কেটবোর্ডিং প্রতিযোগিতা বৃষ্টির কারণে সোমবার পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। রোলা গারোতে টেনিসের প্রথম রাউন্ডের খেলাও নির্ধারিত সময়ে শুরু করা যায়নি।

মজার বিষয় হচ্ছে, আগের সন্ধ্যায় সিন নদী ঘিরে আয়োজিত বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী আয়োজন ভিন্নমাত্রা পেয়েছিল এই বৃষ্টির কারণেই। অতিথি ও উপস্থিত দর্শকদের রেইনকোট গায়ে চাপাতে হলেও বৃষ্টির মধ্যে জিনেদিন জিদান-রাফায়েল নাদালের হাতে প্রজ্বলিত অলিম্পিক মশাল এবং বোট ও বার্জে করে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর আকর্ষণীয় মার্চপাস্ট পুরো অনুষ্ঠানকে উপভোগ্য এক আয়োজন করে তোলে।

প্যারিস অলিম্পিকে প্রথম ডোপ টেস্টে পজিটিভ ইরাকের জুডোকা সাজ্জাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্যারিস অলিম্পিকে ইরাকি জুডোকা সাজ্জাদ সেহেন ডোপ টেস্টে পজিটিভ প্রমাণিত হয়েছেন। ইন্টারন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (আইটিএ) গতকাল জানিয়েছে, সাজ্জাদের নমুনায় নিষিদ্ধ অ্যানাবোলিক স্টেরয়েডস ধরা পড়েছে। প্যারিস অলিম্পিকে ডোপ টেস্টে পজিটিভ হওয়ার এটাই প্রথম ঘটনা।

আইটিএ জানিয়েছে, সাজ্জাদের নমুনা বিশ্লেষণে 'বিপরীতধর্মী অনির্দিষ্ট ও নিষিদ্ধ মেটানডিয়েনান এবং বোল্ডেনন পাওয়া গেছে'। ওয়ার্ল্ড অ্যান্টিডোপিং এজেন্সি (ওয়াডা) এ দুটি ড্রাগকেই নিষিদ্ধ করেছে।

গত মঙ্গলবার প্যারিসে সাজ্জাদের নমুনা সংগ্রহ করে আইটিএ। প্যারিসেই ওয়াডা অনুমোদিত পরীক্ষাগারে পরের দিন এ পরীক্ষার ফল জানানো হয়।

২৮ বছর বয়সী সাজ্জাদের এটাই প্রথম অলিম্পিক। আগামী সপ্তাহে ছেলেদের ৮১ কিলোগ্রাম ক্লাসে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা ছিল। আইটিএ বিবৃতিতে জানিয়েছে, ব্যাপারটার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সাজ্জাদকে প্রাথমিকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, 'এটার অর্থ হলো অ্যাথলেট কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অনুশীলন, কোচিং কিংবা প্যারিস অলিম্পিকের কোনো

কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবেন না।'

ইরাক অলিম্পিক দলের ম্যানেজার হেরদা রাউফ বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেছেন, সাজ্জাদ ও তাঁর কোচকে আজ জিজ্ঞাসাবাদ করবেন ডোপিং এজেন্সির প্রধানেরা। রাউফ বলেছেন, 'খেলোয়াড়টিকে এর আগে সার্জিক্যাল অস্ত্রোপচার করাতে হয়েছে। সম্ভবত এ কারণে তাকে কিছু ওষুধ নিতে হয়েছে।'

আইটিএ জানিয়েছে, সর্বোচ্চ ক্রীড়া আদালত কোর্ট অব আরবিট্রেশন ফর স্পোর্টে (সিএএস) প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবেন সাজ্জাদ। আরেকবার নমুনা পরীক্ষার আবেদনও করতে পারবেন।

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির পক্ষ থেকে প্যারিস অলিম্পিকে স্বাধীন ডোপবিরোধী কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা করছে আইটিএ।

অলিম্পিক্সে স্ট্রেট গেমে জয় চিরাগ-সাত্ত্বিকের, ব্যাডমিন্টনে ফরাসি প্রতিপক্ষকে হারাল ভারতীয় জুটি

নিজস্ব প্রতিনিধি: তাঁদের র‍্যাঁ কেটে পদক জয়ের আশা করছে ভারত। প্রথম রাউন্ডে নিরাশ করল না ভারতের ব্যাডমিন্টন জুটি সাত্ত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি। প্রথম রাউন্ডে স্ট্রেট গেমে (২১-১৭, ২১-১৪) জিতলেন তাঁরা। ফরাসি প্রতিপক্ষকে হারাল ভারতীয় জুটি।

ফ্রান্সের করভি লুকাস ও লাবার রোনান জুটির বিরুদ্ধে নেমেছিলেন সাত্ত্বিকেরা। শুরু থেকে খেলা টান টান চলছিল। কোনও জুটিই এক টানা পয়েন্ট পাচ্ছিলেন না। হয়তো নিজেদের প্রথম অলিম্পিক্সে নামায় চাপ কিছুটা বেশি ছিল ভারতীয় জুটির উপর। ধীরে ধীরে সেই চাপ কমলে চেনা ছন্দে ফিরলেন তাঁরা।

চিরাগ নেটে ও সাত্ত্বিক বেসলাইনে খেলছিলেন। লম্বা র‍্যালি খেলতে শুরু করেন তাঁরা।

ফলে চাপে পড়ে যায় ফরাসি জুটি। ভুল করতে শুরু করেন তাঁরা। ২৩ মিনিটের লড়াইয়ে ২১-১৭ পয়েন্টে প্রথম গেম জিতে নেন সাত্ত্বিকেরা।

দ্বিতীয় গেমেও প্রথম গেমের রিপ্লে দেখা যায়। যত সময় গড়ায় তত দাপট দেখান সাত্ত্বিকেরা। দ্রুত পয়েন্ট তুলতে শুরু করেন তাঁরা। একটা সময়ে ১৬-১০ পয়েন্টে এগিয়ে ছিল ভারতীয় জুটি। হাল ছাড়েননি লুকাসেরা। লড়াই করলেও ভারতীয় জুটির বিরুদ্ধে অসহায় দেখাচ্ছিল তাঁদের। দ্বিতীয় গেমও ২৩ মিনিটে শেষ হয়। ২১-১৪ পয়েন্টে জিতে পরের রাউন্ডে যান সাত্ত্বিক ও চিরাগ।

দক্ষিণ কোরিয়াকে উত্তর কোরিয়া বলায় আইওসির ক্ষমাপ্রার্থনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: সিন নদীতে চলছিল মার্চপাস্ট। একে একে নদীর বুক চিরে নানা আকারের জলযানে করে মার্চপাস্ট করছিলেন অলিম্পিকে অংশ নেওয়া বিভিন্ন দেশ বা দলের অ্যাথলেটেরা। এরই ধারাবাহিকতায় দক্ষিণ কোরিয়া দল যখন জলযানে করে মার্চপাস্টে আসে, ধারাভাষ্যকার তাদের পরিচয় করিয়ে দেন।

পরিচয়পর্বে প্রথমে ফরাসি ভাষায় দক্ষিণ কোরিয়াকে বলা হয়, 'রিপাবলিকে পপুলাইরে দেমোক্রাতিকে দে কোরে।' পরে ইংরেজিতে বলা হয়, 'ডেমোক্রেটিক পিপলস রিপাবলিক অব কোরিয়া।' এটা উত্তর কোরিয়ার অফিশিয়াল নাম। আর দক্ষিণ কোরিয়ার অফিশিয়াল নাম হচ্ছে রিপাবলিক অব কোরিয়া।

এমন ভুলের পর দক্ষিণ কোরিয়ার ক্রীড়ামন্ত্রী এক বিবৃতিতে এ ব্যাপারে 'দুঃখ' প্রকাশ করে বলেন, '২০২৪ প্যারিস অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঘোষণার সময় দক্ষিণ কোরিয়া দলকে উত্তর কোরিয়া দল হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

অনাকাঙ্ক্ষিত এ ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটি (আইওসি)। আইওসি তাদের অফিশিয়াল এক্স অ্যাকাউন্টে ক্ষমা প্রার্থনা করে কোরিয়ান ভাষায় একটি পোস্ট করেছে। যেটির বাংলা করলে দাঁড়ায়, 'উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্প্রচারের সময় দক্ষিণ কোরিয়া দলকে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে যে ভুলটি হয়েছে, এর জন্য আমরা আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

স্যেন নদীর বুকে জীবনের অন্যতম সেরা সম্মান পেয়ে গর্বিত পতাকাবাহী পিভি সিন্ধু

নিজস্ব প্রতিনিধি: স্যেন নদীর বুকে ভেসে আসা বোটে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে সবার আগে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁরা দু'জন। শরৎ কমল এবং পি ভি সিন্ধু। প্যারিস অলিম্পিক্সে ভারতের দুই পতাকাবাহী।

পতাকাবাহকের দায়িত্ব পেয়ে তিনি যে কতটা গর্বিত, তা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরুর আগেই বলেছিলেন সিন্ধু। ভারতের পতাকা হাতে ইনস্টাগ্রামে নিজের একটা ছবি দিয়ে ভারতের কিংবদন্তি ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় লেখেন, ''লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে জাতীয় পতাকা হাতে নিতে পারাটা আমার জীবনের অন্যতম সেরা সম্মান।''

এর আগে জিয়ো সিনেমায় সিন্ধু বলেন, ''অলিম্পিক ভিলেজে আসতে পেরে আমি দারুণ গর্বিত। এটা আমার তৃতীয় অলিম্পিক্স। প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার দিকে তাকিয়ে আছি। ভারতের পতাকাবাহক হতে পেরে আমি দারুণ গর্বিত। লক্ষ্য থাকবে, দেশের হয়ে আর একটি পদক জেতার।''

নিজের পঞ্চম অলিম্পিক্সে নামছেন শরৎ কমল। সিন্ধুর পাশাপাশি পুরুষ পতাকাবাহক হিসেবে ছিলেন এই টেবল টেনিস তারকা। তিনি বলেছেন, ''গত তিন-চার মাস ধরে এই মুহূর্তটার

অপেক্ষা করে আছি। এই দৃশ্যটা কল্পনা করে গিয়েছি।'' শরৎ আরও বলেছিলেন, ''যত ওই মুহূর্তটা সামনে আসছে, তত আমি উত্তেজিত হয়ে পড়ছি। আরও ভাল লাগছে সিন্ধুর সঙ্গে এই দায়িত্বটা ভাগ করে নিতে পেরে।''

সিন্ধুও বলেন, ''শরৎ কমলের সঙ্গে পতাকাবাহক হতে পেরে আমিও খুশি। দু'জনের কাছেই এটা গর্বের মুহূর্ত। দেশের প্রতিনিধিত্ব করার, দেশের পতাকাবাহক হওয়ার একটাই সুযোগ পাওয়া যায়। শরৎ আমার সিনিয়র। অনেক বছর ধরে ওকে চিনি আমি।'' সব মিলিয়ে ভারতের ৭৮জন ক্রীড়াবিদ এবং সাপোর্ট স্টাফ অংশ নেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে।

অলিম্পিকে ইরাককে হারিয়ে আশা বাঁচিয়ে রাখল আর্জেন্টিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগের ম্যাচে নাটকীয়ভাবে হারের পর এই ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াতেই হতো আর্জেন্টিনাকে। কোয়ার্টার ফাইনালের সম্ভাবনা টিকিয়ে রাখতে জিততে হতো ইরাকের বিপক্ষে। লিওঁ স্টেডিয়ামে আজ দরকারি কাজটিই করেছে হাভিয়ের মাচেরানোর দল। প্যারিস অলিম্পিকে ছেলেদের ফুটবলে গ্রুপ পর্বের খেলায় ইরাককে ৩-১ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা।

লাতিন আমেরিকান দলটির হয়ে গোল করেছেন থিয়াগো আলমাদা, লুসিয়ানো গুনদো ও ইগনাসিও ফার্নান্দেজ। আর্জেন্টিনার প্রথম গোলের পর ইরাকের হয়ে সমতা আনা গোলটি করেন আইমান হোসেন।

ম্যাচে আর্জেন্টিনা প্রথম এগিয়ে যায় ১৩ মিনিটে। হুলিয়ান আলভারেজের বাড়ানো বল থেকে গোল করেন আলমাদা। ম্যাচের ৩৯ মিনিটে আরেকটি গোলের সম্ভাবনা তৈরি করেন তিনি, তবে বল পোস্ট ঘেঁষে চলে যায়। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে সমতা নিয়ে আসে ইরাক। পেনাল্টি বক্সের ভেতর থেকে নেওয়া হেডে বল জালে পাঠান আইমান। কাতারের লিগে খেলা এই স্ট্রাইকার আগের ম্যাচে ইউক্রেনের বিপক্ষেও গোল করেছিলেন। যে ম্যাচ ২-১ ব্যবধানে জিতে কোয়ার্টারের ফাইনালের সম্ভাবনাও তৈরি করেছে দলটি।

তবে ৩ পয়েন্টের জন্য মরিয়া আর্জেন্টিনা ম্যাচের ৬২ মিনিটেই দ্বিতীয় গোল আদায় করে নেয়। কেভিন জেননের ক্রস থেকে হেডে বল জালে জড়ান গুনদো। দুজনই গোলের মিনিট দেড়েক আগে বদলি খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন। আর্জেন্টিনা অবশ্য

এক গোলে এগিয়ে থেকেও পুরোপুরি স্বস্তিতে ছিল না। গুনদো, নিকোলাস ওতামেন্দি আর গিলিয়ানো সিমিওনেরা একের পর এক শট নিলেও ইরাকের রক্ষণ ভাঙতে পারেননি।

তবে একের পর এক আক্রমণের ধারায় ৮৫ মিনিটে চলে আসে তৃতীয় গোল। জেননের কাছ থেকে পাওয়া বক্সের বাইরে বল পেয়েছিলেন এজেকুয়েল ফার্নান্দেজ। বাঁ পায়ের জোরালো শটে পোস্টের বাঁ দিকের কোনা দিয়ে জালে পাঠান তিনি। ম্যাচের বাকি সময় নিজেদের জাল অক্ষত রেখে ৩ পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়ে আর্জেন্টিনা। এ জয়ে সাময়িকভাবে হলেও গোল ব্যবধানে 'বি' গ্রুপের পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে মাচেরানোর দল। দিনের অন্য ম্যাচে মরক্কো-ইউক্রেন ফলে নির্ভর করবে আর্জেন্টিনার শীর্ষস্থান টিকে থাকবে কি না। 'সি' গ্রুপের ম্যাচে ডমিনিকান রিপাবলিককে ৩-১ গোলে হারিয়েছে স্পেন। স্প্যানিশদের হয়ে গোল করেন ফারমিন লোপেজ, আলেহান্দ্রো বায়েনা ও মিগুয়েল গুতিরেজ। এই জয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল অনেকটাই নিশ্চিত করেছে স্পেন। আগের ম্যাচে উজবেকিস্তানের বিপক্ষে ২-১ গোলে জয় থাকায় ২ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে স্পেনই গ্রুপের শীর্ষে। এই গ্রুপে অন্য কোনো দল এখনো জয় পায়নি।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**